ওঁ ব্রহ্ম।

ভাব-সঙ্গীত।

৬ষ্ঠ সংস্করণ।

"শুধু ব্রহ্মনাম এই সার রহিবে আর
যাবে সকল" ভাব-সঙ্গীত।

ভাটপাড়া নিবাসী
শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত।

ও
শ্রীদীনবন্ধু সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঢাকা আশুতোষ-যন্ত্রে.
শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

৭২ ব্রাহ্মসম্বৎ। ১৩০৮ সন। ১৯০১ খৃঃ।

৩১শে আষাঢ়। বিনামূল্যে বিতরিত।

☞ সময়ের অল্পতা নিবন্ধন ত্বরাপ্রযুক্ত ভাব সঙ্গীতের ১ম—৪৮, ৬৫—৯৬, ১১৩—১২৮, ১৪৫—১৭৬, ১৯৩—২০৮ পৃষ্ঠা ঢাকা আশুতোষ যন্ত্রে এবং অবশিষ্ট অংশ অন্যত্র ছাপা হইয়াছে। ইতি

প্রকাশক।
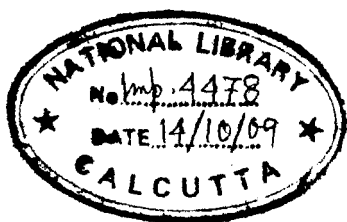
বিজ্ঞাপন।

ভাববিনা কোন কবিতাই রচিত হইতে পারে না। তবু এই সঙ্গীত গুলির নাম ভাব-সঙ্গীত দেওয়া হইল বলিয়া কেহ কেহ এই বিষয়টী অহঙ্কারের ব্যাপার মনে করিতে পারেন। তাই ভাব-সঙ্গীতের 'ভাব' কে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিতেছি তদ্বিষয়ে একটুক খুলিয়া বলা অসঙ্গত হইবে না। অতএব নিবেদন—

যদি না থাকার নাম অভাব হয়, তবেই থাকার নাম ভাব হইল; এই থাকার ভাবই আমাদের ভাব-সঙ্গীতের ভাব; এই থাকার ভাবেই ইহার নাম ভাব-সঙ্গীত।

ভাব-সঙ্গীত ষষ্ঠবার প্রচারিত হইল। এই ষষ্ঠসংস্করণে পূর্ব্ব গান সকলের কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তিত, এবং ৫ম সংস্করণের পরে রচিত গান সমুদায় ও সন্নিবেশিত হইল।

আশা করি, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে প্রকার এই গানের কল্যাণে নানা ভাবুক মহাত্মাদিগের সঙ্গে ভাব যোগে হৃদয় স্পর্শ করিয়া পরম আপ্যায়িত ও চরিতার্থ হইয়াছি এবং কত সাধু মহাজনদের সঙ্গে প্রাণের পরিচয় হইয়া অগণ্য আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি এবং প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজে ও প্রজা-বর্গ ও নানাদেশবাসী বান্ধবগণের সঙ্গে এই ভাব-সঙ্গীত

কীর্ত্তন করিয়া প্রেমরাগে রঞ্জিত হইয়াছি, ব্রহ্মকৃপাগুণে এই সংস্করণে আরো কত নূতন২ মহাত্মাদের সঙ্গে এই ভাব-সঙ্গীত দ্বারা প্রাণের সঙ্গ করিয়া মুগ্ধ হইব, তাহা কে জানে?

অপর নিবেদন,—আমি পূর্ব্ববঙ্গবাসী একজন "বাঙ্গাল"। এজন্য মাতৃদেশের প্রচলিত ভাষায় গানের ভাষা না রাখিলে দেশীয় জনসাধারণের সহজে বোধগম্য হইবে না, সেই অনুরোধে গান সকলের স্থানে স্থানে দেশপ্রচলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। মহাশয়গণ অনুগ্রহ করিয়া মাতৃভাষার অবিশুদ্ধতা ক্ষমা পূর্ব্বক গানগুলি সঙ্গীত ও পাঠ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

এই পুস্তকে আমার পত্নী ৺ অন্নদাগুপ্তার ও ধর্ম্মবন্ধু ব্রজমোহন দাস, শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্য ও শ্রীহৃদয়চন্দ্র আচার্য্যের কয়েকটী গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সে সকল গান সুন্দর ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। ঐ সকল গানের নিম্নভাগে রচয়িতার নাম সন্নিবেশিত এবং সূচীপত্রের শেষভাগে তাহাদের সূচী দেওয়া হইয়াছে।

নিবেদক—

শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত।

পর্ব্বের সূচী।

১।	বোধন ভাব	...	...	১১
২।	স্বরূপ ভাব	...	...	১৫
৩।	মহিমা ভাব	...	...	২৭
৪।	স্তুতি ভাব	...	...	৪৫
৫।	প্রার্থনা ভাব	...	...	৬১
৬।	কৃতজ্ঞতা ভাব	...	...	৬৩
৭।	নাম ভাব	...	...	৭১
৮।	প্রেম ভাব	...	...	৯৯
৯।	বিচ্ছেদ ভাব	...	...	১০৫
১০।	উৎসব ভাব	...	...	১১০
১১।	দেহ ভাব	...	...	১১৬
১২।	প্রভাত ভাব	...	...	১২২
১৩।	মনোশিক্ষা ভাব	...	...	১২৭
১৪।	প্রচার ভাব	...	...	১৫৭
১৫।	অনুষ্ঠান ভাব	...	...	১৮৪
১৬।	জীবন ভাব	...	...	১৮৮
১৭।	নানা ভাব	...	...	১৯১

গানের সূচী।

গান			পৃষ্ঠা
আরম্ভ সঙ্গীত (ভজ ব্রহ্মানন্দ)		...	১
ভাব সঙ্গীত (অভাবে)	...	...	২
ব্রহ্মজ্ঞান সঙ্গীত (১ম, ব্রহ্মজ্ঞান উপাসনা ময়)			৪
ঐ (২য়, এমন ব্রহ্ম জ্ঞান ধন)			৫
উপাসনা সঙ্গীত (ধীর গম্ভীর মনে)		...	১১
অরে মানুষ ভাই	...	...	২১৯
অলস ত্যজিয়ে	...	...	১২৯
অসাধনের ধন সে ধনে	...	...	১৫৩
আজি এই মহোৎসবে	...	...	২১৭
আনন্দে আনন্দময়	...	...	১৭৭
(আমার মন) তার না পেয়ে		...	১৩৭
আমি হে তোমার খরিদা নফর		...	৪৫
আয়রে ও ভাই ব্রহ্ম নামে	...	...	২০৫
আর কিরে চাও দেখতে	...	...	১৫২
আস না বাসনা পূরি সবাই	...	...	১২

গান			পৃষ্ঠা
আহা ব্রহ্মোৎসব	...	...	১১০
এই আকিঞ্চন নাথ	...	...	৬২
এই মহোৎসবে	...	...	১১২
(একজন) মানুষ	...	...	৬০
(একবার) বল বল্ মন	...	...	৮২
এক ব্রহ্ম জগতের	...	...	১৬০
এক ব্রহ্ম বিনা	...	...	১৭৮
(এ গো) দরদি আমার মন	...	...	৪১
এমন যে অযাচা ধন	...	...	১৬৫
এমন ব্রহ্ম নাম সুধা	...	...	৭৯
এমন সুধা মাখা	...	...	৮৪
এস এস পুরনারী	...	...	১৮৪
এ সব মায়া না তোমার	...	...	৪৬
এসেছি উৎসবে	...	...	১১৩
ও কি সুন্দর তব দরশন	...	...	২৪
ওগো আমার ব্রহ্ম বাবু	...	...	২২২
ও গো দরদি এমন নিগম	...	...	৪৩

গান			পৃষ্ঠা
ওঁ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ...	...	...	৪৬
ওঁ ব্রহ্ম ওঁ ব্রহ্ম	...	...	৭১
(ও ভাই) শুন রে সুখের	...	...	১৭৬
ও মন চুপ্ চুপ্ চুপ্	...	...	২৪
ওরে পাজি মন	...	...	১৫০
ওরে ভাইরে কার না	...	...	২০৩
ওরে মন উড়ন পাখী	...	...	১৬৬
ওরে মন কর কেমন	...	...	১৯২
ওরে মনা ভাই	...	...	১৩৯
ওরে মানবগণ ...	...	...	১২৫
ওহে জগদীশ ! তুমি	...	...	৩২
কও কথা মৌনী হয়ে	...	...	৫৬
কত দিন ভবের খেলা	...	...	১৩০
কত রসে কাছে বসে	...	...	৩০
কর ব্রহ্মগুণ গান	...	...	১৫৪
কর ব্রহ্ম প্রীতি প্রিয়কার্য্য	...	...	১৬৪
কাজ কি তোর গৃহবাসে	...	...	১৪৪

গান		পৃষ্ঠা
কি করে করিব তব উপাসনা	...	৪৮
কি কাল ঘুম ...	... ...	১২৩
কি জানাব প্রাণব্রহ্ম	... ...	৬৮
কি দিয়ে তোষিব নাথ	... ...	৬৪
কি সুন্দর ...	... ...	২২০
কি হবে পেচাল পেড়ে	... ...	২১৪
কেবল বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ায়	...	২১০
কেবল কি টাকার গণায়	... ...	১৩২
কেমন পাঁচ ভূতে	... ...	১১৬
কেমন পাষাণ ভেদি	... ...	১৯০
কোথা হে দয়াল প্রভু	... ...	১১০
গাও বদন ভরে	... ...	৭২
চল গাই সেই ব্রহ্ম নাম	... ...	৭৬
(চল) মনের আশা করিবে পূরণ (সঙ্কীর্ত্তন)		১৪
চিনলি না মানব	... ...	১৪৫
জয় জয় ব্রহ্ম বলে নৃত্য কর	... ...	৯৬
জয় ব্রহ্ম জয় ব্রহ্ম	... ...	১৭০

গান			পৃষ্ঠা
জাগ জাগ জাগ	...	...	১২২
জাগিয়ে দেখনা সবে	...	...	১১৫
ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে	...	...	২২
তাই বুঝি করলি না যতন	...	...	১৪০
তুমি আমার কেমন যে কি	...	..	৫২
তুমি আমার জীবন ধন	...	...	৫৪
তুমি বিনে এ প্রাণ মন	...	...	৬৩
তুমি সত্য নিত্য	...	...	২১৯
তুমি সুন্দর অতি সুন্দর	...	...	১৯
তুঁহু মেরে ছাঞি	...	...	৫৯
তোমার ইচ্ছা প্রভু	...	...	২১৮
তোমার থাকতে সকল	...	...	২১৪
তোমার সব কলে কলে	...	...	৩৪
তোমারি দয়া গুণে	...	...	৮৫
থাকিতে জীবন	...	...	২১৬
দয়াল দয়াল চাঁদ বদনে	...	...	১৬৮
দুই নায় দুই পাও	...	...	২০৭

গান			পৃষ্ঠা
দেখ মহিমা	...	...	৩৬
দেলগাড়ী দেখলি না	...	...	১২০
দেহের কি দেখিতে পার	...	...	১১৭
ধন্য তুমি ধন্য	...	...	৩১
ধন্য মা ভারতেশ্বরী	...	...	২০০
ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ রে তাঁরে		...	১৯১
ধীর গম্ভীর মনে	...	...	১১
পরিচয় বল কোন সম্বন্ধে	...	...	১৯৯
পান কর জগদ্বাসী	...	...	৭৫
প্রণমি মাগো জন্মভূমি	...	...	২০২
প্রভু তোমার রাজ্যে বসত করি		...	১০৭
প্রাতঃ সময়ে সবে	...	...	১২৫
প্রাণনাথ তুমি আমার নবীন		...	৫০
প্রাণ ব্রহ্ম তোমার মর্ম্ম	...	...	২৬
প্রাণ রে সুখ নাই	...	...	৫৪
প্রেম প্রেম প্রেম প্রেমের কথা		...	১০১
বদন ভরিয়ে বল	...	...	৮১

গান			পৃষ্ঠা
বল রে বল রে বল রে	...	...	৪০
বল ব্রহ্ম নাম ভরিয়ে বদন ...		...	৮৬
বলি মন চলেছ কোথায়	...	...	১৩৫
বাঁচিনা আর তোমা বিহনে		...	১০৫
বিছমিল্লায় গলত করে	...	...	২০৬
বেঁচে থাক পরাণ ব্রহ্ম	...	...	৬৯
ব্রহ্ম তুমি আমার জীবন সঞ্চার		...	১৮৮
ব্রহ্ম নয় বিদেশী	...	...	১৬২
ব্রহ্ম নাম কি মধুর রে	..	...	৯০
ব্রহ্ম নাম সুধা রসে	...	...	৭৮
ব্রহ্ম নাম সুধা, সুধা, সদা দান কর		...	৯৭
ব্রহ্ম নামামৃত পান কর	...	...	৮০
ব্রহ্ম নামের তোপ	...	...	২১৩
ব্রহ্ম নামের রসের ধারা	...	...	৮৯
ব্রহ্ম-প্রেম সাগরের জলে	...	...	১০০
ব্রহ্ম-প্রেম সরোবরে	...	...	২১৫
ব্রহ্ম রূপ কি অপরূপ	...	...	২২৫

গান			পৃষ্ঠা
বৃথা গেলে রে জীবন	...	...	১৩১
ভবে কত দিন	...	...	১২৭
ভবে প্রেম বিনে	...	...	৯৯
ভবে ভাবনা কি আর	...	...	১৫৭
ভাল মানুষ পাগল কর	...	...	২৯
ভাবছ কি মন বারে বারে	...	...	১৪৬
মগন হওরে মানুষ	...	...	১৩
মন ! কি ভয় ভব তরণে	...	...	৬৫
(মন) চাও কি রে আর	...	...	৬৮
মন জাগরে এখন	...	...	১২৪
(মন) পাগল হবি রে যদি	...	...	১৯৫
মন রে চোক থুয়ে কানা	...	...	১৪৮
মন রে তুই মনের মত	...	...	১৪৮
মনা ভাই পাকা দালান	...	...	২১২
(মনা) লুট্‌লে সংসারের মজা		...	৯৪
মনা লুট গেল রে	...	...	১৪০
মনের আশা	...	...	৪৯

গান			পৃষ্ঠা
মনের মানুষ মনে আছে	...	...	১৪১
মরি দেখলে সে রূপ	...	...	২১
মোদের এমন দয়াল	...	...	৬৭
(যত) আমির কাছে	...	...	৫১
যদি তোমারি উদ্যানে	...	...	১৮৬
যারে কও আকার আকার	...	...	১৮২
রে মানুষ মানুষ হয়ে	...	...	১৯৪
সকলের সকল তুমি	...	...	২৭
সদা তন্ মনে থাক	...	...	৯১
(সদা) মাটির মত খাটি	...	...	১৫৫
সমান ফলে সমানেই যান	...	...	২০৯
সরল হৃদয় তীর্থের	...	...	১৪৩
সবে একে একে একই কথা	...	...	১৮১
সহজ প্রেমের মর্ম্ম	...	...	১০৩
সিংহনাদে জয় জয় ব্রহ্ম বল		...	৭৩
সুধা কেন কাম	...	...	৮৭
সুধু ব্রহ্ম নাম এই সার	...	...	৯৩

গান			পৃষ্ঠা
হা মরি দেহের সহর	...	...	১১৮
হায় হায় হায় পরাণ বন্ধ	...	...	৩৭
হায় হায় প্রাণ তুমি প্রাণী হয়ে		...	১০৮
হে গো প্রাণনাথ	...	...	১০৬
হে জগদীশ তুমি এক তুরিতে	...	...	২১
হে নাথ কও কথা তবু কেন	...	...	৫৭
হে মঙ্গলময় তব	...	...	১৮৫
হে পণ্ডিত পণ্ডিত হয়ে	...	...	১৯৭
হো ভগবান	...	...	৫৯
হৃদাকাশে হ'ল এক	...	...	১৭৬

অন্যের গানের সূচী।

গানের নাম	ব্যক্তির নাম		পৃষ্ঠা
	অন্নদা গুপ্ত-জায়া।		
আজি এই মহোৎসবে	...	...	২১৭
এই আকিঞ্চন নাথ	...	...	৬২
এই মহোৎসবে	...	...	১১২
ওরে মানবগণ	...	...	১২৫
কোথায় হে দয়াল প্রভু	...	...	১১০

গানের নাম			পৃষ্ঠা
তুমি আমার জীবন ধন	...	...	৫৪
তোমার ইচ্ছা প্রভু	...	...	২১৮
তোমারি দয়াগুণে	...	...	৫৮
প্রাতঃ সময়ে সবে	...	...	১২৫
মন জাগ রে এখন	...	...	১২৪

নিতাই আচার্য্য।

অলস তাজিয়ে	...	...	১২৯
এসেছি উৎসবে	...	...	১১৩
কর ব্রহ্ম-গুণ গান	...	...	১৫৪
প্রভু তোমার রাজ্যে বসত	...	...	১০৭
মনের আশা	...	...	৪৯

ব্রজমোহন দাস।

কি দিয়ে তোষিব নাথ	...	...	৬৪
থাকিতে জীবন	...	...	২১৬

হৃদয় আচার্য্য।

ব্রহ্ম প্রেম সরোবরে	...	...	২১৫
সহজ প্রেমের মর্ম্ম	...	...	১০৩

অতুল প্রসাদ সেন।

যদি তোমার উদ্যানে	...	...	১৮৬

ওঁ ব্রহ্ম

ভাব-সঙ্গীত

আরম্ভ-সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধ্রুপদ।
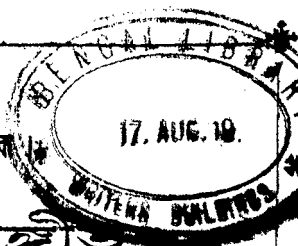
ভজ ব্রহ্মানন্দ প্রেম, কর মর্ত্ত্য স্বরগ ধাম।
ব্রহ্মনাম কামধেনু দোহি পিয় অবিরাম ॥

(মোড়া)

মৃতদেহে হউক জীবন, মুঞ্জরিত হউক শুষ্ক বন; জীবদেহে দেখি জীবিত জীবন, পূরুক মনের কাম।

ইহ পর লোক হউক এক, পাহারে সাগর লাগুক ঠেক, করী সনে লড়ি ক্ষীণ প্রাণ ভেক, জিনুক সংগ্রাম।

উঠুক ব্রহ্ম নাম গুণ গান, ডুবুক ব্রহ্ম প্রেম-রসে প্রাণ; ব্রহ্মনামধন অমূল্য রতন, জীবে হউক প্রাণারাম।

এক ভজ, সাজ একেরি সমরে, কি ভয় কি ভয় সুরাসুর নরে, ব্রহ্ম অস্ত্র হৃদ্‌ধনুকেতে যু'ড়ে, দেখাও বিক্রম।

সিংহনাদ তুলি বলিয়ে ওঁকার, প্রেমরাগে রাগি ছাড় হুহুঙ্কার; সত্যে রণে সাজি ভয় কর কার, থাকিতে অভয় নাম।

ভাব-সঙ্গীত।

(মনের মানুষ যেখানে) এই সুর, তাল খেম্‌টা।

অভাবে পায় কে তাঁরে, ভবে ভাব বিনা কি লাভ আছে রে? সেই ভাবের ব্রহ্ম, তাঁর কিমর্ম্ম, পায় নাই নাই ক'রে ক'রে। (মোড়া)

ভাবের ভাবুক বুক পূরা তাঁর সদানন্দে বিরাজ করে, থাক্‌লেই তাঁর হাস্য বদন, না থাক্‌লে কে হাস্‌তে পারে।

ভাবুক হ'লে ডু'বে তলে, সত্য মিথ্যা জান্‌তে পারে, অভাবে যার হা হতোস্মি, সে জান্‌বে তা কেমন ক'রে।

সাগরের কি ভাব বা স্বভাব নদী দে'খে জানে কে রে? সে যে নদীর মতন উজান ভাঁটী সাগরে কল্পনা করে।

তা না হলে সাগরে ধার, এপার সেপার গণা কি রে? এ যে অলঙ্ঘ্য অপার জলধি, ভাবে ডুবে মণি ধরে।

নাইয়ের ঘরে নাই কিছু নাই, আছের কাছে সব আছে রে; এই ভাবে ভাবে জীবন যৌবন, অভাব কি তা জান্‌তে নারে।

ভাবের নয়ন ঝর্‌তে কেমন, মন ভরে আর জীবন ভরে, আর অভাবে শোকতাপের কান্না, তা বিনা কি নয়ন ঝরে।

ব্রহ্মজ্ঞান-সঙ্গীত।

মিশ্রভেরবী—তাল একতালা।

ব্রহ্মজ্ঞান উপাসনাময়, সদা ব্রহ্ম-উপাসনা হয়, কেবল উপাসনা উপাসনা উপাসনা জগৎ-ময়। (মোড়া)

করি আহার ব্যবহার, পালি পুত্র পরিবার, করি বিষয়-কর্ম্ম শিল্প আদি ব্যবসায় বিস্তার; এই নিত্যকর্ম্মে নিত্য ধর্ম্ম, ব্রহ্ম উপাসনা হয়।

আহা পেট ভরে আমার, ইচ্ছা পূর্ণ হয় তাঁহার, মোরা আহার করে বেঁচে থাকি শুভ

ইচ্ছা তাঁর ; তাইত যাই করি তাই উপাসনা, ব্রহ্ম ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

যত কর্ম্মোপাসনা, সবই ব্রহ্মোপাসনা, কিন্তু প্রীতিবিহীন প্রিয়কার্য্য উপাসনা না ; যেমন কয়েদীগণ কার্য্য করে, প্রীতির কার্য্য ইহা নয়।

করি কল্পনায় বিচার, গড়ি ধর্ম্ম আর সংসার, এই দু'য়ের ধাঁধাঁয় ঘুরে ফিরে যন্ত্রণা হয় সার ; তাইত সংসারে ধর্ম্ম না পেয়ে সংসারীকে অসার কয়।

এই সুন্দর সংসার, কেমন ধর্ম্মপূর্ণ ভার, এথা ধর্ম্মকর্ম্ম এক হইয়ে অমৃতবাজার ; এথা প্রেম, আনন্দ, শান্তি, পূর্ণ চতুর্ব্বর্গ ফলোদয়।

তাল—ফের।

(এমন) ব্রহ্মজ্ঞান ধন, হৃদয়ে রাখিয়ে কর

পরম যতন; করিলে যতন, মিলিবে রতন, যে ধন ধারণে, ঘুচেরে মরণ। মোড়া।

(তাল রূপক)

কি ভয় কররে, কি ভয় কররে, গুণের ভাইরে, এ নয় সমুদ্রেতে ঝাঁপ দেওয়ারি মতন, (এযে) শীতল সোহাগ, যাঁতে অনুরাগ, করিলে উপজে নবীন জীবন। কথা মিথ্যা নয়, কথা মিথ্যা নয়, একবার পরখিলে হয়, হয়ে সোহাগার মতন, সঁপিয়ে জীবন, আপনে গলিয়ে গলাও সে কাঞ্চন। (খয়রা)

পিরীতে মজিলে বুঝিবেরে রীত, পিরীত না হ'লে, কেবল মুখে ক'লে, কে বুঝে কাহার সুরীত কুরীত। যারে বল মন্দ, সে হবে পছন্দ, ঘুচে যাবে ধন্ধ ঘটিলে পিরীত। (পাঁচকোশী)

লোকভয় অভিমান, ত্যজরে ওরে বুদ্ধিমান, কর, কর, কর, ব্রহ্মেতে নির্ভর, ভয় পরিহর দৃঢ় কর জ্ঞান ; যাঁর ভয়ে ভয় রে, ছাড়ি তাঁর ভয় রে, কর লোকভয় রে, ওরে মতিমান। এই লোকভয় রে, করিতে কি হয় রে, যে ভয়েতে হয় রে, সত্যের অপমান। ঝাঁপ।

ভয় নাহি যাঁর, ছাড়ি ভয় তাঁর, জ্ঞানরত্ন-হার, কররে ধারণ। (১পদ রূপক)

মায়ায় ভুল না, মায়ায় ভুল না, কভু ছেড় না, সদা সাবধানে লও সত্যের শরণ ; অসত্যকে সত্য, অতত্ত্বকে তত্ত্ব, অনিত্যকে নিত্য, ভেবনা কখন ; সত্য মিথ্যা নয়, সত্য মিথ্যা নয়, এইত সত্যের পরিচয়, (দেখ) মিথ্যা অন্ন খেয়ে, কে থাকে বাঁচিয়ে, মিথ্যা জলে হয় কার তৃষ্ণা নিবারণ। (খয়রা)

মিছা ভুলে ভু'লে হইও না মগন, দেখিয়ে শুনিয়ে লওরে চিনিয়ে, অন্ধবিশ্বাসী হ'ওনা কখন। যাহা নহে দুগ্ধ, তাতে হ'লে মুগ্ধ, হয় কি রে স্নিগ্ধ দুধের মতন। (পাঁচকোশী)

থাকিতে সুজ্ঞান কেন অজ্ঞান মতন; সুপক্ক সুফলে ফেলে অবহেলে, নয়নে দেখিলে কে করে এমন; থাকিতে রসনা চাখিয়ে দেখনা, দেখিতে সুন্দর, না মিষ্ট আস্বাদন। (ঝাপ)

যদি রসাল হবে, তার লোভে তবে, সে তলায় যাবে, অবশ্য কখন। ২ পদ (রূপক)

সদা বলরে, সদা বলরে, বদন ভ'রে, বল মধুর শীতল দয়াল ব্রহ্ম নাম। (এযে) সুধা মাখা রস, হলে যাঁর বশ, অবশ জীবন পায়রে আরাম; কভু ছেড়না, কভু ছেড়না, কর হৃদয়ে

ধারণ, এযে চির সঙ্গী ধন, অমূল্য রতন, এথা তথা সদা পূরে মনস্কাম। (তাল খয়রা)

নাম নামী ভিন্ন নহে কদাচন; যারে ব্রহ্ম নাম কয়, এত কভু নাম নয়, নাম ব্রহ্ম এক হয়, মা নাম যেমন; মাত মা'র নাম নয়, মাইত মা সমুদয়, এইরূপ নামময় ব্রহ্ম-সনাতন। (পাঁচকোশী)

কররে—সতত সেই নামামৃত পান, যে অমৃত লাভে, অমৃত প্রভাবে, চির আয়ু পাবে, ইথে নাহি আন্; অমর না ক'লে, শত মিষ্ট হ'লে, অমৃত ব'লে কে করে বাখান; যে বটে অমৃত, সে বাঁচাবে মৃত, নহিলে অমৃত কিসে হবে জ্ঞান। (ঝাপ)

যদি অমর হবে, আশা কর তবে, ব্রহ্ম-প্রাণে প্রাণী হইবে জীবন। (৩ পদ রূপক)।

ব্রহ্মজ্ঞান রে, জীবের প্রাণ রে, মূর্ত্তিমান রে, আছে চরাচরে, ঘরে ঘরে বর্ত্তমান ; যেমন দেহী বিনে দেহ, জিজ্ঞাসে না কেহ, এমন জগৎ দেহ, বিনে সেই প্রাণ। অখণ্ড স্বরূপ সেই ব্রহ্মরূপ, না হয় তার পরিমাণ ; সে যে অনন্ত অপার, মহিমা তাঁহার, জগৎ ভরিয়ে সদা বিদ্যমান। (তাল খয়রা)

সেই পরব্রহ্ম রূপে গুণে এক, সেরূপ তুলনা, জগতে মিলেনা, এমন কিছু নাই যে দেখাইব দেখ ; সাদা কালা লাল রে, মিঠা তিতা ঝাল রে, ইহপর কালরে, না হয় পৃথক্।

(পাঁচকোশী তাল)

ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, জীবে দিতে পরিচয় প্রাণ পূর্ণ ব্রহ্ম, তার প্রিয় কর্ম্ম. জীবের এই ধর্ম্ম ডেকে ডেকে কয়। (জীব) প্রাণে

প্রাণেশ্বরে ধরিতে না পেরে, জীবন্ত ঈশ্বরে
অনুমান কয়, ঘুচাতে এ ভার, ব্রহ্ম অবতার,
ব্রহ্মজ্ঞান রূপে হতেছে উদয়। (ঝাপ তাল)
যত রূপ গুণ, কর নিরীক্ষণ, ব্রহ্ম রূপ
গুণে ভাসিছে ভুবন। (৪ পদ রূপক।)

উপাসনা সঙ্গীত।

বোধন ভাব।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ধ্রুপদ।

ধীর গভীর মনে, ব্রহ্ম-প্রেম আলাপনে,
দেখরে হৃদয়াসনে, অনন্ত রূপ মাধুরী। (মোড়া)
ব্রহ্ম সত্য জ্ঞানানন্ত, আনন্দ রূপ অমৃত,
শান্ত মঙ্গল অদ্বিতীয় শুদ্ধ পাপহারী।
না রহিবে দুঃখ এক বিন্দু, উথলিবে হৃদে

সুখসিন্ধু, যদি রে তার এক বিন্দু লভিবারে পারি।

হওরে শান্ত সংসার তাপে, শান্তি সলিলে পড়রে ঝেঁপে, নির্ভয়ে কর সন্তরণ, পিয়রে শীতল বারি।

যাঁর প্রেমরসের আশে, হৃদয়ভাণ্ড আনিয়ে পাশে, আসিয়ে সেই অমৃত বাসে, স্বধুই যেওনা ফিরি।

রাগিণী পুরবী—তাল খয়রা।

আস না বাসনা পুরি সবাই, মনে মুখে মিলে ব্রহ্মগুণ গাই; মনে করি ধ্যান, মুখে করি গান, করে করি পূজা তালি বাজাই। (মোড়া)।

পুরবিতে পূরি ঈশগুণ তান, স্বরূপ

মানেতে মোহিয়ে প্রাণ, নামরস রাগে, রস-
নাকে আগে, মিলি অনুরাগে, ডুবিয়ে ফেলাই।

এ প্রদোষে যত আছে যাঁর দোষ, ক্ষমি-
বেন বিভু হইয়ে সন্তোষ, এ আশা হৃদয়ে,
ধারণ করিয়ে, প্রাণ ভরি ব্রহ্মনামগুণ গাই।

—·—

"কালীপদ সরোজ রাজে"র সুর।

তাল—খয়রা।

মগন হওরে মানুষ মানস ব্রহ্ম প্রেম রস
সায়রে; মানুষ বিনে, মনে প্রাণে জেনে
ডুবিতে আর কে চায় রে। (মোড়া)

ডুবিতে ডুবিতে অতল পরশ, প্রতি ঢোকে
ঢোকে কতই সরস, অমৃতের রস রে, যতই
ডুব্‌তে যায়, আরো ডুব্‌তে চায়, ডুবিবার সাধ
না ফুরায় রে।

দেখিয়ে সায়র অলঙ্ঘ্য অপার, কি সাহসে তুমি দেও রে সাঁতার, বাহুবলে কে পার পায় রে; ঝাঁপ দিয়ে পড়, বাঁচ আর মর, সংশয়ে পার পাওয়া দায় রে।

সঙ্কীর্ত্তন।

"যে দিন রে তার ভাবের উদয় হয়" এই সুর।

তাল—খেমটা।

(চল) মনের আশা করিরে পূরণ, মোরা মিলিয়ে ভাই বন্ধুগণ। এস প্রেমভরে উচ্চৈ-স্বরে, করি ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন।

(আহা) যে স্থানেতে হয় রে নাম গান, সে স্থান পবিত্র, মন পবিত্র, ইথে নাহি আন; (চল) পবিত্রতার পরশনে পুণ্যময় করি জীবন।

পুণ্য যদি হল রে সঞ্চয়, তবে থাকবে না আর কোন কালে মরণেরি ভয়, এমন মরণ-হরণ যে নাম স্মরণ, সে নামে ডুবাই জীবন।

শুক সনাতন নারদ ঋষিগণ, এই ব্রহ্মনামে ব্রহ্ম ঋষি জানে জগজ্জন, (চল) সে নাম্ রসে প্রেমের বশে লভি রে নবীন জীবন।

২। স্বরূপভাব।

তাল—আর খেম্টা।

স্বরূপ (১ম)

ব্রহ্মরূপ কি অপরূপ হায়! রূপে হৃদ্‌কূপে সাগর খেলায়; ব্রহ্মসত্য রূপে জগৎ ভরা, এমন রূপ আর নাই কোথায়। (মোড়া)

এ যে জ্ঞানানন্তরূপ, কি আনন্দ স্বরূপ, অমৃত মঙ্গল আদি নয় রে ভিন্ন রূপ; এসব

ব্রহ্মরূপের অলোক্ আলোক, এই আলোকে সব দেখায়।

ব্রহ্ম সত্য নিরাকার, এই সৎই স্থিরাকার, আকার বিকার নাই তাঁহাতে চিদ্ঘন ব্যাপার; এই চিৎরূপে চিৎ চেঁতায় যাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম পায়।

রূপ অনন্তেতে এক, এই একেই জগৎ ঠেক, অন্ত নাই যার কই সীমা তার অসীম যা তা এক; দেখ্‌লে অনন্তে এক মহা স্বরূপ বিস্ময়ে মন ম'জে যায়।

যেরূপ আনন্দ রূপে, পাই ব্রহ্ম স্বরূপে, (রূপ্) গায় ফুটে যায় হাস ভরা মুখ্ অরূপের রূপে; রূপে ঘুচায় ধন্ধ দেয় আনন্দ অন্ধেও তা দেখতে পায়।

আহা! অমৃতস্বরূপ, কেমন অমৃত স্বরূপ

কেবল মরণ কাটায় এই ব'লে নয়, রসেতে টুপ্ টুপ্; এরূপ রসের স্বরূপ তৃপ্তিহেতু তৃপ্তি আর আছে কোথায়?

মোরা চঞ্চল সদায়, ফিরি সংসারের দায়, বুঝি না যে সংসারের কাজ ধর্ম্মেতে করায়, তাই শান্তরূপে শান্তি দিয়ে বিশ্বাসে ধৈরজ ধরায়।

জগৎ মঙ্গলে গড়া, জগৎ মঙ্গলে ভরা, অমঙ্গল নাই কিছুর মাঝে মৃত্যু কি জড়া; এই জড়াজড়ে চরাচরে মঙ্গলে মঙ্গল বিলায়।

দেখ ধর্ম্ম মর্ম্ম কাম্, সবের একই পরিণাম, ব্রহ্ম ধর্ম্ম ব্রহ্ম মর্ম্ম ব্রহ্মই সব কাম; কেমন ধর্ম্মরূপে মর্ম্ম যোড়া সবারে কর্ম্ম করায়।

আহা! জ্ঞানের স্বরূপ, কেমন দেখায় বিশ্বরূপ, এই রূপের মাঝে ব্রহ্মরূপের

অচিন্ত্য স্বরূপ; এই স্বরূপে রূপ দেখ্‌তে গেলে, ব্রহ্মস্বরূপ দেখা যায়।

আহা! প্রেমরূপে যেরূপ, কিসে বলা যায় সে রূপ, রূপে অসাধ্য সাধন ক'রে দেখায় আপনা রূপ, রূপে শত্রু জনে মিত্র করে, আপনা কি পর ভুলে যায়।

করি আহার ব্যবহার, ভাব এসব কর্ম্ম কার, মোরা কার তরে বাঁচিয়ে থে'কে কর্ত্তেছি সংসার; এথা কেন এলেম কে আনিল এই ভাবিলে সে রূপ পায়।

এই যে অনন্ত ভাণ্ডার, নাই দাবি দাওয়া কার, (এসব) কে বিলাল কেন্ বিলাল ধ্যান করত তার; এই ধ্যানে ধ্যানে ব্রহ্ম-জ্ঞানে ব্রহ্ম স্বরূপ দেখা যায়।

দেখ! বিশ্বরূপে রূপ, কেমন বিস্ময়ের

রূপ, সাগর পাহাড় বন উপবন সকলে এক রূপ; ইহার যে দিক্ দেখি, ঝুরে আঁখি, মন পাখী ছুটিয়ে ধায়।

মনোহরসাই সুর—তাল খয়রা।

তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর, তুমি সুন্দরের খনি, পরশে তোমার হই যে সুন্দর পরশি পরশমণি। (মোড়া)

কিবা সুন্দর দরশন, জুড়ায় সরল প্রাণ, তরল হয়রে দুঃখভার, (প্রাণের ফুল ফুটে উঠে রে) তখন আপ্‌নাকে যাই ভুলি, মুখে উঠে ব্রহ্মবুলি, জ্ঞান কর্ম্ম হয় একাকার; দেখে সোহাগ স্বরূপ খানি, তোমায় মনে হয় কত আপ্‌না আপনি।

কোন শিল্পীর কারিকরী, খাটে না যে জারি জুরি, আপনা গড়া আপনা গড়ন, (আহা কি গড়ন গড়ারে) তোমার গড়নে কিরণে মিলা, চৌদিগে সমান জিলা, তিলার্দ্ধে করিছ প্রাণ হরণ ; শ্বেত, লাল, পীত যত বরণ গণি, এসব ছাড়া তোমার বরণ খানি।

নাথ! তব রূপে ভরা আহা, দেখে কেবল বলি আহা, আহা আহা বলি হারি যাই, ("আহা" বল্‌তে নয়ন ঝরে রে) তখন মনে প্রাণে হেরি যাহা, কিসে ভেঙ্গে বলি তাহা, আহা বিনা কথা নাই ; মুখে বলি আহা, প্রাণে ধন্য গণি, (তোমায়) দেখে ফুটে আমার পরাণ খানি।

"মন যাবি রে সাধুর বাজারে"র স্থর ;
তাল লোভা।

মরি দেখ্‌লে সে রূপ আর কি ভুলা যায়, ভুলি ভুলি ভুল্‌তে নারি শয়নে স্বপনে জাগায়। (মোড়া)

দেখ্‌লে সে রূপ অরূপ লহরী, ভেসে যায় জীবন যেন তরঙ্গে তরি, (তরি) ক্ষণে হালে ক্ষণে দোলে ক্ষণেকে তরঙ্গে লুকায়।

(হয়) নয়নজলে নয়ন অন্ধ প্রায়, দেখি দেখি আর দেখি না জলে ভরে যায়, সে জল ঝর ঝর ক'রে হৃদে প'ড়ে কি সুখের ঝড়ি হ'তে যায়।

রসরাজ সে রস মাধুরী, রসে জগৎ বশ ক'রে লয় এইত চাতুরী, (একবার) সে রসে বশ হলে উঠে কত রসের ডালি মাথায়।

(যখন) ক্ষণে হেরি ক্ষণে পাসরি, এরূপের তুলনা নাইক হা মরি মরি, (যেন) লুকচুরি খেলা করে দেখা দিয়ে আবার লুকায়।

বাউলে "মনের মানুষ যেখানে"র স্থর।

তাল—খেমটা।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ্ সাগরে যদি শীতল হবি রূপ্ নেহা'রে ; ডুব্‌রে অতল্ স্থতল, নিতল্ তলে তল্ তলাতল্ রসের ধারে। (মোড়া)

ডুব্‌তে গেলে বুঝ্‌বে কেমন উঠ্‌তে নিরে ইচ্ছা করে ? (ভোলা মন ডুবে দেখ) কেবল ডুব্ ডুবাডুব্, ডুব্ ডুবাডুব্, ডুবে ডুবে ডুব্ বিচারে।

হবে, এক ডুবেতে সাধন্ সিদ্ধি মানব

জীবন সফল ক'রে ; (ভোলা মন ডুবে দেখ) দিলে সেই গভীরে, জীবন্ ছেড়ে, রসাতলের রস্ পাবি রে।

ঝাপ্‌টা ঝড়ি বান্ কি তুফান্ উপ্‌রে বিনা নীচে না রে ; (ভোলা মন ডুবে দেখ) ডুব্‌লে রসাতলে, রসের জল, আপ্‌নে আপ্‌নে শীতল করে।

সাঁতার শিখে ডুব্‌বে জলে এটি মনে ভেব না রে (মন্‌রে তোর পায়ে ধরে কই), বরং সাঁতার শিখে থাক্‌বে ভেসে, না শিখিলে ডুব্‌তে পারে (হায় রে সাঁতার)।

বাঙ্গাল কালীর ভাণ্ড খালি, তবু কিন্তু প্রাণ হাসে রে (মন্‌রে তুই জানিস্ না কি), দেখি নিত্য নূতন ব্রহ্ম-স্বরূপ, কূপের বেঙে সাগর ধরে (হায় রে যেমন)।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ও কি সুন্দর তব দরশন, দেখিলে জুড়ায় প্রাণ, পরশে নব জীবন। (মোড়া)

আশাতে আশিত মন, শাসিত ইন্দ্রিয়গণ, দেখে সে মাধুরী মনে করি প্রাণ্ ভরে করি যতন।

(মরি) আহা কিবা মনোলোভা কেমনে করি বর্ণন, নাই সাধন সাধ্য, স্বয়ং সিদ্ধ বিদ্ধ করে প্রাণ মন।

গুহা অন্ধকারে যেমন উদয় হইলে তপন, এমন তোমার রূপে বদলিয়ে যায় পুরাতন দেহ মন।

"ধর ধর ধর পোষাপাখী"র সুর—তাল ছবকি।

(ও মন) চুপ্ চুপ্ চুপ্ চুপ্ করে রূপ্ করলি না নেহার, রে মন, চুপে চুপে রূপ্

হে'রে হয়, কূপের বেঙে সাগর পার। (মোড়া)

সে রূপ অতি অপরূপ, যাঁর রূপে সকল রূপ, রে ও যাঁর রূপে সকল রূপ, সেই রূপে রূপে রূপ সনাতন, অরূপ স্বরূপ চেতন সার।

রূপ রূপেই দেখে, সেরূপ রূপেই ঢাকে, রে সেরূপ রূপেই ঢাকে, কেবল রূপের মেলা রূপের খেলা, অনুরূপ নাই এমন আর।

রূপ রূপে টলমল্, তাঁতে নাই আর কোন মল, রে তাঁতে নাই আর কোন মল, সদা অমলে অমলে মিলে, নাশে মলা অন্ধকার।

রূপ উপরে তলে, সদা উজলি জ্বলে, রে সদা উজলি জ্বলে, সেরূপ জলে জ্বলে আগুনে জ্বলে না জ্বলে নাই এমন আর।

রূপ রূপে অনন্ত, সেরূপ্ অচিন্ত্য চিন্ত্য, রে সেরূপ্ অচিন্ত্য চিন্ত্য, সেরূপ চিন্তামণি,

চিন্তায় জানি, চিন্‌তে চেলে চিনা ভার (চোখে হেরে)।

রূপ সত্যে বিশ্বরূপ, আবার আনন্দ স্বরূপ, রে আবার আনন্দ স্বরূপ, (সেই) অরূপ স্বরূপ ব্রহ্মস্বরূপ কালীর মর্ম্মে রূপ নেহার।

রাগিণী ললিত,—তাল খয়রা।

প্রাণ ব্রহ্ম, তোমার মর্ম্ম, জানে যেই জীবনে, সে জন চায়, দেখে তোমায়, শয়নে ভোজনে গমনে। (মোড়া)

দেখিয়ে তোমার অনন্ত কিরণ, চাঁদেরে দেখিয়ে চকোর যেমন, ঘুরি ঘুরি চায়, চাওয়া না ফুরায়, যত চায় আর চায় মনে।

চাতক যেমন মেঘের আশে, মেঘ মেঘ

বলি উড়ে আকাশে, মেঘ পানে চায়, মেঘ পানে ধায়, মেঘ বিনা আশা নাই মনে।

ভ্রমর যেমন পাইলে ফুল, ফুলে মিলে দুলে আনন্দে আকুল, সুন্দর ফুলেরে, কি সুন্দর হেরে, উ'ড়ে উ'ড়ে ঘুরে সেই খানে।

আহা! অলি যবে মধু পানে রত, কোথা আছে সে কিছুই জানে না ত, ফুলে মধু খায়, ফুলেই গড়ায়, ফুলে ভুলে যায় আপনে।

৩। মহিমা ভাব।

রাগিণী ললিত—তাল ধিমা ছব্‌কি।

সকলের সকল তুমি প্রাণ ব্রহ্ম গো, মরমে পশিয়া ধরম শিখা'লে গো; এগো শিখা'লে শিখা'লে শিখা'লে এগো শিখা'লে গো। (মোড়া)

জানিতেম না ধরম্ করম্, জানিতেম না তোমার 'মরম্', কেমন করে তাও তুমি দেখা'লে দেখা'লে এ গো দেখা'লে গো।

তাল পত্র কেটে এনে, খাড়িয়ে তা নিজগুণে ধরে ধরে ব্রহ্মনামটি, লিখা'লে লিখা'লে এ গো লিখা'লে গো।

অমর হইতে পার হেন বস্তু দিল ঘরে, ঘরে ঘরে অমরের বর বিলা'লে, বিলা'লে এ গো বিলা'লে গো।

তুমিত একা আমার না, সকলেরি ষোল আনা, কেহত বলে না তুমি ঠকা'লে ঠকা'লে এ গো ঠকা'লে গো।

তুমিত উদার ব্রহ্ম, আহা কি উদার ধর্ম্ম, ছোট বড় ভেদের বিচার লুকা'লে লুকা'লে এ গো লুকা'লে গো।

রাগিণী ললিত,—তাল ধিমা ছব্‌কি।

ভাল মানুষ পাগল্ কর প্রাণ ব্রহ্ম গো, তোমার গুণে পাগল্ পাগল্ কে না হয় গো, এ গো কে না হয়, কে না হয়, কে না হয়, কে না হয়, এ গো কে না হয় গো। (মোড়া)

জ্ঞান বুদ্ধে আগল যাঁরা, আগে পাগল হয় গো তাঁরা, তাঁরে দেখে আর কত পাগল হয়, পাগল হয় এ গো পাগল হয় গো।

জানে না যে ডাইনে কি বাঁয়, পূর্ব্ব পশ্চিম দিশা না পায়, সেও পাগল হয়ে বলে ব্রহ্ম জয়, ব্রহ্ম জয় বলে ব্রহ্ম জয় গো।

জয় ব্রহ্মের জয়ধ্বনি, শুনি ধনী কি নির্ধনী, সকলেরি মহাপ্রাণী উদাস হয়, উদাস হয়, এ গো উদাস হয় গো।

যদি রে হ'ল উদাসী, তবেই উঠিল হাসি,

যে হাসি হাসিয়ে করে জগৎ জয় জগৎ জয় করে জগৎ জয় গো।

এইরূপে দিগ্বিজয়, চারিদিকে তোমারি জয়, যেদিকে চাই সে দিকেই পাগল ময়, পাগল ময়, দেখি পাগল ময় গো।

কত রসে কাছে বসে প্রাণ ব্রহ্ম গো, আপনি মজীয়ে আমায় মজাল গো, এগো মজাল, মজাল, মজাল, মজাল আমায় মজাল গো। (মোড়া)

মজাইল জাতি মান, ভুলাইল কুলজ্ঞান, কি দিয়ে যে কি আমারে করিল করিল এগো করিল গো।

মজান আবার কারে বা কয়, যা ইচ্ছা তা করায়ে লয়, অসাধ্য সাধন কত করাল, করাল এগো করাল গো।

ভাল বাসা বে'সে বে'সে, ভাল বাসার হাসা হেসে, হৃদে পশে মনের মতন ভজাল, ভজাল এগো ভজাল গো।

জানিতেম না সাধন ভজন, মানিতেম না ভক্তি ভাজন, তথাচ সুজনের মতন সাজাল, সাজাল এগো সাজাল গো।

এমন করে কে আর কারে, অভজা ভজাতে পারে, যত অজা গজা ধ'রে ধ'রে ধরাল, ধরাল তাঁরে ধরাল গো।

"ধন্যে কার কন্যে" সুর—তাল খয়রা।

ধন্য, তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, জগদীশ্বর; বিচিত্র ব্যাপার মহিমা তোমার, কে জানে হে তুমি কিসেতে কি কর। (মোড়া)

আহা কি মহিমা কি কহিব তার, লঘু গুরু বলে নাহিক বিচার, সম সূত্রপাতে, দেখিছ জগতে, তৃণ গুল্ম হ'তে পর্ব্বতশিখর।

পাপের অনলে দগ্ধ যে হৃদয়, সে হৃদয়ে তুমি হইয়ে উদয়, প্রেমবারি দানে, নিভাও সে আগুনে, তব গুণে পাপী হ'তেছে অমর।

সাইরের সুর—তাল খেমটা।

ওহে জগদীশ! তুমি এক তুরিতে কি না কর্‌তে পার, তুমি জঙ্গলে মঙ্গল কর সাগরে পাহাড় হে। (মোড়া)

(তুমি) সূচের ঘরায় হাতী দেও, জলেতে আগুন; (তোমার) আটক্ নাই কোন কর্ম্ম, আছে সর্ব্ব গুণ হে।

কোথায় ছিল চন্দ্র সূর্য্য কোথায় ছিল জল,
(তুমি) এক তুরিতে জগত গড়ি দেখালে কৌশল হে।

কত কষ্ট কত বেদনা প্রসবের কালে,
(তুমি) এক তুরিতে সেই ছাওয়ালে আন ভূমিতলে হে।

নড়ে চরে জেতা মানুষ কতই কর্ম্ম করে,
(আহা) এই দেখিলাম এই নাই, এক তুরিতে মরে হে।

(তোমার) এক তুরিতে বজ্রপাত, এক তুরিতে ঝড়, (আবার) এক তুরিতে ছেড়ে যায় কেমন সুন্দর হে॥

পাপে তাপে থাকে যখন হৃদয় অন্ধকার,
(তুমি) এক তুরিতে সেই পাপীরে করহ উদ্ধার হে।

কালী বলে, বাহু তুলে, ভাবনা কিহে আর, (চল) এক তুরিতে ব্রহ্ম বলে চলি ভবের পার হে।

"মনের মানুষ যেথানে"র সুর—তাল খেমটা।

তোমার সব কলে কলে, তুমি কল দিয়ে সকল শিখা'লে। তুমি কলের গুরু, কতরুরু, অমর মোরা তোমার কলে। (মোড়া)

কত কলের মানবদেহ, তার ভিতর এক 'আমি' দিলে (ওহে কলের গুরু), সেই আমি জানি শুনি, জ্ঞানী গুণী, তোমায় চিনি তোমার কলে।

দোম্ কলে নাই ধূম কি আগুন, কি গুণ ক'রে দোম্ চালালে (ওহে কলের গুরু), সেই শ্বাসের উপর 'আশার' বাসা ব্রহ্মনামটি জপ্‌ছে কলে।

ঝল্ মল্ ঝল্ মল্ নয়ন দুটি, কেমন কলের মাণিক জ্বলে (ওহে কলের গুরু), কেমন কলের গড়া, জলে ভরা, প্রাণ গলিলে নয়ন গলে।

কোন্ কলে আসিলাম ভবে, কোন্ কলে বা যাব চলে (ওহে কলের গুরু), সবে অবাক্ হয়ে থাকি মোরা, আসা যাওয়ার কল দেখিলে।

কলে ঘূড়াও চন্দ্র সূর্য্য, উজান ভাঁটী জোয়ার চলে (ওহে কলের গুরু), কলে শুক্না অচল জোগায় যে জল, সাগর শুকায় তা না হ'লে।

তোমার কলের নাম বল নাই, তবু ডাকি ব্রহ্ম বলে (ওহে কলের গুরু), প্রভু ডাকি কেবল এই বলে নয়, ডাক্‌লে আবার প্রাণ উথলে।

কর্ণ নাসা মুখের ভাষা, কেমন খাসা কলে কলে (ওহে কলের গুরু), বলে কালীনারায়ণ কলিপরাণ ফুটে ব্রহ্ম নামের কলে।

বাউলের স্বর—তাল খেমটা।

দেখ মহিমা নয়ন খুলে, আমার ভগবান কি করে রে, কেমন আজব সলী, আজব নলী আজব গড়ন গড়ে রে। (মোড়া)

(দেখ) জল্ থাকে রে নিম্ন ভূমে, কাষ্ঠ লোহা পাহাড়ে, (কেমন) সেই দুয়েতে নৌকা গড়ে সওদাগরী করে রে।

(দেখ) ভাতের বরাঁত ঘাটে মাঠে, ক্ষুধার বরাত পেটে, (দেখ) সেই দুজনে পীরিৎ গুণে, কত বেগার খাটে রে।

(দেখ) সূর্য্য দেয়রে দিন করিয়ে, জোনাক

দেয় চাঁদে, বাতাস বয় মেঘ বরষি জগত ভাসায় জলে রে।

(দেখ) শূন্যেতে বেড়ায়রে জল, মেঘ বিনা কে জান রে, (ও মন) এই জহুরা না দেখিয়ে কোন্ জহুরা দেখ রে।

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল খয়রা।

হায় হায় হায় পরাণ ব্রহ্ম, তোমার মহিমা বুঝন দায়; যে ভূমিকম্পে কাঁপালে মেদিনী, কেহ কি কখন দেখেছে তায়। (মোড়া)

দেখিতে দেখিতে কি হ'ল কি হ'ল, অচলা ধরণী চলিতে লাগিল, ত্রাসেতে ত্রাসিত অচল কায়, সসব্যস্ত সবে কি হবে কি হবে, ভবে বুঝি থাকা হইল দায়।

কত লণ্ড ভণ্ড কি কাণ্ড কারখানা, ভেঙ্গে

চলন দায়; তাই এ কম্পনে, ধনীগণের ধনে, দীনগণের বুঝি দিন ফিরায়।

ধন্য সত্য পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, সত্য সত্য তব পালন শাসন, কি ভাল বাসন বাসিছ হায়; (কেমন) শাসনে পালন, পালনে শাসন, অশন বসন সকলে পায়।

রাগিণী পুরবী—তাল খয়রা।

বল রে বল রে বল রে ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং পাইলে ব্রহ্মকৃপার বিন্দু হইবে শীতলং।

(মোরা)

হৃদয় কাননে ফুটিবে ফুল, চারি দিক্ হবে সৌরভে আকুল, ব্রহ্মকৃপা গুণে অবশ হৃদয় হইবে সবলং।

জীবনের যত পাপ তাপ ভার, ব্রহ্মকৃপা

গুণে হবে ছার খার, মরণ ঘুচিবে জীবন বাঁচিবে হইবে নির্ম্মলং।

হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার, উথলিবে প্রেমসিন্ধু পারাবার, দেখেছনা যাহা দেখিয়ে এবার হইবে বিহ্বলং।

কি ভয় ভাবনা ব্রহ্মকৃপা গুণে কি করিবে শোক তাপের আগুনে, কালী কয়, বল কর ব্রহ্ম গুণে, হইও না বিকলং।

রাগিণী ভাইটাল—তাল গৈরাণ।

(এগো) দরদি ! আমার মন কেন উদাসী হ'তে চায় ; যেন ডাক নাহি হাঁকগ নাহি আপ্‌নে আপ্‌নে চলে যায়। (মোড়া)

(ওগো) ধৈরজ না ধরে অন্তরে, সদা কেঁদে উঠে মন শিহরি নয়ন ঝরে, যেন নীরবে

সুরবে গো সদা ডাকিতেছে আয় গো আয়।

(যেমন) ভাঁটি সোতে ভাঁটার গড়ান,
সাগর যেমন সদা গো টানে নদীর পরাণ,
সে টান এতই সরল, মনের গো গরল, অমৃত
হইয়ে যায়।

সে যে কেমন ক'রে দেয় গো মন্ত্রণা,
উড়া'য়ে দেয় মনের গো পাখী. মানা মানে না,
পাখী উ'ড়ে যায় বিমানের গো পথে শীতল
বাতাস লাগে গায়।

(এগো) এ উদাস নয় সে উদাসের প্রায়,
যে উদাসে সংসার গো ছেড়ে বাইরে লইয়ে
যায়, এ যে সংসার ধর্ম্ম. ধর্ম্ম আর সংসার
দু'য়ে এক ক'রে ফেলায়।

(বাঙ্গাল) কালীর মুখে দিয়ে চূণ কালী,
সে উদাসে প্রাণ স্বজনা যা তোরা চলি,

মোরে সঙ্গে করি ল'য়ে যা গো দরদি তোদের ধরি পায়।

ঐ সুর ও তাল।

(ওগো) দরদি এমন নিগম কথা শুন্‌লি না হেলায়, এগো শুনিলি না শুনিলি না গো জুড়ালি না গো হিয়ায়। (মোড়া)

সে নিগম কথা কেবল কথা নয়, কথায় কথায় যে বলে কথা, তাঁরে দেখা হয়, দেখে হাসে নয়ান, ভাসে গো বয়ান, সুখের চোখের জল ধারায়।

(সে) আগম নিগম জানে গো সকল, আগম হ'য়ে নিগম গো ক'য়ে পাষাণ ঝরে জল, (কেমন) রসের স্বরে পাগল ক'রে বশের ঘরে ল'য়ে যায়।

মরি আহা কিবা রূপ নিরমল, সোহা-
গেতে ভরা গো যেন করে টলমল, যেন মিশা-
ইয়ে বেণু গো বীণা কথার ছলে গান শুনায়।

যখন নিগম কথা ভাবি গো বিরলে, জানি
না সে ভাবে গো জানি কি ব'লে বলে, কত
উঠে পড়ে আগে গো পরে অন্ত নাহি পাওয়া
যায়।

সে নিগমে সুগম গো যখন পায়, মনের
কথা খুলে গো ব'লে বাসনা পূরায়, ঝরে
প্রাণের আঁখি রূপ গো দেখি আপনে আপনা
ভুলে যায়।

(এই) কালা কালীর জ্বালার অন্তরে, কত
যে করেছে গো শীতল মনে কি পড়ে, শুন্‌লে
নিগম কথা মনের গো ব্যথা কোথা জানি
চলে যায়।

———

৪। স্তুতি ভাব।

"দাশরথীর বসনে হয়ে ভূষিতা"র সুর—তাল খয়রা।

আমি হে তোমার খরিদা নফর, নিজ দাস বলে ব্যবহার কর, তুঁবিনে আমার, গতি নাহি আর, চাই কি বাঁচাও, চাই কি মার।
(মোড়া)

এ জীবনে যত অপরাধ করি, দিলে দণ্ড তবে সহিতে কি পারি, কিবা প্রেম-দণ্ড আহা মরি মরি, স্মরিলে হৃদয়ে না ধরে আমার।

(প্রভু) জলে কর স্থল, সাগরে পাহাড়, কত যে মহিমা কি জানি তাহার, তুমি গুরু পাতা, তুমি প্রাণদাতা, তব পরশন জগত উদ্ধার।

—

রাগিণী দেশ—তাল ঠুংরি।

ওঁ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ত্বংহি জীবগণ-জীবন-মর্ম্ম,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি তোমার। (মোড়া)
স্মরণে হয়ে আনন্দ, ঘুচে দ্বন্দ, ঘুচে ধন্ধ,
উপজে মকরন্দ, প্রেমানন্দ অনিবার।
কত সোহাগ অনুরাগ, নিয়ে সদা হৃদে জাগ,
বলিতে অপারগ, বিহগ যে প্রকার।
আহা কি মধুর কাণ্ড, নিয়ে প্রেমভাণ্ড দণ্ড,
সেই দণ্ডে কর দণ্ড, সেই দণ্ডে সুধাধার।

'পাঁচভূতে কোম্পানীর' সুর; তাল—খেমটা।

এ সব মায়া না তোমার ভেল্কি বাজি বুঝে
উঠা ভার, তুমি মায়া দিয়ে জগত ভুলাও মায়াই
জিয়ায় হাড়। (মোড়া)
তুমি তুমি সকল তুমি, তুমি বিনে কৈ কি

আর, তাতে আমি আমি কেমন আমি ভেল্কি অবতার।

(সেই) আমির দেহ, আমির গৃহ, আমির বিষয় পরিবার, এই নাই আমির যা কিছু সকল ভেল্কি কয় কি আর।

দেহের দেহী আমরা মানুষ বটি হুঁসে হুঁসিয়ার কিন্তু সেই হুঁসে নিহুঁস আছে মোর তুমি যে আমার।

পঞ্চভূতে মহামায়া নানা কায়া চমৎকার, এই কায়ার মায়ায় মায়ার কায়ায়, মায়াময় সংসার।

ফুল ফল ঘর দালান কোঠা কিবা মায়ারি ব্যাপার, এই মায়ায় মায়ার আমায় ভাব, প্রেমসুধার সার।

মায়ার ধাঁধাঁর আঁধার মতন কালী ঘুরে

অনিবার. যেমন কুলুর বলদ ঘাউনি ঘুরে এম্নি দশা তার।

মিশ্রভৈরবী; তাল—মধ্যমান।

কি ক'রে করিব তব উপাসনা; দুইয়ে তিনে মন ভরিল, একেতে ঐক্য হ'ল না।

একে সংসার দুইয়ে ধর্ম্ম, জল্পনা কল্পনা কর্ম্ম, করে করে সরে পড়ি, একে ঠেক ধর্ত্তে পারি না।

তুমি থাক ঠাকুর-ঘরে, আমি বসিয়ে দুয়ারে স্তুতিনতির পূজা ক'রে, যোগ বিয়োগ কিছু বুঝি না।

তাই বলি নাথ কি উপাসি, প্রতিদিনই উপবাসী, উপাসনায় বসি বসি, উপবাস বিনা ঘটে না।

ওহে আমার অন্তর্য্যামী, উপাসনাইত তুমি, তুমি আমার কত তুমি, তুমি কি তাহা জান না।

রাগিণী জংলাট—তাল ঠুংরি।

মনের আশা জানত ব্রহ্ম! কেমনে তোমায় জানাব; তুমি ব্রহ্মজ্ঞান, জানা'লে সন্ধান, তবে সে আমরা জানিব। (মোড়া)

আঁধারে পড়িয়ে ডাকি তোমারে, তুমি আলো বিনে কে আলো করে? দিব্যজ্ঞান দানে দেখা'য়ে এ জনে, নিজগুণে চালাও আঁধারে; সংসারের পাকে ক'র না হতাশ, তব গুণে তব হউক প্রকাশ, যাউক নিরাশ, অনন্ত-নিবাস, সেই পূর্ণ আশে ভাসিব। (নিতাই)

রাগিণী বেহাগ মিশ্র—তাল আড়া।

প্রাণনাথ! তুমি আমার নবীন পরাণ (আমার) সকল নবীন পুরাণ হ'ল তুমি না হ'লে পুরাণ। (যোড়া)

কত এল কত গেল কেবা না হ'ল পুরাণ, (প্রাণ রে) তুমি আমার নিত্য নূতন চিত্তে আছ বর্ত্তমান।

(আবার) নবীন নবীন কতই নবীন, নবীন শিশুর নবীন প্রাণ, কেমন নবীন ফুলের নবীন দলে নবীন অলির গুণ্ গুণ্ গান।

(কেমন) নবীন আশা নবীন খাসা পুরাণে না পূরে প্রাণ, এই আশায় আশায় আসা যাওয়া এ আশার আর নাই ফুরান।

হয়েছে হতেছে কত দুইখান মুখ নাই এক সমান, কেমন নবীন ছন্দ নবীন বন্দ পছন্দ

নবীন ধরান।

কালীর চক্ষে জালি বলে, তুমি কি হবে পুরাণ, প্রাণ রে, জালির বন্ধে তুমি বন্ধ, অন্ধেও না যায় বুঝান।

রাগিণী মুলতান—তাল খেমটা।

(যত) আমির কাছে বিলাইলে, তোমার এই অমৃত ভাণ্ডার, তুমি জগত জয়ী হয়ে ভগবান্ আমির কাছে মান্‌লে হার। (মোরা)

অদৈন্য সংসার দিয়ে তবু মন উঠ্‌ল না তোমার, তাই তুমি হয়ে আমার আমি হইলে আমার।

দাতা তুমি নিব আমি, (ও নাথ!) এই ত আমির সার, (প্রাণ গো) আমার তুমি, তোমার আমি, আর কে আছে কার।

তোমার আমরা কেমন আমি, কি দেই তুলনা তাহার, (দেখি) আমাকে তোষিতে তোমার জগত ভাণ্ডার।

(তুমি) আপন গুণে আপনে হার, বল দোস কি হে আমার, দেখি মা যেমন সন্তানে হারে তেম্নি হার তোমার।

রাগিণী কাফি সিন্ধু—তাল ঝাঁপ।

তুমি আমার কেমন যে কি কেমনে জানাই, কি দিয়ে দেখায়ে দিব তুমি আমার তাই। (ধুয়া)

তোমার আমার ভাব বুঝা'তে, সম্বন্ধ দেহ দেহীতে, আমাকে বুঝাও আমাতে, ন'লে কি বুঝ পাই।

আমি দেহের দেহ আমার, আমি ছাড়া দেহ

কি ছার, কার বা দেহ কার পরিবার, আমি যদি নাই।

আমি দেহের দেহী বা প্রাণ, আমি হ'লে সে জীবমান, আমি বিনা তৃণ সমান পুড়ে করে ছাই।

আমি হলে দেহ দেহ, আমি ছাড়া সে কি কেহ, আমি র'লে কত স্নেহ, তা বিনা বালাই।

তুমি আমার কেমন আমি, আর কিসে দেখাব আমি, দেহের যেমন আমি আমি, তুমি আমার তাই।

তাই বলেই তাই বুঝি, প্রাণ বলে কই সোজাসুজি, কালীর বুঝে সেই সে বুঝি, আপনাতে যা পাই।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

তুমি আমার জীবন ধন জীবন সহায়, কেন
তোমায় ভুলে ভুলি সংসারের মায়ায়। (মোড়া)
সংসারের প্রলোভনে, তোমায় যে ভুলি না
মনে, নিয়ত রাখিব প্রাণে কেমনে তোমায়।
বাসনা করেছি মনে, থাকিব তোমার সনে,
বসায়ে হৃদয়াসনে পূজিব তোমায়।
হে বিভু করুণা ক'রে, এস হে হৃদি-মন্দিরে,
দেখি তোমায় পরাণ ভরে, জীবন সহায়।
অবাক্ হইয়ে রব, বাক্য ব্যয় না করিব,
তোমাকে দেখিতে পাব, আছি এ আশায়।

অন্নদা।

রাগিণী টোরি—তাল ঠুংরি।

প্রাণ রে সুখ নাই সুখ নাই তুমি বিনে আর,

তুমি বিনা দুঃখে ভরা সুখেরি সংসার। (মোড়া)

বিচিত্র সুন্দর ধরা, তুমি ছাড়া সব ছাড়া, থেকে তারা হয় যেন মরারি আকার, আঁখি যত কিছু দেখে, দেখে যেন নাহি দেখে, আলোতে বসিয়ে থেকে দেখে অন্ধকার।

অনন্ত প্রেমের ভাণ্ড, তোমারি ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড, তুমি বিনা লণ্ড ভণ্ড, অসুখের ব্যাপার. বলি কথা হয় গালি, গুণে পড়ে চূণকালী, নূণে দিয়ে জল ঢালি, আলুনি হয় সার।

তুমি হলে প্রাণে বাঁচি. হাসি গাই সুখে আছি, করি না আর বাছাবাছি, বিচার আচার, যারে দেখি ভালবাসি, সে হাসে আমিও হাসি, হাসি হাসি ভাসি যাই রসেতে তোমার।

রাগিণী বিভাস—তাল ঠুংরি।

কও কথা মৌনী হয়ে রইও না, (ব্রহ্ম) তুমি কথা না বলিলে কিছু ভাল লাগে না। (মোড়া)

তোমা পানে তাকাইয়ে জানি সব জ্ঞাত হয়ে, তা না হ'লে কিছু জান্তে পারিনা, সেই তুমি মৌনী র'লে কার কথা কেবা বলে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যত সব কারখানা।

অবাক্ আবদ্ধ মুখে, জন্মিলাম ইহলোকে, যে লোকের কিছু মাত্র জানি না, সেই জানি না হইতে, কত জানিতে জানিতে, জানিলাম কত আর জান্‌ব কত জানি না।

ক্ষুধা তৃষ্ণা অন্ন পানি, ভক্তি শক্তি যত জানি, এ জানি আর কার হ'তে জানি না, তুমি জানাইলে প্রাণে জ্ঞানরূপে দিব্যজ্ঞানে, গুরু হয়ে গূঢ় ভাবে দিতেছ যে ধারণা।

রাগিণী বিভাস—তাল ঠুংরি।

হে নাথ কও কথা তবু কেন বুঝি না, বুঝি না বুঝি না, বুঝিয়েও বুঝি না। (যোড়া)

চক্ষেতে অঙ্গুলি দিয়ে, দেও তুমি দেখাইয়ে, তবু প্রভু সেই কর্ম্ম করি না; আজকাল করি বলে, দিন রাত্রি যায় হেলে, ধার সুঝ্‌তে টাকা দেও তবু তাহা সুঝি না।

সংসারের নানা কামে, সারা দিন কামে কামে, ঘামে অঙ্গ জ্বালাতনে জ্বলে যায়; শীতল বাতাস নিয়ে, আছ তুমি দাঁড়াইয়ে, লও লও বলে কও তবু তাহা খুঁজি না।

(ব্রহ্ম) কেমন তোমার মায়া, ধন জন জায়া কায়া, কত দিয়ে আমাকে গাড়লে, তোমার বলানে বলি, তোমার চালানে চলি, তোমার প্রসাদে সব আমার কিছু পুঁজি না।

'বাঁশের দোলাতে উঠে' এই সুর ; তাল খেমটা।

তোমারি দয়া গুণে জগজ্জনে ভাবে তোমায় অবিরত। (মোড়া)

তুমি হে জগত্ গুরু কল্পতরু তাই জানি যে অধম জনে, নাহি যার প্রেম ভক্তি জ্ঞান শক্তি, তব নাম নেয় মনের মত।

পাহাড়ে প্রস্তরেতে, নদ নদীতে, মহিমার নিশানা কত, যে দিকে নয়ন ফিরাই, প্রাণ গলে যায়, রসনা তা বল্‌বে কত।

সজন, কি একেশ্বরে, দেশান্তরে, তুমি জীবের চিরসঙ্গী, প্রাণেশ্বর প্রাণ হইয়ে মন জানিয়ে উপদেশ দিতেছ কত।

উপদেশ শিরে ধরি, নর নারী, আনন্দেতে হয়ে মত্ত, ব্রহ্ম নাম সুধা রসে, ভেসে ভেসে পান করিতে শান্তি কত। অন্নদা।

"হো ভগবান" এই সুর—তাল ছর্বাক।

তুঁহ মেরে ছাঞি তুঁহ মেরে ভাই, তুঁহ পর নাই ছোহাগ প্যায়ারা। (ধুয়া)

তুঁহি ভই মাই, গুধিমে চড়াই, নাচাই নাচাই কত চুম্বত হো কতই পিয়াছা ভই নেহার স্বরূপা মেরা, আপনি হাছই মোঝে হাছাওত হো।

তুঁহ ভয়ি দাতা, খুসিমে যো আতা, নাহি দিন রাতা দিতেই হো, ওহি রস গন্ধে জিউরা লালচা পরি তুঁহ প্রাণে প্রাণ তাকাওত হো।

রাগিণী জয়পুরী লগী—তাল ঠুংরি।

হো ভগবান্! করুণা নিধান, জীবগণ জীবন, পাবন হো।

তুঁবিনে কাহার, নাহি গতি আর, জীবন মরণে সব সঙ্গতি হো; হৃদয় কবাট খুলি,

পশি নিজ নিকেতনে, জীবন রতন সবে সঞ্চার হো।

ঝরয়ে নয়নে, হৃদয় পাষাণে, কতবার কর্দ্দম করিলে হো; (তাহা) স্মরিতে ভরে হৃদয়, ঝরিতে উপজে কিবা, তুমি ত অন্তর্য্যামী জানিছ হো।

হৃদয় রতন, কার পরশন, কর কর জীবনের সঞ্চার হো; জীবিত মানুষ হয়ে, করি তব গুণ গান, পূরাও মনের এই বাসনা হো।

৫। প্রার্থনা ভাব।

তাল ছবকি।

(একজন) মানুষ মরিতে পারে কত আর,
দিন রাত্র ম'রে ম'রে মরা ঘুচে না আমার।

বেঁচে মরি ম'রে বাঁচি, এই ভাবে বেঁচে আছি, এইরূপ মরা বাঁচি কি সুসার ? হয় মারিয়ে ফেলাও, নয় জীবনে বাঁচাও, এক ধারায় লয়ে যাও যাহা ইচ্ছা হয় তোমার।

পশু পাখী কীট পতঙ্গ, সকলই দংশে অঙ্গ, কার সঙ্গে মরা ছাড়া বাঁচা ভার, ভারে ভারে হয়ে ভারী, আজও মরি কালও মরি, এরূপ করি করি দিনে মরি কতবার।

ধন্য তুমি ধন্বন্তরি, তাই ম'রে ম'রে সারি, এইরূপ সারাসারি বিড়ম্বনা সার, সার পবিত্র নাই যার, জীবনে তার কি সুসার, কোথা আসে কোথা যায় রাখে না সে সমাচার।

ওহে আমার প্রাণ-ব্রহ্ম, তুমি জান আমার মর্ম্ম, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই কি মরা সার ? আজ কালের কালী নয়, তথাচ মরিতে হয়, এই

দেখে মনে লয়, থাকতে বাঁচা নাই আমার।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

এই আকিঞ্চন নাথ, রাখি তোমায় হৃদা-সনে, ভুবন মোহন রূপ হেরিতে বাসনা মনে। (মোড়া)

তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি জীবের পরম ধন, তুমি জীবের জীবন, কে বাঁচে তোমা বিহনে; বাসনা পূরণ করি, থাক হে হৃদয় ভরি, সুধাময়রূপ হেরি মিশিয়ে তোমার সনে।

অন্নদা।

৬। কৃতজ্ঞতা ভাব।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

তুমি বিনে এ প্রাণ মন, কারে আর করি অর্পণ, তুমি বিনে কে আর জানে, আমি কি সোহাগের ধন। (মোরা)

তুমি আমার প্রাণ ব্রহ্ম, তুমি জান আমার মর্ম্ম, তুমি ছাড়া কৈ কি কর্ম্ম, পাপ পুণ্য জীবন মরণ।

তুমি করিয়ে মনন, করিলে মোরে সৃজন, আমি কি তা তুমি জান, কে জানে তোমার মতন।

তুমি বৃক্ষ আমি ফল, তোমাতে আমার সকল, তোমার যত ডাল পাতা রস, সরসে আমার জীবন।

তোমাকে দিতে কি ভয়, যাঁর গুণে সৃষ্টি প্রলয়, যাঁর প্রেমে মমতার মাতা, শৈশবে করে পালন।

নাম নিলে নাথ্ প্রাণ ভরে, জান ত কি সে কি করে, আহা বলে নয়ন ঝরে, করে কালীরে প্রাণ দান।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

কি দিয়ে তোষিব নাথ, কি দিব হে উপহার তুমি আমার মন প্রাণ, ব্রহ্ম সনাতন সার।

(মোড়া)

তোষিতে তোমারি মন, কি আছে এমন ধন, জীবন ধন দেই যদি, তা ও ত তোমার; ইহপর স্বর্গ মর্ত্ত, সকলি তোমার স্বত্ব, এদিক ওদিক যেদিকে চাই, তুমি বিনে কার।

আমার আমার করি যত, সকলি তোমার নাথ, তুমি নাহি দিলে এত, কোথা পেতেম আর; ডুরি ধ'রে নাচাও তুমি, ভবের নাচা নাচি আমি, আমার যত নাচানাচি, সকলি তোমার।

জাতি কুল অহঙ্কারে, লয়েছে সকলি কেড়ে, ডাকাত নয় ডাকাতী করে, কারে দোষি আর; তুমি নাথ সকলি জান, কি জানি হে মূঢ় অজ্ঞান, ব্রজমোহনের প্রাণ সদা অন্ধকার।

ব্রজনাথ ভুঞা।

"চল নিজ নিকেতনে"র সুর,—তাল খয়রা।

মন! কি ভয় ভব তরণে, ভবকর্ণধার, ধরেছে কাণ্ডার, দেখ না দেখিয়ে কেনে। (মোড়া)

(মন) নামতরী কর সম্বল তরণে, কি ভয় মানব, কি ভয় মরণে, মতি গতি চিন্তা সব সেইখানে সঁপিয়ে দেখ আপনে। (চিতান)

(মন) সঙ্গে সঙ্গে সদা সেই ভগবান, সজন নির্জ্জন সদাই সমান, সাধ্য নাহি তব করিবারে আন, সাধিয়ে আপন জ্ঞানে, দেখিয়ে শুনিয়ে করিয়ে এমন, আবার কেন হও রে চিন্তায় মগন, অভাব ত্যজিয়ে, স্বভাবে মজিয়ে, মজাও জগত জনে।

(ব্রহ্ম) সদাই সমান নহে অপ্রসন্ন, সুধার মূলাধার প্রাণের মিষ্টান্ন, রসায়ে রসনা রসে অবসন্ন, হও নাই কি হে এ জীবনে? হ'ল রস জ্ঞান যেই রসনার, কেমনে ভুলিবে সে সুধার তার, এ কি অচেতন স্বভাব তোমার, তবে তরিবে কেমনে?

"আনন্দ বদনে"র সুর—তাল খেমটা।

মোদের এমন দয়াল ব্রহ্ম আছে ভাই সকল না চাহিতে আগে পাই। (মোড়া)

(দয়াল) আপনি জানিয়ে, দিলেন মনুষ্য করিয়ে, রসনা দিয়ে, যাতে রস আস্বাদন কর্‌তে পাই।

(ব্রহ্ম) দয়ার অবতার, কত দয়া ভারে ভার, সদা করিছে বিস্তার, যাহা কাঙ্গাল বাঙ্গাল সবাই পাই।

(দয়াল) পুণ্যেরি আলয় তাঁতে প্রবেশিলে শীতল হয়, তাপিত হৃদয়, আবার আন্ধারে আলোক পাই।

(চল) হৃদয়দ্বার খুলে, দয়াল ব্রহ্ম নাম তুলে, মোরা গাই রে সকলে, যাতে হাতে হাতে স্বর্গ পাই।

রাগিণী ভৈরবী;—তাল আড়া ঠেকা।

(মন) চাও কি রে আর, প্রেমের অঞ্জলি দিতে পেলে অধিকার! (মোড়া)

ঘিরে যবে পাপানলে, নিভাইছে শান্তি জলে, কত শান্তি প্রসারিয়ে, পুছে অশ্রুধার; কত ফল শস্য দিয়ে. দিল ধরা সাজাইয়ে, সে রস ভুঞ্জিতে দিল রসনা তোমার।

পাখীর ললিত গান. ব্রহ্ম-রস প্রেম-তান, শ্রবণে শকতি দিল শ্রবণে তোমার; তাই বলি অরে মন, হ'য়ে তুমি সযতন, ভূমে অঙ্গ লুটাইয়ে কর নমস্কার।

রাগিণী ললিত, তাল আড়া।

কি জানাব প্রাণব্রহ্ম কার বা কি তুমি জান না, কার ঘরে কটি চা'ল ফুটে একটি করে তোমার জানা। (মোড়া)

তুমি নাটাইর ওঝা কাটি. তোমারি সব খুটি নাটি, মেয়ের মাসী বরের পিসী আবার কিছুই জান না।

কে আমি এলেম কৈ হ'তে, কি আছে তোমার অজ্ঞাতে, কি আছে কি নাই আমাতে, জেনেও কিছুই জান না।

মায়ার খেলা ছায়া-বাজি, মায়ারই সব বুঝা বুঝি, কিন্তু তোমার অমায়া ভাব মায়ার ধার তুমি ধার না।

দেখে মায়ার ধাঁদাবাজি, যাই কর তাই-তেই রাজি, অমায়াতে মায়া বুঝি, চোক্ থুয়ে হয়েছি কাণা।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া খেমটা।

বেঁচে থাক পরাণ-ব্রহ্ম, তুমি বিনে কে

আছে কার; তুমি বিনা কে করিবে অনন্ত কোটি কুল উদ্ধার। (মোড়া)

তোমার গোষ্ঠী জগত ভরা, ধর্ত্তে কেও নাই জগত ভরা, এক মাত্র তুমি ভরসা, বংশে বাতি জ্বালাইবার।

এদিক ওদিক যেদিকে চাই, কোন দিকে আর কেহ নাই, সকল দিকেই একা তুমি, আছ জল পিণ্ড দিবার।

চাঁদ ধরে দেও দেও বলিয়ে, কেঁদে ব্যাকুল চাঁদ দেখায়ে, কোথায় বা চাঁদ কোথায় আমি, ঠিক যেন বালকের ব্যাপার।

(আবার) আয় চাঁদ আয় বলিয়ে, চাঁদের দিকে হাত বারায়ে, টুকু দিলেই হেসে খুস, এই হল চাঁদ ধরা তোমার।

সুস্থ শান্ত থাক যখন, আহা মরি কি দরশন

আধ হাসায় আধ ভাষায়, বুঝায়ে দেও চাই কি তোমার।

তুমি পরাণ ব্রহ্ম সবার, মানবাত্মা দেহ তোমার, প্রাণের বাঁচায় দেহ বাঁচে, প্রাণ ছাড়া দেহ বাঁচে কার।

জরা মরা নাইক তোমার, অসীম অনন্ত অপার, তুমি এত তাইত এত, অনন্ত জীবন আমার।

নাম ভাব।

রাগিণী বিভাষ,—তাল খেম্‌টা।

ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ হে; ওঁ ব্রহ্ম প্রাণে প্রাণে প্রেমযজ্ঞের হোম হে। (মোড়া)

ওঁ ব্রহ্ম পরিত্রাণ, ওঁ ব্রহ্ম বিদ্যমান,

ওঁ ব্রহ্ম ব্রহ্মানন্দের ধূম হে; ওঁ ব্রহ্ম শান্তি-ময়, ওঁ ব্রহ্ম সর্ব্বজয়, ওঁ ব্রহ্ম আক্কেল বুদ্ধি গোম্ হে।

ওঁ ব্রহ্ম সর্ব্বসুখ, ওঁ ব্রহ্ম জুড়ায় বুক, ওঁ ব্রহ্মে শিহরয়ে লোম হে; ওঁ ব্রহ্ম মর্ম্মে পড়ে, মানুষে মানুষ করে, ওঁ ব্রহ্মে ভাঙ্গে নিশার ঘুম হে।

ওঁ ব্রহ্ম প্রাণে প্রাণে, নিজগুণে টেনে আনে, হও না কেন্ জেতের অধম ডোম্ রে; আপ্‌নাতে করিয়ে যোগ, ভোগায় অমৃত ভোগ, ওঁ ব্রহ্মে নাই রবি সোম রে।

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল ছবকি।

গাও বদন ভ'রে জয় ব্রহ্ম জয় বোল, কাঁপাও নগরে তুলি ব্রহ্মনাম মহারোল। (মোড়া)

যে গুণে জগত কাঁপে, কাঁপিবে তাঁর প্রতাপে,
তুমি যেমন বাজীকরের গলার ঢোল, (দেখ)
মরা চামে কাঠি দিয়ে বাজাইছে কত বোল।
নগরের ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে নৃত্য করে
প্রাণ ভ'রে বল জয় ব্রহ্ম বোল, (ডাক) মনে
প্রাণে মিশাইয়ে আনন্দে হবে বিভোল।
উদার প্রেম প্রসঙ্গে, মিশিয়ে নাগরিক সঙ্গে,
প্রেমরঙ্গে মাতি কর হুলস্থূল, (আবার) অঙ্গে
অঙ্গ মিশাইয়ে আনন্দেতে দেও রে কোল।

"হরি ব'লে রে গৌরাঙ্গ নাচে"র সুর।

সিংহনাদে জয় জয় ব্রহ্ম বল, জয় জয় ব্রহ্ম
বল, হৃদয় খোল, আনন্দে দুবাহু তোল। (মোড়া)
ব্রহ্ম বল ব্রহ্ম দাস দাসীগণে মিলে, সবে
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে বল আকাশভেদী জিলে।

ওঁকার হুঙ্কার ছাড়ি বল ব্রহ্ম নাম, দেখ
মানুষের হৃদয়ে হ'ল নিত্য সত্য ধাম।

ঘুচিল ভয় অন্ধকার মরণ গেল দূরে,
এখন সশরীরে নর নারী চল্ল ব্রহ্ম পুরে।

যথায় ব্রহ্ম বিরাজ করে তথায় ব্রহ্মপুরী,
(দেখ) অন্তরে বিরাজেন ব্রহ্ম অন্তরবিহারী।

আঁধার ছিল হৃদয় ঘর ব্রহ্ম আলো বিনে,
(তাই) দেখিতে পারি নাই ব্রহ্ম হৃদয় আসনে।

(বল) ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং সঙ্গেতে জোকার,
(হ'ল) হৃদয়ে উদয় ব্রহ্ম আনন্দ অপার।

ব্রহ্ম বিনে ধর্ম্ম আর নাই রে এ সংসারে,
দুঃখী ধনী, মূর্খ জ্ঞানী যাইতে ভব পারে।

সালীস নাই মধ্যস্থ নাই কর্‌তে পরিচয়,
হ'ল নিজ গুণে ব্রহ্মজ্ঞানে হৃদয়ে উদয়।

কালী বলে চক্ষু মেলে আপন চক্ষে দেখ,
আপন নয়ন থাক্‌তে কেন পরের চক্ষে দেখ।

রাগিণী জয়পুরী—তাল ছবকি।

পান কর জগদ্বাসী নারী নর, ব্রহ্ম নাম
সুধারসে হৃদয় শীতল কর। (মোড়া)
হইবে আরাম পাইবে বিরাম, এই অমোঘ
ঔষধি গুণে পাইবে ভবে নিস্তার।
যত পাপ ভার, রহিবেনা আর, এই
মলিন জীবন গিয়ে হবে নব কলেবর।
আহা কিবা রস, হলে যাঁর বশ, এই
মরক জীবনে হয় অমর জীব সঞ্চার।
'ব্রহ্ম' এই অক্ষরে কত সুধা ক্ষরে, (জীবের)
পাষাণ হৃদয় ভেদী ঝরে শীতল নির্ঝর।

"সবে মিলে মোরা বিভুপদে"র স্থর,---তাল আদ্ধা।

চল গাই সেই ব্রহ্ম নাম, যে নাম স্মরণে প্রাণারাম, মরণ ঘুচে রে। (মোড়া)

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়ে, সুজীল রাগেতে তুলিয়ে, গাও এক তানে এক মনে একেরি কীর্ত্তনে, ব্রহ্মনাম মহাধ্বনি, আহা কি মধুর পশিলে শ্রবণে, শুনি শুনি গাই, গাইয়ে শুনাই, সরল সজল অন্তরে, কি আছে চিন্তা রে।

সে রাগে বলিব ওঁকারে, ভ্রমর যেমন ঝঙ্কারে, শুনিয়ে জগত হইবে মোহিত, পিয়াস পূরিবে, সঙ্গে ব্রহ্ম নাম নিবে, হাসিবে কাঁদিবে মাতিবে মাতাবে, শত শত প্রাণ, হয়ে এক প্রাণ, ধর রে, ধর রে, ধর রে স্বরগ স্বকরে।

নামের ধ্বনির পুলকে, সকল হৃদয়

আলোকে, এ লোক সে লোক উদয় এ লোকে, লোকেশ কীর্ত্তনে, বাঞ্ছা পূর্ণ জনে জনে, যে জানে সে জানে কি করে এ গানে, মরাকে বাঁচায়, খোঁড়াকে নাচায়, বোবাকে গাওয়ায় সুস্বরে, দেখায় অন্ধেরে।

জান ত জান ত সকলে, নামেতে হৃদয়ে কি ফলে, সাগর উথলে নাচয়ে পুতুলে, হাসয়ে প্রাণ খুলে, ব্রহ্ম নাম গান তুলে, সে গান রাগিণী যে শুনে সে ভুলে. ভুলে ভুলে গায়, গাইয়ে ভুলায়, তুলায় তৌলিবে কে তারে, ভুলায় কি করে।

ব্রহ্ম নাম বলে, হৃদয়ে উথলে পরম ব্রহ্ম জ্ঞান, কি বা মান অপমান, নিজ জ্ঞান, ভুলে যান, ক্রোধ মোহ লোভ, রহে না সে লোভ, অতুল বৈভব বিস্ময়ে নামের সুস্বরে।

রাগিণী টৌরী—তাল খেমটা।

ব্রহ্ম নাম সুধারসে ডুব্ দিয়ে মন থাক রে. তোমার দুঃখেতে সুখ উপজিবে ঘুচিবে বিপাক রে।

নামে শুক্‌নো তরু মুঞ্জরিবে, মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে, প্রেমের খেলা দেখে শুনে হইবে অবাক রে।

নামে প্রেম উথলে যখন মনে, বুড় নাচে ছেলের সনে, সমান ভাবে গ'ণে আনে, এক পয়সা আর লাখ রে (তখন)।

ব্রহ্ম নাম রসনে মাজলে বদন, ঘুচে যাবে সকল রোদন, এই যে অপার ভব নদী তাতে পাবি শাঁক রে।

(নাম) পরশে রস, রসেতে বশ, বশ বিনা

সকলি নীরস, যাঁর বশে হয় সকল সরস, এমন মধুর চাক্ রে।

(হৃদে) পরশ ন'লে, হাজার ক'লে, কেবল ত্যক্ত হবে ব'লে ব'লে, ফলে এই রসে না রসিক হলে মানব জীবন ফাঁক রে।

কালীনারাণ হলে হরাণ, এই নাম রসেতে জুড়ায় পরাণ, তাই বলি ভাই মিলে সবাই ব্রহ্ম ব'লে ডাক্ রে।

গ্রাম্য সঙ্কীর্ত্তনের স্থর—তাল খেমটা।

এমন ব্রহ্ম নাম সুধা সদা রে ও মন পান কর। তুমি আস্‌ছ যাবে শুধা, কেন রে তবে কাল হর। (মোড়া)

(ভবে) নাম বিনে আর কি ধন আছে বল, পাপে তাপে দগ্ধ হৃদয় হইতে শীতল, এ নাম হৃদয়ে রাখিয়ে, হাতে রে সদা কাম কর।

(মোরা) সংসারী জীব না করিয়ে কাম, কেবল জঙ্গলে ভ্রমিলে কি রে পূরে মনস্কাম, সদা কাম কর, নাম স্মর, স্মরিয়ে রে মন প্রাণ ভর।

(সদা) ব্রহ্মবাক্য করিয়ে পালন, এক করিয়ে ফেল রে মন জীবন মরণ; এমন মরণ-হরণ নামে, নামে রে ও মন হও দড়।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

ব্রহ্মনামামৃত পান কর, এ নাম ঘরে ঘরে নারী নরে দান কর। (মোড়া)

প্রেম সুধা খেয়ে খেয়ে, ব্রহ্মনাম গেয়ে গেয়ে; ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে নৃত্য কর; পরাণ জুড়াইবে, দুঃখ তাপ ফুরাইবে, হৃদাকাশে প্রকাশিবে দিবাকর।

(নাম) শুনিতে বলিতে সুখ, স্মরণে জুড়ায় বুক, পাষাণ হৃদয় ভেদি গঙ্গা ঝরে. শিহরে শরীর মন. প্রেমে ঝরে দুনয়ন, ছুটে করে পলায়ন, পাপ ভার।

রাগিণী মনোহরসাই— তাল খয়রা।

বদন ভরিয়ে বল ব্রহ্মানন্দ প্রেম ধ্বনি উথলিবে প্রেমসিন্ধু দেখিবে হৃদে এখনি। (মোড়া)

জীবে ব্রহ্মে যে সময়ে দেখা শুনা হয় রে, সিন্ধুনীরে যেন বায়ু হাসিয়ে খেলায় রে,—তখন কতই তরঙ্গ, হাসা খেলা রঙ্গ, সঙ্গগুণে জীব পায় অমনি।

দুনয়নে প্রেমনীর বহিবে ধারায় রে,— বিমল সত্যের শোভা দেখিবে ধরায় রে,—

(তখন) আনন্দ লহরী, পরশন করি, প্রেমে গলি হবে পরশমণি।

অস্ফুট নীরব বাণী বলিবে বয়ান রে,—
মাঝে মাঝে প্রকাশিয়ে ঝরিবে নয়ন রে,—
(তখন) আঁধার না রবে, হৃদয়ে দেখিবে. প্রকাশিছে যেন দিনমণি।

যোগানন্দে প্রেমানন্দ করি আকর্ষণ রে—
নির্ম্মল শীতল জল করে বরষণ রে,—(তখন) নীরব হইয়ে, জুড়াইয়ে হিয়ে, মাঝে মাঝে করে আহা ধ্বনি।

———

'ধর ধর ধর পোষা পাখী'র সুর; তাল—ছবকি।

(এক বার) বল্ বল্ মন বুল্ বুল্ পাখি বল্ রে ব্রহ্ম বোল্, (পাখি) এই বোল্ সেই বোল্ ছাড়িয়ে, সেই বোল যেই বোলে হবি বিভোল।

(ভবে) সেই বুলিই বোল, তাই বলি রে বোল্ বোল রে বোল্ বোল্ মন মিশাইয়ে বোল, বৃথা আবোল তাবোল, বলিয়ে কি ফল, ছেড়ে দে সব গণ্ডগোল।

(পাখি) সেই বুলিই বল্ বলে বলে বাড়া রে বল ন'লে কিসে পাবি রে বল; তুই বল্ না, পাখি, বল হয় নাকি প্রাণ ভরে বলিলে বোল্।

(এই) সংসারের ঘুর পাক্, যারে দেখে লাগে তাক্, রে যারে দেখে লাগে তাক্, সেই তাকে তাকে তাকিয়ে তাঁকে, ফাঁকে ফাঁকে বল্ সে বোল (সংসার পাকের)।

(বোল) বড়ই রসাল, তাতে নাই কিছু মিশাল, রে তাহাতে নাই কিছু মিশাল, যত গরসাল চলে, বোলের বলে, সার পেয়ে যায় বাঁশ যে খোল।

বোল, এতই সরস, রসে আপনি করে বশ, রে রসে আপনি করে বশ, তাই, অবশ কালী বশ পাইয়ে কেবল বলে সে বোল।

সঙ্কীর্ত্তনের সুর—তাল খেমটা।

এমন সুধামাখা সুধাময় নাম চাঁদবদনে বল। এই ব্রহ্ম নামের পালের নৌকা রে, কাল ঢেউয়ে করবে না রে তল। (মোড়া)

তোমার এই যে চাঁদবদন, যাতে সব শরীরের ধন, আবার চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ে কতই আস্বাদন, তোমার এমন বদন যে গড়িল রে, সে নাম সেই বদনে বল।

নাম বল রে বদন বল, মনে হইয়ে সরল, এই পালের নৌকায় গুণ লাগালে অমনি নৌকা

তল, বৃথা বল করিলে চল্‌বে নারে নাও, বরং কল হবে বিকল।

নামে হবি ভবের পার, এমন মহিমা তাঁহার, (সদা) তার ধরে তাঁর দিকে টানে এই ত কর্ম্ম তাঁর, যদি স্বাদ পাইতে সাধ থাকে রে মন, তবে নাম কর সম্বল।

নাম আপনি মৃত্যুঞ্জয়, তাতে নাই মরণের ভয়. নামে মরা মানুষ বেঁচে উঠে বলে ব্রহ্ম জয়, হয় কি না হয় নাম করে দেখ, তাতে পাবি সদ্য ফল।

নাম রসেরি আধার, বহে কত রসের ধার, এই ধারে ধারে ধার ধরিলে ঘুচে রে আঁধার. এই নামের গুণে কি মন কি হয় রে, কে তারে বল্‌বে অবিকল।

———

ছুটা কীর্ত্তনের স্থর—তাল খেমটা।

বল্ ব্রহ্মনাম ভরিয়ে বদন, নামে ঘুচবে রে সকল বেদন। (মোড়া)

বল বল থাকিতে চেতন, গেল গেল দিন ত গেল চিন্তে নাই কি মন? বৃথা সময় গেল অবহেলে, সার হবে কেবল রোদন (শেষে)।

বাক্য সনে ঐক্য করে মন, ব্রহ্মনাম মহামন্ত্র কর উচ্চারণ, এই মন্ত্রবলে জীব সকলে, মরিলেও পায় জীবন (পুনঃ)।

জীবের বাঞ্ছা করিতে পূরণ, নামরূপে করেছেন ব্রহ্ম ধরায় আগমন, নামে নৃত্য করে চিত্ত মাঝে রে, রসনায় করে আসন (নামে)।

নামে শীতল হয় কি না পরাণ, আর কারে মানিবে সাক্ষী আপনি যার প্রমাণ,

হৃদয় দুয়ার খুলে, ব্রহ্ম বলে রে নাম রসেতে হও মগন (সদা)।

"ন'দেবাসী গো গউর বিনে বাঁচি না" এই সুর।
তাল—আড়াঠেকা।

সুধা কেন কাম সুধাময় নাম কও না, (মনরে) নামে কামে মিশাইয়ে প্রাণ ভ'রে প্রাণ ব্রহ্ম বল না।

সুধাময় উদার নাম, বল যদি ছাড়িয়ে কাম. তাও মন্দ না (ওরে ও মন) তাও মন্দ না, কিন্তু নাম ছাড়িয়ে কেবল কামে মরমে আরাম ত পাবে না।

করে পদে কররে কাম, মনে মুখে বল সে নাম, বিরাম দিও না. (ওরে ও মন)

বিরাম দিও না, (বলি) নামের সনে কাম করিতে কি আরাম তা ক'রে দেখ না।

সুধাময় নামে নামে, সুধা পাবে কামে কামে, শুধা রবে না (ওরে ও মন) শুধা রবে না, এই সুধা পানে সাধু সাধু তা না হ'লে সাধু বাঁচে না।

সুধা ভোগে ছেড়ে যায় রোগ, ক্রমে ক্রমে হয়ে যায় যোগ, বিয়োগ থাকে না, (ওরে ও মন) বিয়োগ থাকে না, এই বিয়োগ গেলে রোগ ছাড়িল, নীরোগ হলে আর কি ভাবনা।

কালী কেবল খালি খালি, মাথে নিয়ে নামের ডালি, করে ভ্রমণ (সে যে সদা) করে ভ্রমণ, কিন্তু নামে কামে মিলে কি হয় জেনেও তা জান্তে পারে না।

"মন ফকিরের মনের কথা" এই স্থর—তাল খেমটা।

ব্রহ্ম নামের রসের ধারা, ধারা শিরায় শিরায় বয় রে। (মোড়া)

মরি ধারার কিবা ধীরের গতি রে, যেমন মূল জোয়ারির জল, আস্তে আস্তে ডুব্‌তে ডুব্‌তে রে, সর্ব্ব অঙ্গ করে তল্ রে।

তল তলাতল রসাতলে রে, আছে রসের ভাণ্ড ভরা, সেই রসেতে বশ করিয়ে রে, রাখে আজনম ভরা রে।

বশ করে সে আপনা গুণে রে, এমন গুণের গুণমণি, কার গুণে তাঁর বশ হইলে রে, দেখ আপন মনে গণি রে।

ভুলতে চে'লে ভুলতে নারি রে, নাম এমন সূতে গাঁথা, হৃদয়ভেদী ছিদ্র দিয়া রে, উঠে সেই না রসের কথা রে।

বল্‌তে বল্‌তে রসের কথা রে, হয় উদয় ব্রহ্মজ্ঞান, পাষণ্ড দলিত হয়ে রে, সঁপে ব্রহ্মেতে পরাণ রে।

এই নাম আমাদের লক্ষ পক্ষ রে, এই নাম আমাদের প্রাণ, নাম রূপেতে পরাণ ব্রহ্ম রে, জীবে জীবে অধিষ্ঠান রে।

"হরি বল, বল জগাই মাধাই"র সুর—তাল খেমটা।

ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই, নামের বালাই নিয়ে মরে যাই; নামে পাষাণ গলে, ভাসে জলে, মর্‌লে নবীন জীবন পাই। (মোড়া)

নাম স্মরণেতে হয়, প্রাণে মধুর প্রেমোদয়, (যাহা) প্রাণে উঠে প্রাণে ফুটে, প্রাণেতেই লয়; এ নাম স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ছেড়ে হৃদয় ঘরে করে ঠাঁই।

নাম স্মরণে সরল, যত মনেরি গরল, আলোর কাছে আঁধার যেমন তেম্নি অবিকল, এমন জাগ্রত জীবন্ত নাম আর জ'ন্মে কভু শুনি নাই।

নাম নিতে নিতে বল, আবার অনন্ত সম্বল, তাই বলি মন বিষয় করে ব্রহ্ম নামটি বল; এই নাম নিয়ে বাঁচ কি মর কিছুতেই ক্ষতি নাই।

এই নামেরি ছাটে, আঁধার কুয়াসা কেটে, প্রেমের সূর্য্য উদয় হ'য়ে, শুভদিন ঘটে; নামে প্রেম উথলে মন্ বদলে, আঁধারে আলোক পাই।

"দিন ত গেল সন্ধ্যা হল" এই সুর।

সদা তন্‌মনে বাক্ মিশাইয়ে ব্রহ্মনাম

কর না; এ নয়, নাম নামীতে ভিন্ন ভিন্ন, নামই ষোল আনা। (মোড়া)

তনে নৃত্য কর, মনে ভক্তি দড়, সদা বদন ভরে ওঁ ব্রহ্ম নাম কর রে ঘোষণা।

বল নৃত্য করে, বল উচ্চৈঃস্বরে, বল যেই স্বরেতে পূর্ণ হবে মনের বাসনা।

বল মনে মনে, বল রে নির্জ্জনে, বল যেই স্বরে নাই সোরাস্থরি, সেই স্বরে ধর না।

বল ভাবাবেশে, ভাবে কেঁদে হেসে, যাতে প্রাণ ভরে প্রাণ শীতল করে, রাং তামা হয় সোণা।

বল হেসে হেসে, প্রাণে মিশে মিশে, বল যেই লয়ে হয় প্রাণের শান্তি, ভ্রান্তি ভয় থাকে না।

———

টপ্পার সুর—তাল খেমটা।

সুধু ব্রহ্মনাম এই সার রহিবে আর যাবে সকল; কভু থাক্‌বে না ধন কিবা জন জ্ঞান গরিমা বুদ্ধি বল। (মোড়া)

এই যে ভারত রাজত্ব, ছিল হিন্দুদের স্বত্ব, কালে মুসলমানে তারে জিনে বাদসাহী কত, এখন ইংরেজেরা তাড়াইয়ে তারে, তাঁরা করে সকল দখল।

ছিল ব্রহ্মপুত্র ধার, পারি যেন অলঙ্ঘ্য অপার, এখন সেই নদে চর পড়ে হ'ল কত জমিদার, যার নাম শুনে আতঙ্ক হ'ত রে, এখন তার বুকে পাটের ফসল।

ছিল রাজা রাজবল্লভ, কত যে অতুল্য বৈভব, কালে কালগ্রাসে গ্রাস করিয়ে নাশ

করিল সব, শেষে ঘর বাড়ী যা পড়ে ছিল রে, পদ্মানদী কৈল তল।

কত আত্মীয় স্বজন, হ'ল পরেরি মতন্,
কত পর জনে সদ্‌গুণে হ'ল আপনারি মতন্,
কত বিষেতে অমৃত হ'ল রে, কত অমৃতে হ'ল গরল।

কত টাকা কড়ি ধন, কত রত্ন আভরণ,
কত দান বিতরণ ভরণ পোষণ যে চেল যেমন,
সেই ধনীর ছাওয়াল পথের কাঙ্গাল রে,
কালে হারাইয়ে সে সম্বল।

লুটের গান—তাল খেমটা।

(মনা) লুট্‌লে সংসারের মজা ব্রহ্মনাম অমূল্য রতন, যাকে অনন্ত কাল লুটে খাবে, এলুট ফুরাইবে না কখন। (মোড়া)

নাম নিয়ে বাতাসা দিয়ে ভক্তে দেয় রে লুট্, হুড়া হুঁড়ি করি সবে খুব লুটা লুট্, (লুটে) আছাড় খেয়ে পড়ে গেলে তরবিরে জন্মের মতন।

বেতাসা হয়ে বাতাসা শক্ত মুঠে ধর, কেড়ে নিতে পারে না যে হাতে দিয়ে মড়, (ধরে) কষ্টে স্বষ্টে রাখ্‌তে পার্‌লে সুখেতে কর্‌বে ভোজন।

দেখ, কেমন মজা, নাইক সাজা, যত ইচ্ছা লুট, হেসে করে লুট বিতরণ নেচে গেয়ে লুট, (বল) এমন বাহার, কৈ আছে আর কাশী কাঞ্চী বৃন্দাবন।

সবে, লুট কর আর মুখে বল দয়াল ব্রহ্ম নাম, মনে মুখে মিলে গেলে পূরবে মনস্কাম

(হ'ল) লুটের ভাণ্ডার ব্রহ্ম আমার নাম রূপেতে আগমন।

সঙ্কীর্ত্তনের স্থর—তাল খেমটা।

জয় জয় ব্রহ্ম বলে নৃত্য কর, জয় জয় ব্রহ্ম বলে মর্ম্মে গলে, আনন্দে দুবাহু তুলে। (মোড়া)

নাচ্‌বে কি রে, জাননি রে, নাচনেরি তাল ডাক হৃদয় খুলে, ব্রহ্ম বলে তালে উঠ্‌বে ফাল।

এক ব্রহ্ম বিনা ধর্ম্ম কি আর আছে ভূমণ্ডলে, (হ'ল) হৃদয়ে উদয় ব্রহ্ম মাণিক উঝলে।

লজ্জা ভয় অভিমান ঘুচিবে সকল, ওরে বুড় হয়ে ছেলের সঙ্গে নাচ্‌তে পাবে বল।

(নাচ) হাতে ধরি, ঘুরি ঘুরি, অঙ্গভঙ্গি করি, সবে প্রেমভরে নৃত্য কর মাথা নাড়ি নাড়ি।

নাচ্‌তে নাচ্‌তে পড়বে যখন নয়নেরি ধার,
তখন কি হবে হৃদয় মাঝে কে জানিবে আর।
ব্রহ্ম বলে যখন জীব আনন্দে উথলে, তখন
সশরীরে স্বর্গে যাওয়া আর কাহাকে বলে?
কালী বলে কাল কাটালে কি হবে রে ভাই,
(চল) নাচিতে নাচিতে মোরা হাতে স্বর্গ পাই।

ঝিংঝিট সুর—তাল খেমটা।

ব্রহ্ম নাম সুধা, সুধা, সদা দান কর আর পান
কররে, (এনাম) সুধা বটে সুধাই ঘটে হে,
নামে মরণ বাঁচন এক করে রে। (মোড়া)
দানে দানে ধন্য হয় জীবন, বাড়ে অদন্য
ভাণ্ডারে, তুমি অকাতরে যত দান কর, (দানে)
অশেষ গুণে গুণ বাড়ে রে।
পানে পানে প্রাণ ভরে বয় ধার, যেধারে

পাষাণ বিদরে, (নামে) নিজ গতিতে গমন ক'রে রে, প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে।

(এনাম) রোগী জনার ব্রহ্মৌষধ রে, সকল রোগ যাতনা সারে, (আবার) ভোগী জনার আর নাই রে এমন, যাঁকে অনন্তকাল ভুগতে পারে।

(নাম) যোগী জনার যোগ সাধনের ধন (যে যোগে) বিয়োগ পালায় দূরে,যোগী নিত্যানন্দে নিত্যানন্দ রে,তাঁর আনন্দ কে বারণ করে।

(নাম) জ্ঞানী জনার ব্রহ্মজ্ঞান রে, যে জ্ঞানে অন্ধজনে হেরে, এই জ্যোতি বিনা আর নাই রে জ্যোতি, যাতে অনন্ত রূপ দেখ্‌তে পারে।

(এনাম) বল্‌তে সুধা শুনতে সুধা রে, সুধা হৃদয়ে না ধরে, সদা সুধায় হাসে সুধায় ভাসে রে এই ওঁ ব্রহ্ম নাম স্মরণ করে।

৮। প্রেম-ভাব।

"যত হাসি তত কান্না রে মন" এই সুর ; তাল—খেমটা।

ভবে প্রেম বিনে আর কি ধন আছে কার, সুসার এ সংসারে, এসব দুখ্ কিবা সুখ্ যাই বল ভাই, প্রেম বিনা কে করে। (মোড়া)

আকার বিকার দুই প্রকারে একই প্রেম বিহরে, প্রেমের আকারেতে সুখের সাগর, দুঃখরাশি বিকারে।

প্রেমের আকার আপনা স্বীকার করে জগতে রে, তাতে লঘু গুরু নাই ভেদাভেদ সমানে মান ধরে।

বিকার প্রেমের বিকারই সার, না বিকারে কারে,সে মার পেটের ভাই বিগ্‌রাইয়ে, হাসায় পরে পরে।

সরল প্রেমের তরল গতি নীচ দিকে যায় দৌড়ে, নিজে জল যেমন্ আপ্নাকে দিয়ে নীচ্‌কে সমান করে।

বিকার থেকে কার কিরে ভাই থাক্‌বে ত সব প'ড়ে, (এসব) দে'খে শুনে ব্রহ্ম প্রেমে ডুবলে না কেন রে।

কাঙ্গালী কাল টোলা পাতিল কে জিজ্ঞাসে তারে, প্রেমে সদ্‌গৃহস্থে চুণ মাখিয়ে রাখে ক্ষেতের ধারে।

"মন ফকিরের মনের কথা" এই সুর।

তাল খেমটা।

ব্রহ্ম-প্রেম সাগরের জলে জীবন ভেলা ভাসবি কবে রে। [মোড়া]

সাগর জলে জাহাজ চলে রে, জাহাজ ঝড়

তুফানে ডুবে, সেই তরঙ্গে কে দেখেছ রে
কলার ভেলা ডুবে কবে রে।

সাগরের তরঙ্গ পেলে রে, ভেলার আনন্দ
উথলে, সেই তরঙ্গের চূড়ায় বসে রে, ভেলা
ব্রহ্ম দোলায় দোলে রে।

দুল্‌তে দুল্‌তে যখন ভেলা রে, পাটে পাটে
খ'সে যায়, কতই রঙ্গে তখন ভেলা রে, সাগর
সঙ্গ লাগায় গায় রে।

ভেলায় নাইরে ভুড়া লোহার বাঁধ, যে তারে
চুম্বকে টানিবে, নির্ভয়েতে কলার ভেলা রে,
অভয় ব্রহ্ম স্বরূপ ভাবে রে।

"ধর ধর ধর পোষা পাখী" র সুর;—তাল ছবকি।

প্রেম্ প্রেম্ প্রেম্ প্রেমের কথা বল্লে কি
আর হয়? জ্বল্‌লে হয় রে প্রেমের আগুণ,
অমাবস্যায় চন্দ্রোদয়। (মোড়া)

যথায় প্রেমোদয়, তথায় সকলি সদয়, রে তথায় সকলি সদয়, তথায় দ্বিধা দাঁড়ায় সিধা হয়ে, দিতে প্রেমের পরিচয়।

(সেই) প্রেমের যুগ প্রলয়, যেই যোগীর যোগে হয়, রে ও যেই যোগীর যোগে হয়, সেই যোগে যোগে ভোগ হইয়ে, রস পেয়ে তাঁর বশী হয়।

প্রেমের মিজাটি পৃথক্, তাতে দুই মিলে হয় এক, রে তাতে দুই মিলে হয় এক, দুই মিলে এক না হইলে পাবে না প্রেম পরিচয়।

হিংসা অন্ধকার, তথায় থাক্‌তে নারে আর, রে তথায় থাকতে নারে আর, তথায় অহিংসা পরমোধর্ম্ম হিংসাতে ঘটে প্রলয়।

শুদ্ধ-প্রেমের এই নিশান, তাতে ফুটে

কলি প্রাণ, রে তাতে ফুটে কলি প্রাণ, তাই কীটে কাটা কালীর কলি ফুটায় ব্রহ্ম দয়াময়।

বাউলীয়া সুর—তাল ঠুংরি ঠেকা।

সহজ প্রেমের মর্ম্ম বুঝা দায়, সহজ প্রেমে যে ডু'বেছে সে কি গো আর উঠতে চায়।
(মোড়া)

সহজ প্রেমের মর্ম্ম পায় যে জন, (সেত) প্রেমে গ'লে আপনা ভূ'লে পরকে কয় আপন, অনুরাগ তাঁর হৃদের ভূষণ নয়ন দেখলে চেনা যায়।

সহজ প্রেমের পাইলে সন্ধান, (সে প্রেমে) কুটীল হৃদয় সরল করে ঘুচায় অভিমান, (প্রেমে) আপনা রসে বশ করিয়ে অসাধ্য সাধন করায়।

সহজ প্রেমে ফুটায় ব্রহ্ম জ্ঞান, জীবন মরণ এক করে দেয় মান কি অপমান, যেতে নারে কোন কালে শোক দুঃখ তার ত্রিসীমায়।

সহজ প্রেমত অমূল্য রতন, ধরাধামে স্বর্গ রাজ্য করয়ে স্থাপন, নাই সে প্রেমে স্বার্থবিন্দু যেমন সরল শিশুর প্রায়।

সহজ প্রেমে প্রেমময়কে চায়, প্রীতি প্রিয় কার্য্য দিয়ে আপনাকে বিলায়, পেয়ে সে নিত্য ধন পরশ রতন আনন্দে ভাসে সদায়।

(হৃদয়)

৯। বিচ্ছেদ ভাব।

ঘাটুর সুর—তাল ছব্‌কি ঠেকা।

বাঁচিনা আর তোমার বিহনে, হে প্রভু, জ্বলে তুষের আগুণ দিবা গো নিশি, ঘুসি ঘুসি নির্জ্জনে। (মোড়া)

যে দিকে ফিরাই আঁখি, সেই দিকে শূন্য গো দেখি, র'য়ে র'য়ে ঝরে গো আঁখি, দেখে কিছু দেখি নে।

হাসিতে পারি না মুখে, যেন পাষাণ চাপে গো বুকে, সুখের দুয়ার দুঃখে গো দুঃখে, বন্ধ হয় যে আপনে।

সাধুর সঙ্গেতে গেলে, স্বাদ না পেয়ে অঙ্গ গো জ্বলে, (যেমন) ভাল বস্তু মুখে গো দিলে, স্বাদ পায় না রোগী জনে।

বসিলে বিরল ঘরে, মন জানি কেমন গো করে, তিল কাল ধৈরজ ধরে, থাকে না সে কখনে।

কালীর নৌকা গালি ধ'রে, ঠেকে র'ল বালুর চরে, চলে না আর দাঁড়ে কি ভরে, চলে না গুণের গুণে।

ভাটিয়াল সুর—তাল ঠুংরি।

হে গো প্রাণ নাথ, (আমি) কি ধন দিয়ে তোষিব তোমারে, যদি নিজ গুণে দেখা না দেও মোরে গো। (মোড়া)

জীবনে নাই জীবন গো আমার হৃদে নাই গো হিয়ে; আমি না চিনিয়ে আপনা স্বজন, এ সব বিলায়েছি পরে গো।

হৃদে ছিল ফুলের বাগান তুলে দিতেম

তাঁরে; এখন সে ফুলের বাগান আমার গো, কাঁটা জঙ্গলেতে মারে গো।

মনের সোহাগ দিতেম গো ঢেলে যা ছিল অন্তরে; এখন সে সোহাগে, বিরাগ হয়ে গো, সদা পড়ে আছি দূরে গো।

এই যে কিছু খুঁজিয়ে পাই না মনের দুয়ারে; তবু প্রাণ তোমারেই চায় গো, বল পাব কেমন করে গো।

আহা মরি প্রাণনাথ গো হারি যাই তোমারে; নিজ গুণে গুণী তুমি গো, তোমার গুণে সকল হারে গো।

বাউলে সুর—তাল ছবকি।

প্রভু তোমার রাজ্যে বসত করে চিনি না তোমায়; থাকতে নয়ন হইলাম যেমন জন্ম অন্ধ প্রায়। [মোড়া]

সম্মুখেতে থালে থুইয়ে ভাত, আন্দিগোন্দি করে মরি মাটিতে দেই হাত, আমি অন্ধকূপে পড়ে আছি করহে উপায়।

ঘরে থুয়ে সুন্দর বিছানা, ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি খুজে মিলে না, আমায় দয়া করে দিশ্ ধরে দেও বেদিশে প্রাণ যায়।

রাস্তা থুয়ে ডাইনে বামে যাই, ঝার জঙ্গলায় কাঁটা ফুটে কত দুঃখ পাই, প্রভু অন্ধ নিতাই ঠেকুল পাকে লয়ে যাও রাস্তায়। / নিতাই

"কও কথা তবু কেন বুঝিনা" এই সুর।

তাল—ঠুংরী।

হায় হায় প্রাণ তুমি প্রাণী হয়ে জানি না, জানি না জানিলে তারে, কাজে যারে মানি না। [মোড়া]

জানিলে জানার মত, তবে কি হইত এত, করিতাম থতমত; মর কি অমর, তুমি ত আমার প্রাণ, আছ সদা বর্ত্তমান, তবু করি অনুমান, প্রমাণ ছাড়া মানি না।

তুমি প্রাণে আমি প্রাণী, এ কথা কি ঠিক জানি? জানিলে আর বিচার আচার ছাড়ি না; হাতের বস্তু কে বিচারে, দেখে কে আর সন্দে করে, সন্দে নইলে দ্বন্দ্ব করে কোথাও ত শুনি না।

মরণ স্মরণে মরি, মরে জানি কৈগে পড়ি, দিবানিশি করি এই ভাবনা। আমি দেহ তুমি প্রাণ আছে নি সে কাণ্ড জ্ঞান, প্রাণ থাকৃতে দেহ মরি কেন এই ভাবনা।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

কোথা হে দয়াল প্রভু এস হে হৃদিমন্দিরে,
পাতিয়াছি হৃদাসন বস হে বিরাজ করে।
তোমারে হৃদয়ে রাখি, পরাণ ভরিয়ে দেখি,
যতন করিয়ে রাখি, যাব না তোমাকে ছেড়ে।

——— (অন্নদা)

১০। উৎসব ভাব।

ছুটা কীর্ত্তনের স্থর—তাল খেমটা।

আহা ব্রহ্মোৎসব কি মধুরময়, যারে দেখলে
জুড়ায় তাপিত জীবন পরশে হয় প্রেম উদয়।
(মোড়া)
(যখন) সবে মিলে করি রে কীর্ত্তন, এই
ব্রহ্মনাম মহামন্ত্র করি উচ্চারণ, তখন পুষ্প-
বৃষ্টি করেন প্রাণে রে পূর্ণব্রহ্ম প্রেমময়।

আহা আকাশচান্দা কেমন সুন্দর, দেখ কত মাণিক জ্বলতে আছে তাহার ভিতর, আবার চন্দ্র সূর্য্য আলোক জ্বলে রে, আর কি ভবে এমন হয়।

আহা মাস কি বছর কিম্বা তিথি বার, ইথে নাইক কিছু বাছাবাছি যে দিন মন চায় যার, সে দিন বন্ধুজনে ডেকে এনে রে উৎসবেতে মত্ত হয়।

আহা যে নগরে হয় রে ব্রহ্মোৎসব, সেই নগরবাসীর বাদ কি বিবাদ ঘুচে যায় যে সব, কোরে কোলাকোলি, গলাগলি রে ভুলে যায় সে সমুদয়।

আহা আজ এখানে কাল সেখানে হয়, [এরূপ] ঘরে ঘরে হইতেছে প্রেমচন্দ্রোদয়,

পেয়ে শীতল কিরণ সকলের মন, আনন্দে প্রফুল্ল হয়।

কাঙ্গাল গৃহী কাঙ্গাল কি আর রয়, (সেই) পূর্ণব্রহ্মের উৎসবেতে পূর্ণ ধনী হয়, (যে ধন) যোগী ঋষি পায় না ধ্যানে রে (সে ধন) কাঙ্গালের ঘরে উদয়।

"তোমাতে যখন মজে আমার মন" এই সুর।

এই মহোৎসবে, চল সবান্ধবে, হৃদয় ভরিয়ে ব্রহ্ম গুণ গাই। সরল হৃদয়ে ব্যাকুল হইয়ে, ভক্তি ভরে মোরা সঘনে লুটাই। [মোড়া]

দেখিয়ে সেরূপ হৃদয় আসনে, মোহিত হইয়ে রব সেই খানে, আঁধার ঘুচিবে, আলোক আসিবে, যে বাসনা মনে তাহাই পূরাই।

হৃদয়রতন হৃদয়ে লভিব, আনন্দে মাতিয়ে কত সুধা পাব, এই মনোলোভা, আহা কিবা শোভা প্রেমেতে মাতিয়ে চল সবে যাই। (অন্তরা)

তাল—আড়া খেমটা।

এসেছি উৎসবে ওহে প্রেমময় পেয়ে তব প্রেম নিমন্ত্রণ; দেও দেও দেখা ওহে প্রাণ-সখা পরিতৃপ্ত হউক জীবন। (মোড়া)

মোহ প্রলোভনে প'ড়ে প্রভু কত, হয়েছি হে পরিতাপে জীবন্মৃত, কৃপা করি মৃত কর সঞ্জীবিত, তব প্রেমামৃত করি বিতরণ; দেও দেও হৃদে ঢালি সুধাধার, বাঁচাও বাঁচাও মৃত বাঁচাও হে এবার, তুমি বিনে আর ওহে গুণাধার কে আছে মোদের সুহৃদ এমন।

নিরাশা আঁধারে কাটি সম্বৎসর, তব কৃপা প্রতি নাহিক নির্ভর, যে আদেশ এই

জীবন উপর, পলকেতে তাহা হই বিস্মরণ; ভুলিয়ে তোমার প্রীতি প্রিয় কাজ, প্রতি পদে পদে পাই দুঃখ লাজ, দেও দেও হৃদে প্রীতিভক্তি আজ, তব প্রিয় কাজ করিতে সাধন।

করিবে কৃতার্থ প্রেম অন্নদানে, সাজাইবে নব বসন ভূষণে, জীবনসুহৃদ বল তোমা বিনে, কেবা আছে ওহে জগতজীবন; আশা করি তাই ভাই বন্ধু সাথে, আসিয়াছি প্রভু তব সদাব্রতে, ফিরিব না মোরা কভু শূন্য হাতে এনেছ হে যদি অভয় সদন।

ব্রহ্মকৃপা বিনা নাহিক সম্বল, ব্রহ্ম শক্তি বিনা নাহি অন্য বল, দুর্ব্বলের বল তুমি হে কেবল, দীনবন্ধু তুমি কাঙ্গাল শরণ; দীনজনে প্রভু কর আশীর্ব্বাদ, ঘুচুক মনের যত অব-

সাদ, পাইয়ে তোমার শান্তির প্রসাদ চির দিনের তরে শান্ত হউক জীবন।

(নিতাই)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

জাগিয়ে দেখ না সবে, এই মহামহোৎসবে বিলা'তে প্রেম বিনা মূলে দাঁড়ায়ে প্রেমেরি ভাবে।

করিয়ে উন্মুক্ত দ্বার, খুলেছে প্রেম-ভাণ্ডার, মেলিলে নয়ন আর, ফিরাতে নারিবে।

পুষ্পের কোমল দলে, শিশিরের মৃদু জলে, অরুণ কিরণ জালে, কতই সুন্দর; ভ্রমর ঝঙ্কার সনে, মিলি যত পাখীগণে, ললিত কণ্ঠেতে ঐ গাইতেছে সবে।

মানবের শ্রুতি মনে, এ মোহন গান শুনে, নিরখি বিমল দৃশ্য, না গ'লে কি পারে; এই যে

সুন্দর বিধি, বিধানিল যেই বিধি, ঐ দেখ সে ব্রহ্মনিধি, দাঁড়াইয়ে স্বভাবে।

১১। দেহ ভাব।

রাগিণী মূলতান—তাল খেমটা।

কেমন পাঁচভূতে কোম্পানি মিলে, খুলেছে দেহেরি কারবার, কত কালা গোরা কাণা খোঁড়া দেহ নানাকার। (মোড়া)

এক শরীরে পাঁচের মিলন, আহা কিবা চমৎকার, আবার কেহ নহে সরিক কাহার সব যুদা যার তার।

পাঁচে ভূতে একটি শরীর কেমন ভূতান্তি ব্যাপার, তারা ভূতে ভূতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান আকার।

পাঁচের মিলন জয় জোকারে, ভাঙ্গ্‌তে কাঁদা কাটি সার, এই ভাঙ্গা গড়া, জগত্ত জোড়া এই ভূতের ব্যাপার।

"ভেবে মরি কি সম্বন্ধ" এই সুর;—তাল খয়রা।

দেহের কি দেখিতে পার রে বাহিরে, কত আদেখা দেখ্‌বে গেলে ঘরে। যেমন ইঞ্জিনেরি কল, ভিতরে সকল, বাইরে দেখি কেবল ধুয়া উড়ে। (মোড়া)

কেমন ফুসফুসেরি কলে, দোম কলে দোম চলে, ব্রহ্মনাম বলে নাসার স্বরে. এই নাসাই সে আশা রে. তা বিনে নিরাশা, নাসা বন্ধ হ'লে মানুষ মরে।

"দেখ পাকস্থলে, অন্ন জল খেলে, কেমন কলে কলে পাক পড়ে রে, সেই পাকে হয়

পাক রে, ভাবিতে অবাক্, পাক্ নয় কেবল পাকা তৈল বনে রে।

কত টুকরা করা, হাড়ে হাড়ে জোড়া, সে জোড়াই জোরের কাজ করে রে, (জোরে) জোড়ে ঘোড়া গাড়ী রে, ঘর দুয়ার বাড়ী, আর কত কত কর্ম্ম করে।

পাঁচ ভুতে গড়া, দেহের পিঞ্জিরা, তাতে কালী পাখী বাস করে রে, (সে ত) বলে না জাত বুলি, তাই তারে বলি, হ'য়ে কেন তুই মরলি না রে॥

তাল—লোভা।

(হা মরি) দেহের সহর কেমন সুন্দর, বাহিরে চাম লোমে ঢাকা, মধ্যে যত বাজার বন্দর। (মোড়া)

সে সহরে ছয় জন দোকানদার, ছয় রসে ছয় জিনিষ নিয়ে ছেন্দেছে পসার, পসারে প্রায় সকল সারে, মান কাণ নিয়ে থাকা দুষ্কর।

(আছে) চেতন নামে একজন প্রহরী, বেতন ছাড়া কর্ম্ম করে আজন্ম ভরি, সে যথায় যা হয়, সব খবর লয়, বাকী নাই তার বাহির অন্দর।

সহরে এক সজ্জ্যোতিঃবাতি, সতের সাথে তমঃ রজতে, হয়েছে সাথী, সে জ্যোতির জ্যোতে, সহরেতে অন্ধকার নাই অষ্ট প্রহর।

শিরা নাড়ী নল মুহরি তার, ভিতরে অসংখ্য নাড়ী বাইরে নয়টী দ্বার, (এই) নয় দ্বারে ছয় ময়লা সরে, সারে সার হয় সকল সহর।

শিরায় শিরায় শির অবধি পাও, এই তারেই তাড়াতাড়ি তারের খবর পাও, ছুইলে মাত্র সাড়া পড়ে পাও অবধি মাথার উপর।

কালী নারায়ণ ঘরুয়া বাঙ্গাল, এ বয়সে জানে না সে সহরের চলচাল, (শুনে) সহরে সুখ, এই বড় দুঃখ, বাড়ী থাক্‌তে নাই বাড়ী ঘর।

রাগিণী মূলতান—তাল খেমটা।

দেল গাড়ী দেখলি না হায় হায়, সদা তোর মধ্য দিয়া আসে যায়, এমন ব্রহ্মপ্রেমের দেলের গাড়ী রেল্‌গাড়ী কি তারে পায়। (মোড়া)

তাতে নাইক ইষ্টেশন; নাই রেলের প্রয়োজন, ইচ্ছামতে যথায় তথায় কর্‌তেছে

গমন, নাই লাল কি সাদা সব্‌জা নিশান, দিশায় দিশায় দিশা পায়।

লাগেনা টেলিগ্রাফের তার, গাড়ী আগে চলে তার, গাড়ী কত চলে, কেবা বলে, গণনা তাহার, তুমি যেন্নি যথায় মনে কর, অন্নি তথাতে পঁহুছায়।

গার্ড তার আপনি ভগবান্‌, সদা সঙ্গে সঙ্গে যান, বাঁকাতেড়ি ঘুর ফির্‌ নাই সিধাসিধি টান, মানে না সে ঝড় কি বাদল্‌ সাগর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যায়।

এই যে রেলগাড়ী চলে, বল চলে কি বলে, বলি দেল গাড়ী এই রেল গাড়ী কে চালাচ্ছে কলে. (মন) দেখলি না সেই জিতা গাড়ী যে গাড়ী গাড়ী চালায়।

১২। প্রভাত ভাব।

কীর্ত্তন—রাগিণী ভৈরবী।

জাগ জাগ জাগ নগরবাসী গো, উঠ উঠ জয় ব্রহ্ম বলে হে।

রক্তিম বরণে, পূরব গগণে রবি ছবি পরকাশ হইল হে (দেখ)।

কর কর কর তাঁরে নমস্কার, নিশিতে আছিলে যাঁর কোলে হে (জীব)।

কেমন সুন্দর, রূপ মনোহর, দেখ দেখ আপনার হৃদয়ে হে (জীব)।

হাত মুখ ধু'য়ে, সুন্দর হইয়ে (আগে) তাঁরে পূজি পরে কর সংসারের হে।

ভৈরবী—একতালা।

কি কাল ঘুম, সকাল ঘুম, এ ঘুম ভাঙ্গ্‌তে নাহি চায়; দেখিলে না রাঙা রবি, কেমন ছবি দেখা যায়।

পাখীরা জাগি সকালে, আহা কি মধুর বোলে, স্বভাবের প্রেম উথলে কত নাচে গায়; শুনিলি না, শুনিলি না প্রাভাতী মধুর বীণা; জানিলি না, জানিলি না কি করে পাষাণ গলায়।

নানা জীবজন্তুগণে, নানা জনে নানা তানে, অনন্ত অমৃত রাগে ব্রহ্ম-রাগ গায়; মোহিত না হয় শুনি, হেন কার মহাপ্রাণী, পাষণ্ড-দলন ধ্বনি, ধ্বনিছে ব্রহ্ম-কৃপায়।

কালের ঘুম ঘুমিলে পরে, সুখে স্বাস্থ্য ভোগ করে, অকালে ঘুমিলে পরে কে সুখী

কোথায় ? প্রভাতে যে সচেতন, সেই জানে জগজ্জন, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ব'লে. কেন যে বলে উষায়।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

মন জাগরে এখন কত কাল আর মোহ-নিদ্রায় রবে অচেতন। (মোড়া)

বাসনা আছে হে মনে, সদা সত্য আলা-পনে দেখিব হৃদয়াসনে সত্যসনাতন। (চিতান)

সদা সত্য সত্য বল, অনন্ত জীবনে চল, পাইবে রে সুখ শান্তি না হবে মরণ।

জীবিত হইয়ে দেখ, জীবনের কিবা সুখ, সদা আনন্দ নীরে ঝরিবে নয়ন।

(অন্নদা)

রাগিণী ভৈরবী - তাল খয়রা।

ওরে মানবগণ, জাগ না এখন, আহা কি দেখ না প্রভাত সময়, যত পাখিগণে, সুমধুর তানে, মোহিত করেছে মানবহৃদয়।

প্রভাত সময়ে কত নিদ্রা যাও, চেতন হইয়ে ঈশ-গুণ গাও, মানুষ হইবে, জীবন পাইবে, দেখ না চাহিয়ে কিবা সুসময়।

নিকটেতে দেখ কে আছে দাঁড়ায়ে, ডাকে বারে বারে প্রেমামৃত লয়ে, প্রেম-সরোবরে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে, জীবনে জীবিত হও এ সময়।

(অন্নদা)

———

"ব্রহ্ম নামামৃতের সুর"—তাল ঠুংরি।

প্রাতঃ সময়ে সবে ব্রহ্ম বল, চেতন হইয়ে এবে হৃদয় খোল। (মোড়া)

প্রভাত সময়ে শোভা, চারিদিকে মনো-লোভা, ফুল কুল সৌরভেতে মোহ করে; বসিয়ে ইহার মূলে. কে গড়িল বিরলে, দেখ রে নয়ন খু'লে কি কৌশল।

অন্ধকার দূরে গেল, পূবেতে ভানু উঠিল, জগত আলোক করে কিরণজালে, জাগ রে মানবগণ, হয়ে হরষিত মন, প্রেমেতে হয়ে মগন ব্রহ্ম বল।

সুললিত কণ্ঠস্বরে, বিহঙ্গম গান করে, শুনাইয়ে মানবের মন হরে, কি সুন্দর বনের পাখী, নানা বর্ণ চিত্র দেখি, হেরিলে জুড়ায় আঁখি, কে গড়িল।

(অন্নদা)

১৩। মনোশিক্ষা ভাব।

"পর কি আপন" এই সুর, তাল—খয়রা।

ভবে কত দিন রবে মূঢ় মন, ভাব না কি সেই ভাবনা? কেন মন, অচেতন, হয়ে আপনি আপন ছলনা (কর কর রে মন)? (ধুয়া)

এক দুই করে গেল যত দিন, (কেবল) বেড়াজাল বুনে কাটালি সে দিন, মাকড়ে, যে করে, আপন জালে বদ্ধ হয়, ও মন তোমার কি তা নয়, এ সব দেখে শুনে শিক্ষা হ'ল না (রে মূঢ় মন)।

যত দেখ তব অনুগত জন, অনুগতে কেহ যাবেনা তখন, একাকী, হবে কি, ভে'বে দেখ দেখি মন্, কেন মোহে অচেতন, তুমি গণনা কি সেই গণনা (ওরে মূঢ় মন)?

তাল—আড়াখেমটা।

অলস ত্যজিয়ে ডাক নাথেরে ওরে রে মন রসনা ; ডাকরে ডাকরে ডাকরে নাথেরে।

ডাকিতে ডাকিতে দেখিবে সে রূপ যে রূপেতে নাই কল্পনা ; মজাইয়ে মন, ডাক অনুক্ষণ, ঘুচিবে সকল যন্ত্রণা।

ওরে মূঢ় মন ! সদা রাখ মন, জগতরমণ সে জনা ; শরণে তাঁহার, থাক অনিবার, বার বার ফিরে যেও না।

যে রসে রসিক হবি রে রসনা, সে রসেতে কেন রস না ? রসে রসে বশ, হবি রে সরস, অবশতা হৃদে রবে না।

নিতাই তাই সদা বলে, রসনা রে কেন নামামৃত পান কর না, পূর্ণব্রহ্ম নাম, জপ অবিরাম, পূরিবে মনের বাসনা। (নিতাই)

বাঁশের দোলাতে উঠে"—এই সুর।

কত দিন ভবের খেলা, চক্ষু মেলা থাক্‌বে রে মন এ সংসারে; এযে দুই নয়ন তারা, কাজল পরা বুজে যাবে দু দিন পরে।

(মোরা)

থাকিতে নয়ন মেলা, এই বেলা, দেখ্‌লি না চোখ সিধা করে; দেখিলি আড় নয়নে, আড়ের মনে সিধার সুধা পালি না রে।

কি দেখ্‌তে কি দেখিলি, সাদায় কালি দেখেও ত চিন্‌লি না রে; ফুল বলে বিষ্ পাথরে, নাকে ধ'রে, আনলি মরণ ডেকে ঘরে।

ছ জনা আপ্‌না জনে, শত্রুজ্ঞানে, আপ্‌না বশে রাখলিনারে; নিজে ভর দিয়ে দিয়ে, ঠেঙ্গ্‌ ভাঙ্গিয়ে, দোষটী ফেল তাদের ঘাড়ে।

নয়নে কি প্রয়োজন, আপনা ওজন্‌ জানে না

যে নিক্তি ধ'রে ; কোন্ দিকে কাঁটার ঝুকি, মেরে উঁকি, তাকায়ে তা দেখ্‌লি না রে।

থাকিতে নয়নের ফাঁদ ধরলি না চাঁদ, চাঁদ ধরা কি হাতে ধরে ; থাকিতে এমন যোগাড়, এই দশা কার, আপ্‌না ফাঁদে আপ্‌নে পড়ে।

"দিন ত গেল সন্ধ্যা হল" এই সুর।

বৃথা গেলে রে জীবন, বন কেটে বন মাঝে রেখে দিলি, প্রাণের ব্রহ্মধনে মর্ম্মে রেখে যত্ন না করিলি (মোরা)

যত ধন জন পদ, এত নয় রে সম্পদ, আসল্ সম্পদেরে না চিনিয়ে কার পদে কি দিলি ?

যারে মান বলি মান, এত নয় কভু মান, মানে সমান্ সমান্ মান বাড়াইয়ে ফুটায় প্রাণের কলি।

কর যশের আশা, সদা যশ পিপাসা, ব্রহ্ম রসেতে বশ, বশেতে যশ, সেই যশে কৈ চা'লি।

তোমার ব্রহ্ম জ্যোতি, হ'ল শুক্‌না বাতি, তাই আন্ধার মতন তাক্ তাকায়ে থাক্‌তেও না পালি।

কত বলি বলি, কত গলে গেলি, বলি আপ্‌না বলি হল কি না কেবল লোক্ দেখালি।

"বাঁশের দোলাতে উঠে"—এই সুর।

কেবল কি টাকার গণায় দিন্ ঘনালি দিনের গণা গণ্‌লি না রে, এ দিন্ ত রবেনা রে দেখ না রে কিসে কি হয় দুদিন পরে। (মোরা)

অবশ্য মরণ হবে, জান তবে, গণ না কেন

মরণেরে, জানিয়ে এমন মিজা, কৈ রে সোজা, কুঁজা দেখি বোঝার ভারে।

কর্ত্তেছ মহাজনী, মহাজনী সাচ্চা জিনিষ রাখ্‌লে না রে, মিশালি সাচাতে ভাজ, হায় কি কুকাজ, কারে বেঁচে কি কিন রে।

ধরিয়ে আপন হাতে, দাঁড়ীর নাথে, আপনা জিনিষ মাপ্ কর রে, রাজিতে বিকি কিনি, জানি শুনি, কেন কমি মাপ কর রে।

যে পড়ে যত ফেরে, ধ'রে তারে, তত হারে সুদ লিখ রে; এ সুদের শোধ যে হবে, জেনে তবে, দিনে কাণা কেন হলি রে।

বলি গো ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্ম বিচার, ভার আছে আপনার পরে; ঘুস এবং পক্ষপাতী, সমান জাতি, কথাটিত মনে পড়ে।

কর নানা চাকুরি, টাকা কুড়ি, দরমাহা

মনিবের ঘরে, মনিবে নিভাইয়ে, দীপ জ্বালিয়ে আলো কেন আপনা ঘরে।

কর পাটারিগিরি; কলম টারি, কার চেশারা কার উপরে, সাত পাঁচে চৌদ্দগনা, কি কারখানা নিকাশ বুঝি হবে না রে।

কর জরিপ্ আমিনি, ভাল শুনি, আপনা জরিপ্ আছে নি রে; করিয়ে রঙ্গের বদল, তল্ গোঁজা তল্ কর্ত্তে গলায় ঠেকেনি রে।

কর্ত্তেছ ওকালতি, ওকাল প্রতি দৃষ্টি বুঝি পড়ে নারে; পরের বোঝ্ আপনা ঘাড়ে, কিসের তরে, মিছা বুঝাও সাচা করে।

কর্ত্তেছ জমিদারি, জমের দড়ী নিয়েছ কি আপনা করে; বান্ধিয়ে প্রজার করে, উজার করে, করের উপর কর কেনরে।

লইতেছ রোজের কড়ি, গন্তি করি, যার

মজুরি ক'রে ক'রে; যা পার করিবে কাম,
এইত সুনাম, কামে চুরি কেন কর রে।
টাকা ত আগা গোড়া, টাকা ছাড়া, সংসারে
কি কাজ চলে রে; লোভে পাপ পাপে মরণ,
রয় যে স্মরণ, কালি বলে পায়ে ধ'রে।

রাগিণী মূলতান—তাল পোস্ত।

বলি মন চলেছ কোথায়, ভাল জিজ্ঞাসি রে
মন তোমায়, তুমি আসছ কি না যাচ্ছ রে মন,
চলন দেখে বুঝন্ দায়। (মোড়া)
বাড়াও সম্মুখে দুই পাও, আবার পিছে
হটে যাও, যেন ভয় পাইয়ে, চকিত হয়ে,
ডে'নে বাঁয়ে যাও, যেন চলিতে না চলে চরণ,
বলে টেনে লয়ে যায়।
আগে যাইতে মন, আবার টানে পিছনে,

যেন মনের মতন কি রয়েছে মনটা সেই খানে,
তোমার এক দিকে যায় চরণ খানি, আর দিকে
যায় মনোরায়।

বুঝিয়াছি ওরে মন, হারায়েছ কোন ধন,
সেই ধনের সনে মন পলাল তাই কর এমন,
ন'লে আপনা মন আপনাতে র'লে এমন
ক'রে কৈ কে যায়।

"বাঁশের দোলা"র সুর—তাল ঠুংরি।

ওরে মন উড়ন পাখী, কও না দেখি, কি
করিতে কি করিলে; উড়্‌বে অসীম্ আকাশে
আপন বশে তাতে কেন বাঁধা প'লে?

থাক্‌বে অসীম আকাশে, হেসে হেসে,
বায়ুভরে যাবে চলে, কোথা তুই শিকল প'রে,
বসে আড়ে, মানুষ ভুলাও শিখা বোলে।

স্বজাতি বোল্ বলিবে, গোল তুলিবে, সুখে রবে দলে মিলে, কয়েদের বালাখানা, মাখন ছানা, চায় কি কেহ সেধে দিলে।

কালী কয় কালা পাখী, বল দেখি, কি ভেবে এমন করিলে, ভুলিলে আপন বুলি, হ'য়ে কুলি ডাকিতেছ কা কা বলে।

তাল—ছবকি।

(আমার মন) তার না পেয়ে তাঁর হবি কেমনে, এই তারে তারে জগৎ তরে, তারে কে না জানে। (মোহরা)

যে পেয়েছে তাঁর তার, দেখ না কি ভাব তাঁর, আড় টার কিছুই না জানে, সবে ভাবে সমতুল, যারে দেখে দেয় কোল, সদা সেই ব্রহ্ম বোল, আনন্দ বদনে।

তাঁর হইতে মনে আশ, পালি না তারের বাস,ফুস্ কাস্ ঘুস্ ঘাসে কি মানে; তারে তারে হয় ভারি, তার ছাড়া সব ভারি ভুরি, মাল ছাড়া যেমন মালের গাড়ী, টেনে নেয় ইঞ্জিনে।

যদি তুমি হলে তাঁর, তবে না তুমি তোমার, তোমার রলে তাঁর হলে কেমনে ? তাঁর হইলে সব তাঁর, এইত বিচার আচার, কিছু তাঁর কিছু তোমার এ কথায় কে মানে।

এই মিত্র এই শত্রু তাঁর, এই সাধু এই দুরাচার, এ বিচার প্রাণেতে না জানে, জানে সে সেই এক তার, জগতেই এক তাঁর, দ্বিধার তার কেমন তার স্বপ্নেও না জানে।

গৃহস্থী সুর—তাল দশকোসী।

ওরে মনাভাই, তোর হ'তে আর আছে কে আপনা রে—মনা ঘরের খবর বাইরের খবর তোর ত সকল জানা রে। (মেরা)

(মনা ভাই) এদেশে এসেছি মোরা ব্রহ্ম অন্বেষণে, (মনা) ব্রহ্ম নামটী ভুল না রে মর যদি প্রাণে রে।

(মনা ভাই) সীতার ছাওয়াল লবা কুশা (মনা) জান না রে তাই, (চল রে) তাঁদের মতন বীণা ধরি ব্রহ্মনাম গুণ গাই রে।

(মনা ভাই) ঠিক রাখিস্ এই দিশার কথা হস্ না রে বিভোলা; (পরে) গাধার মত সে জল খাবে আগে করে ঘোলা রে।

রাগিণী মূলতান—তাল পোস্ত।

তাই বুঝি করলি না যতন, পেয়ে অযতনে ব্রহ্ম ধন, তুই হেলা ক'রে ফেলাইলি মাণিকে মাটীর মতন। (মোরা)

তুই চিনিস্ না বলে, মাণিক ফেলিলি ঠেলে, হয়ে পথের কাঙ্গাল মাণিক ভাঙ্গাও রাংতার বদলে, তাই ধনের বদল নিধন নিয়ে হলি রে মরার মতন।

যদি করিতে যতন, যেমন যতনেরি ধন, তবে কি আর মনের বাঞ্ছা হয় না রে পূরণ, তাই বিষ খাইয়ে বিষে মলি, জান্‌লি না অমৃত ধন।

ভাটীয়াল সুর—তাল গৈরা ঠেকা।

মনা লুট্ গেল রে, সংসার ভাণ্ডারের মজা

লুট গেলরে, লুট্ গেলরে, ঝুট হল রে।
(মোরা)

যে সংসার সুখশান্তি আনন্দের আশা, এমন সংসারে ভাব মাকড়ের বাসা, আশা কৈ র'ল রে খৈ হ'ল রে।

সংসার অসার নয় দাতা ব্রহ্মের দান, যাহার ভোগের জন্য মানব সন্তান, ভোগে কাগ পৈল রে দাগ রৈল রে।

সংসার ত সং নয় ধরমের বাজার, না বুঝি মরমে তারে ভাব কারাগার, ঘর যে ফাটক হ'ল রে, আটক্ কৈল রে।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঠুংরি।

মনের মানুষ মনে আছে, তারে ঢুরে ঢুরে কৈ পাবি রে, (তোমার) অঞ্চলেতে বান্ধা

যে মাণিক, তারে খুঁজে কি পাবে বাহিরে?
(মোরা)

মনের মানুষ মনে দেখে, নয়নে তাঁরে দেখে কে, তাই ত তাঁকে সকল লোকে, নয়ন মুদে ধ্যান করে রে।

নয়ন কি মনে নেহারে, সে ত হেরে পরে পরে, (নয়ন) পরে দেখ্তে যায় গো দূরে, আপনা বদন দেখতে নারে।

নয়ন ত আলোকে হেরে, তা বিনা সে অন্ধকারে, (বল) আন্ধার আলোক ছাড়া যে রে, তাঁরে হেরে কেমন করে।

এলোক হেরে দুনয়নে, সে লোক হেরে একা মনে, (মনে) মনে মনে দেখে শুনে বসে থাকে আপন ঘরে।

খোলা আছে মনের দুয়ার, চাবি তালা নাই

কিছু তার, তথাচ দে'খে অন্ধকার, ঘুরতে আছে ধান্ধাকারে।

কেঁদে বলে কালীনারাণ, পরাণ খুঁজে কেন হয়রাণ, (এমন) আপ্‌নে আপনে আপ্‌না হারাণ, দেখে কে না কেঁদে পারে।

"রামপ্রসাদী" সুর।

সরল হৃদয় তীর্থের গোড়া, তোমার তীর্থ কৈ আর চিত্ত ছাড়া। (মোরা)

হৃদয় নির্ম্মল তীর্থে আশ, পূরে বাস হল না করা, তোমার চিত্ত শুদ্ধি না হইলে, কোন্ তীর্থে যায় শুদ্ধ করা?

মরম তীর্থে কর রে বাস, হবি না তুই ছাড়া, এই তীর্থ তোমার নিত্য সঙ্গী মলেও না হয় সঙ্গ ছাড়া।

পরের মাথায় কাঁঠাল থুয়ে, খেতে পারগ জন্ম ভরা, কেবল পরের উপর ফর্‌ফরাজি, আপনাতে নাই দৃষ্টি করা।

আপন ঘরে ঢুক্‌তে গেলে আন্ধার মতন ধাঁধায় পড়া, যে জন আপনাতে নাই তার কোথা ঠাঁই, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভরা।

মনের মানুষ যেখানে'র সুর তাল—খেমটা।

কাজ কি তোর গৃহবাসে, তুই কর্‌লি না ঘর এই বয়সে, (ভাল) আর জনে ঠাঁই না দিলে নাই, আপন মাথা রাখবে কিসে ঝড় তুফানে [মোরা]

দিন গেলে যার ভাত জুটে না, সেও ত একখান কুড়ায় বসে, খুঁটি দিতে পার্লি না মাটি এত মাটিতে শুয়ে বসে।

পরের ঘরে ঘর করিয়ে, দিন কাটালে পরের বশে, (যার) ঘরখানা নাই, গাছতলা ঠাঁই, তার বড়াইয়ে লোকে হাসে।

নানকারে মানুষের আবার, এখান্ সেখান্ বিচার কিসে, তুমি যথা ইচ্ছা ঘর তোল না কে তোমারে রোষে দোষে।

দাশরথীর "এবার আমার উমা এলে" এই সুর।

তাল—ঝাপ।

চিনলি না মানব রে তুই ভগবানের কেমন ধন, কুবেরের ধন ঘরে রেখে করিস ভিক্ষা উপার্জ্জন। (মোড়া)

সাগরে বাস নিরন্তর, পিপাসায় কেন মর, দেখ না হৃদয় মন্দিরে বিরাজে হৃদয়-রতন।

পোতা ধন অজ্ঞাত হ'লে, কি হয় তার পর

শুইলে বইলে; (বল) এ ধনে কি ধনী ব'লে গণ্য হয় রে কোন জন?

চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জল, বায়ু আদি ভূমণ্ডল, যত ইতি কল কৌশল সকলি তোমার কারণ।

পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, তোমার কারণেই তা, ফল শস্য ফুল দুগ্ধ করিতেছে আয়োজন।

জ্ঞান বুদ্ধি ধর্ম্ম রত্নে, (তোমায়) সাজাইয়ে কতই যত্নে, জগতের শ্রেষ্ঠ করে তোরে করিল সৃজন।

ব্রহ্ম জ্ঞানে হয়ে জ্ঞানী, লও রে আপনারে চিনি, কালী বলে আজ কাল বলে করনা কাল ক্ষেপন।

রাম প্রসাদী সুর—তাল খয়রা।

ভাবছ কি মন বারে বারে, বাজার না

করিলে চলবে না রে; (রে মন) গেঁঠের পয়সা খরচ বিনা হাট বাজার কে কর্ত্তে পারে। (মোড়া)

গেল বেলা ভাঙ্গ্‌বে মেলা, এখন বা দুই দণ্ড পরে; যখন হাট্ ভেঙ্গে মাঠ্ পড়ে রবে, তখন কে কি কিন্তে পারে?

নিয়ে গেলে শুধা ছালা, এই বেলা কি পাক্ হবে রে; ঘয়ের বৌ ঝি বালক কাঁদবে যখন, কি দিয়ে বুঝাবি তারে।

ঘরে ঘরে রাঁধাবাড়ি, তোর হাড়ি কি চড়্‌বে না রে; তুমি হয়ে কৃপণ, কর কি পণ পরিবার কি পাল্‌বে না রে?

কালী বলে কাল করিব, এই ব'লে কি কাজ চলে রে; মনরে শুভস্য শীঘ্রং বলিয়ে, স্মরণ কর রাবণে রে।

তাল—খেমটা।

মন রে চোখ্ থুয়ে কাণা হয়ে রবি কত কাল, দেখনা দেখিয়ে কেন সে ব্রহ্মরূপ রসাল। (মোড়া)

সাগরে বাস নিরন্তর, পিপাসায় কেন মর, প্রচুর অন্ন রেখে কাছে, জ্বলিতেছে ক্ষুধানল।

দেখনা দেখনা মন, কাম আদি বন্ধুগণ, তোমার কর্ম্মের দোষে, রিপু হয়ে দাঁড়াইল।

ফুরাল ভবেরি আশা, বৃথা হ'ল রে ভবে আসা, এখন ও কর রে আশা, পাবে শান্তি নিরমল।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়া ঠেকা।

মন্‌রে তুই মনের মত হলি না বৈরাগী,

তোমার ভণ্ড কাণ্ড দেখে শুনে ইচ্ছা হয় যে রাগী। (মোড়া)

না হ'লে প্রেম অনুরাগী, কে বলে তারে বৈরাগী, (তোমার) প্রেম প্রতি রাগ, নাই অনুরাগ. চাও যে সকল ত্যাগী।

তোমার চিত্তে আছে তীর্থ ভ্রমন, তাতে কেন ডুব না মন, (তোমার) দেশে দেশে কর্‌তে ভ্রমণ, মনে হয় কি লাগি।

তুমি গুরুভারে হয়ে ভারী, কর্ত্তে চাও রে গুরুগিরী, (এই) লঘু গুরু বাদের সুরু ঘটায় রাগারাগী।

ইন্দ্রিয় সব তোমার তরে, তুমি করালে সে করে, শত্রু বলে তবু তারে, কেন দোষের ভাগী।

(ভাল) কালীর চক্ষে দিলে বালি, (বলি)

ঠক্‌লি না ঠকায়ে গেলি, তলিয়ে দেখ্ কি করিলি, সারা রাত্রি জাগি।

রাগিণী জংলাট তাল—খেমটা।

(ওরে) পাজি মন, শুন শুন যাইস্ নারে অসতের গড়ে, বার বার কত বার বলিলাম পায়ে ধরে। (মোড়া)

কত বা বিনয় করে, বলিলাম বার বার, পা পিছলে পড়ে গেলে হবিরে ভবের পার, তা না শুনি কত কষ্ট পাইলি কত আকার, জল খেয়ে হাবুডুবু ভগবান রক্ষা করে।

গড়ে পড়ে কাঁদা জলে হলি রে ভূতের প্রায়, শীতেতে কাতর হয়ে কেঁপে কেঁপে প্রাণ যায়। আগে কথা না শুনিলে পরে পড়ে এই দায়; দেখে শুনে শিখে লও কিসেতে কি কার্য্য করে।

কত যে কোমল, তাঁর সুধামাখা দণ্ড, তা না হলে এতদিনে হতি লণ্ড ভণ্ড; অরে রে পাষণ্ড তুই অকাল কুষ্মাণ্ড, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হয়ে বুঝি দেখ না রে।

গড় কার শত্রু নয় করে জল টল মল, পা পিছলি পড়ে গেলে সিধা সিধি করে তল, কাণা লোকে মানা করে, যে জন দেখে তাহারে, চোক্ থাকিতে পড়ে গেলে লোকে মন্দ বলে তারে।

ঝাঁটা খেয়ে ফাটা মাথা আর হবে চূড়-মার, এখনও ত ভাল আছে যা'স্ না সে পথে আর, অরে পাজি রাজ হয়ে দাস হয়ে থাক্ তাঁর, চিরকাল মে'রে তে'রে কে পারে নিতে কাহারে।

"রাম প্রসাদী" সুর—তাল আড়াথেমটা।

আর কি রে চাও দেখ্‌তে তাঁরে, (ও মন) আসিয়ে ভবের বাজারে। তিনি জগতের প্রাণ, এই বর্ত্তমান, মূর্ত্তিমান ঘরে বাহিরে। (মোড়া)

যত দোকানী করছে দোকান, সব দোকানই আপনি করে; তিনি পাল্লা পাথর হাতে নিয়ে বিলান অন্ন ঘরে ঘরে।

আবার দেখ ঐ যে দেখ, নানা বস্তু থরে থরে; সেই বস্তুর বস্তু আপনি হয়ে কত রস দিতেছেন নরে।

অরূপ স্বরূপ সে ব্রহ্মরূপ, দেখ্‌ নেহারি হৃদয় ঘরে; সেই রূপের ছটা, প্রেমের ঘটা, মিলবে কি তা গাছ পাথরে।

কালী বলে গালী নয় রে একদিন তুমি

মরিবেরে, এখন ভবের মেলা, করে হেলা সেই বেলা কি বল্‌বি কারে ?

তাল—খেমটা।

অসাধনের ধন সে ধনে, কি মনে সাধন কর্‌তে চাও, (যিনি) সিদ্ধ শুদ্ধ সদা মুক্ত রে, তারে কি দিয়ে বান্ধিতে চাও ? (মোড়া)

অনুরাগীর রাগ্ ভাঙ্গিবে, একথা যেমনি বিফল, সাধন তেম্নি অবিকল ; তুমি নির্ম্মলে চাও ছাক্‌না দিতে রে, এই ভূতের বেগার ক্ষান্ত পাও।

তোমার, আপনা কিছু আছে কি যে, তার তরে করিয়ে সাধন, কর্‌বে স্বার্থেরি শোধন ; তোমার সকল স্বার্থ সাধন করে যে, তাঁরে রেতের দুপর কৈ না পাও।

সাধনে সাধ্ থাকে যদি আপনাকে করিতে শোধন, সাধ আপনার মন, তুমি কোন সাধনে আপ্‌নে হলে রে, আগে আপনা দিকে আপ্‌নে চাও।

রাগিণী ভৈরবী—তাল খয়রা।

কর ব্রহ্ম গুণগান, বলি রে রসনা অলস হইও না অমৃতে অরুচি কেন? (মোড়া)

ওরে পদদ্বয়, নৃত্য কর্ত্তে হয়, ভাবেতে হ'য়ে মগন, যাঁহার মহিমা, নাহিক উপমা, তাঁর নাম সংকীর্ত্তন।

ওরে মম কর, এই কার্য্য কর, নাম সংগীত যখন, হইওনা বেতাল, বাজাইয়ে তাল, রাখিবে তাল সমান।

জপ রে নাসিকে, ব্রহ্মনাম সুখে, শ্বাসে

করি উচ্চারণ ; নিমেষ কারণ, নয় যে বিস্মরণ, স্মর তাঁরে অনুক্ষণ।

শুন রে শ্রবণ, রাখ রে বচন, কর সে নাম ধারণ ; অন্য আলাপন, ক'র না শ্রবণ, (থাক) সেই ধ্যানে সাবধান।

নিতাইর আকিঞ্চন্, করি অনুক্ষণ, সে মোহনরূপ ধ্যান ; যদি বল আন্ধা, আন্ধা নয় সে ধান্ধা, থাকিতে জ্ঞান নয়ন ॥

(নিতাই)

দাশরথীর স্থর—তাল ছবকি।

(সদা) মাটীর মতন খাটি হয়ে রও রে মন। না হলে খাটি, সকলি মাটী, তোমার আঁটি সাটি যত কিছু সকলি নিশার স্বপন ॥

(মোড়া)

(মন) মাটীর দিকে চেয়ে চেয়ে, মাটীর দিকে মন মিশায়ে, মাটীর মতন সকল সয়ে, সার কর মাটীর জীবন। মাটী কারে রে বুকে না ধরে? (এমন) আপন বুকে সবে ধরে মন কর মনের মতন।

(মোরা) মাটীকে পায়ে দলিয়ে, দিবা নিশি যাই চলিয়ে, মাটী কি উঠে চটিয়ে রাঙ্গাইয়ে দুনয়ন? বরং মাটীর তার, উল্টা ব্যবহার, আমরা পায়ে ব্যথা পাব বলে তৃণ ধূলায় আবরণ।

জটা জুট ফোটা ফাটি, গেড়ুয়া কম্বল চটি, যত কিছু পরিপাটি, সকলি হয় অকারণ; খাঁটি না হলে, সকলি জলে, (বলি) খুটি নাটি ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মেতে সঁপ রে মন।

১৪। প্রচার ভাব।

রাগিণী জংলাট—তাল আড়াখেমটা।

ভবে ভাবনা কি আর, ভজ ব্রহ্মানন্দ নির্ব্বিকার; পরব্রহ্মে মর্ম্ম পরশিলে কুটিল হৃদয় হয় উদার। (মোড়া)

এত নূতন ধর্ম্ম নয়, যে তার দিব পরিচয়, যথায় মানুষ তথায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদয়, (দেখ) এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, চিরকাল এই ধর্ম্ম সার।

ধর্ম্ম দুই কভু কি হয়, যেমন একই সূর্য্যোদয়, দেশ ভেদে বা বেশ ভেদেতে ভিন্ন ভিন্ন নয়, (এমন এক্) ব্রহ্ম আলোক্, এ লোক্ সে লোক্, ঘুচায় সবের অন্ধকার।

ব্রহ্ম পরমাত্মা সার, আমরা সবে দেহ তাঁর,

তাঁর কাজেই নড়ি চড়ি এই ত সমাচার, (যেমন) আমার কাজে আমার দেহ রে, চলে ফিরে বহে ভার।

মানুষ ভিন্ন বর্ণ হউক, ভিন্ন দেশেই বা রউক, হিন্দু মুসল্‌মান্ কি খৃষ্টান্ যে যাহারে কউক, (কিন্তু) মূলের ঘরে গিয়ে দেখ এক ভাবনা সবাকার।

আহা! কিবা মনোহর, কেহ নহে কার পর, (কেমন) এক শরীরে বান্ধাবান্ধি সবে সবার ভর, যেমন নানা অঙ্গে মিলে ঝিলে রে হয়েছে দেহ আমার।

ব্রহ্ম ভাব্‌তে নিরাকার, তবু পরম সাকার, তাঁর সাকারে আমরা সাকার নইলে কেবা কার, (যেমন) আমার আকার আমার দেহ রে, আমরা এমন তাঁর আকার।

পরে জানিবে পরে, আগে জান অন্তরে, আপনা মনে না বুঝিলে কে বিশ্বাস করে, (ব্রহ্ম) প্রাণরূপে প্রাণ মোহিত্ করেরে— কে না জানে এই ব্যাপার।

ধর্ম্মে সুখ যদি না হয়, তারে কেবা ধর্ম্ম কয় ? ধর্ম্মেতে সুখ ধর্ম্মে শান্তি ধর্ম্ম মধুময় ; (যখন) ধন পেলে মন হয় রে খুসি, ধর্ম্ম কি বেশী না তার ?

যত টাকা কড়ি ধন, ইহা নহে রে তেমন, দেহ-ভঙ্গে কার সঙ্গে করিবে গমন, কিন্তু ব্রহ্মধন মর্ম্মেতে মিলে রে সঙ্গী চির সবাকার।

আর কি আছে রে তেমন, যেমন জীবের ব্রহ্মধন, (যিনি) জীবন মন হরিয়ে নিয়ে আপ্নি সকল হন, বলে মাভৈ মাভৈ আমি আছি এই বলে শান্তি বিস্তার।

বলে কালীনারায়ণ, প্রিয় নরনারীগণ, (চল) রঙ্গে মিলে ব্রহ্ম অঙ্গ করি রে সাধন, সবে যোগ হলে প্রাণ ব্রহ্ম পাব রে, বিয়োগ হলে মৃত্যু সার।

৫৪ ব্রাহ্ম সংবৎ মাঘোৎসবের সঙ্কীর্ত্তন।

তাল আড়াখেমটা।

একব্রহ্ম জগতের মূলাধার, তাই ব্রহ্ম-নামটী কর সার, (তিনি) সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা রে, দয়া প্রেমের অবতার। (মোড়া।)

(দেখ) বেদ বিধি পুরাণ কি ভাগবত, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি সকলেরই মত, (এই) ব্রহ্মজ্ঞান বিহনে বল তত্ত্বজ্ঞান কি আছে আর।

শুক সনাতন নারদ ঋষিগণ, (এই) ব্রহ্ম-নামে ব্রহ্ম ঋষি জানে জগৎজন, (সদা) হৃদয়ে বিরাজেন ব্রহ্ম, আত্মারূপে সবাকার।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর, কথায় বলে তাঁরা ও সদা ভাবেন ঈশ্বর, (তবে) এক কাণায় আর কাণায় ধরে রে কেমন করে কর্‌বে পার।

(ফলে) সৃষ্ট বস্তু যত চরাচর, জীব কি জড়, তরু লতা কেহ নয় ঈশ্বর, (তবে) এই দেবের সাধনা করে কেমনে হবে উদ্ধার।

ব্রহ্ম যদিও হয় রে নিরাকার, তবু সত্য রূপে ঘরে ঘরে করিতেছে বিহার, তিনি জীবের জীবন পতিত পাবন, মনোহর পরম সাকার।

ব্রাহ্মধর্ম্মে নাইক জাত বিচার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি সন্দেহ কি তার, তাইত চণ্ডালে হয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মরাজ্যে এই স্বীকার।

বলি দ্বিধা ছেড়ে সিধা পথে যাও, এক মতি এক গতি হয়ে একের দিকে চাও, যেমন

সতী নারীর একটী পতি রে, এক বিনা জানে না আর (সতী)।

আছে সকলেরই সমান অধিকার, দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী পাপী দুরাচার, ডাকলে হৃদয় খুলে ব্রহ্ম বলে রে, অনায়াসে পাবে নিস্তার।

"দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল" এই সুর।

ব্রহ্ম নয় বিদেশী তবে দ্বেষী হ'লে কোন পরাণে, ব্রহ্ম রসের স্বরূপ তৃপ্তিহেতু কার প্রাণে না জানে। (মোড়া)

ব্রহ্ম জগৎপাতা, জগৎপ্রসবিতা, এই ব্রহ্মজ্ঞানে মর্ম্মে জেনে ঋষি ঋষিগণে।

ব্রহ্ম জানে যে জন, সেই ত সত্য ব্রাহ্মণ, এ ত মনগড়া নয় দেয় পরিচয় যত বেদ পুরাণে।

যেই মন্ত্র পড়ে, ব্রাহ্মণ ভোজন করে, তাতে ব্রহ্মেতেই সব সমাধা ব্রহ্ম কর্ম্ম জেনে।

বেদ যে ব্রহ্মবাণী, এই ত বলে শুনি, তবে বেদের বাক্য যাদের বিধি, তার ঐক্য কোন্ খানে।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর. সদা ব্রহ্মে আদর, এখন কলিকালে হিন্দুর ছেলে ঘৃণা ব্রহ্মজ্ঞানে।

ব্রহ্মনাম নিতে নাই, ব্রহ্ম নাম গেতে নাই, (পার্লে) দেশ ছাড়ায়ে, দেয় তাড়াইয়ে, ব্রহ্মবলা জনে।

এ কি কালগুণে নয়, ব্রহ্মেনামেতে ভয়, ভাবে একি উৎপাত, দেয় কাণে হাত, ব্রহ্ম-নাম যেখানে।

কোথা ফুটবে কলি, আশা বস্‌বে অলি,

কোথা সেই কলি আজ অন্ধকীটে কাটে মধ্যখানে।

ব্রহ্ম সব ঘরে যান, ব্রহ্ম সব ঘরে খান, তবে ব্রহ্ম হ'তে জাতি শ্রেষ্ঠ, আমরা বা কোন্ গুণে।

এ কি ধর্ম্মমতি, না কি ধর্ম্মগতি, বলি পতিব্রতা কোন্ নারী হয়, পতি আদর বিনে।

"দিন ত গেল সন্ধ্যা হল" এই সুর।

কর ব্রহ্ম প্রীতি প্রিয় কার্য্য এই ত উপাসনা, নইলে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি কিছুতেই হবে না। (মোড়া)

প্রাণের প্রীতি বিনে, পায় কি ব্রহ্মধনে, যেমন অগ্নি বিনা শত আয়োজন রান্ধিতে পারে না।

কর ব্রহ্ম প্রতি, মনে শুদ্ধ প্রীতি, যেমন সতী করে পতির প্রতি সেই প্রীতি দেখ না।

ভালবাসি যারে, প্রীতি করি তারে, এই প্রীতির নামই ভালবাসা প্রীতি আর কিছু না।

এই জগৎ সংসার, এত ভালবাসা যাঁর, আগে সেই জগতে ভালবেসে শিক্ষা কেন করনা।

আগে প্রীতি হলে, প্রিয় সঙ্গে চলে, কেহ প্রিয় জনের প্রিয় কার্য্য না ক'রে পারে না।

হ'লে জগৎ সাধন, জানে জগতের মন, তাই আপনা মতন জগৎ দেখে, ভেদ জ্ঞান থাকে না।

"বাঁশের দোলাতে উঠে" এই সুর।

এমন অযাচা ধন ব্রহ্মরতন, তাঁরে যতন

কর্‌লি না রে, যে ধনে হয়ে ধনী ঋষি মুনি অন্য ধনে তুচ্ছ করে। (মোড়া)

জন্মিয়ে মায়ের কোলে, সুখে র'লে, স্তন পাইলে বদন ভরে, তার পরে কত যে আর, বলব কি তার, তবু তাঁরে চিনলি নারে।

ডাকিয়ে এনে ঘরে, যত্ন করে, প্রাণে ভরে রাখলে না রে, জান্‌লি না কেমন সোহাগ, কি অনুরাগ, রাগে কত রঙ্গ ধরে।

হ'ল না জন্ম সফল, মর্ম্মে সুফল, ফলেও ত ফল্ল না রে, পেলে না ফলের সুরস, হলি না বশ, অবশে তা জান্‌লি না রে।

লইলে না সত্যে শরণ, সত্য করণ ক'রে কেন দেখলে না রে, সত্যেতে নাইক বিনাশ, এই কর আশ, বিশ্বাসেতে কি না করে।

অসত্যে অধোগতি, চির নীতি, কার্য্যে

কি তা দেখ না রে, অসত্যে কোন্ মহাজন,
সুখের ভাজন, হয়ে আছে আগে পরে।

পালঙ্কে শুয়ে থেকে, নাকে ডেকে, সুখ্ পেয়ে সুখ চিন্‌লে নারে, যে সুখে জেগে থেকে চোখে দেখে প্রাণে প্রাণে নৃত্য করে।

পাইলে হারানিধি, এই কি বিধি, যত্ন ক'রে নেয় না ঘরে, চিনিলে চিনার মত, হয় কি এত, কাছে এলে পাছে সরে।

বলি ভাই পায়ে ধরে, পায়ে পড়ে, চিন্‌লে না কেন চিনা ধরে, ব্রহ্মজ্ঞান বেদের বিধি, সেই অনাদি তাঁরে কেন শঙ্কা করে।

এ জ্ঞানে নাই জাতিভেদ, তাইতে কি খেদ, এক জ্যোতি ত সকল ঘরে, চামারের ঘরের আগুন, নাই কি সে গুণ, দাবানলে দগ্ধ করে।

"গউর রূপেতে প্রাণ নিল গো নিল" সুর।

দয়াল দয়াল চাঁদ বদনে বল, (ওরে) রসনায় না নিলে নাম বদনে কি ফল। (মোড়া

(ভাই) যে গড়িল বদন খানি তাঁর নাম গাও, (রে সদা) তাঁর নাম গাও, আপনে মাতিয়ে আগে, জগতে মাতাও।

(ভাই) জীব পেতে বাঁচা গতি সাচা নাম এই, (রে ও ভাই) সাচা নাম এই, কি ফল মানুষ হয়ে নাম নিল না যেই।

(নাম) পুরান হয় না ফুরান যায় না, সদায় সমান, (গো সে নাম) সদাই সমান, নাম নিতে নিতে প্রাণ গলে হয় নবনী সমান।

(নামে) প্রাণ ভরে মুখ ভরে হৃদয় জুড়ায়, (গো নামে) হৃদয় জুড়ায়, নামের বাতাসে পাপ পলাইয়া যায়।

(নাম) আপনে জ্বলে আপনা বলে কারে নাহি চায়, (গো নামে) কারে নাহি চায়, নামের প্রকাশে জগৎ আলো হয়ে যায়।

(ভাই রে) পরম দয়াল ব্রহ্ম এত দয়া জানে, (গো ব্রহ্ম) এত দয়া জানে, দয়া গুণে মন প্রাণ দিবা নিশি টানে।

(ভাই) গাভী যেন বাছুর রাখে পাখী রাখে ছাও, (গো যেমন) পাখী রাখে ছাও, এমন করে রাখেন ব্রহ্ম যথা ইচ্ছা যাও।

(দয়াল) টে'নে আনে কাণে কাণে এমন কথা কয়, (গো ব্রহ্ম) এমন কথা কয়, সে কথায় গ'লে যায় পাষাণ হৃদয়।

(দয়াল) খুজে খুজে দয়া করে ছেড়ে দেয় না কারে, (গো ব্রহ্ম) ছেড়ে দেয় না কারে, দয়া নিয়ে বেড়াতেছে দুয়ারে দুয়ারে।

(ভাই) ব্রহ্ম দেন ক্ষেতে ধান তাই খেয়ে বাঁচি, (গো মোরা) তাই খেয়ে বাঁচি, চল লোটায়ে লোটায়ে তাঁর নাম নিয়ে নাচি।

(ভাই) নামে যত গুণ আছে কে বলিতে পারে, (গো তারে) কে বলিতে পারে, নামে সকল আপদ দূরে যায় নিলে ভক্তি ভরে।

১২৯১ সন বা ৫৫ ব্রাহ্ম সম্বতের মাঘোৎসবের গান।

রাগিণী যোগীয়া—তাল ছবকি ঠেকা।

জয় ব্রহ্ম জয় ব্রহ্ম, জয় জয় উদার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, আহা কি সুন্দর, রূপ মনোহর, সরল চরিত যার মর্ম্ম, জয় এক পরব্রহ্ম। (মোড়া)

যত যত দেশ কাল ধর্ম্ম, একই অনাদি ব্রাহ্মধর্ম্ম, খণ্ড খণ্ড করিয়ে, ভাঙ্গিয়ে গড়িয়ে, প্রকাশিছে নানা মত ধর্ম্ম তাই নাই পূর্ণ ধর্ম্ম।

দেখ তো সরল আঁখি মে'লে, ধর্ম্মভেদে কি না ঘটাইলে, ধর্ম্ম ভেদে হিংসা ভেদ, সেই ভেদে জাতি ভেদ, এই ভেদ বিধিতে না বলে, লোকে বলে নিজবলে।

বেদ কোরাণ বাইবেলে, যারে লোকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলে, অক্ষর ভাষা বিনা ভেদাভেদ দেখিবে না, তাঁর মাঝে প্রবেশ করিলে ন বিশেষঃ এই বলে।

যত যত নারী নর, অভিন্ন এক পরিবার, একেতে উৎপত্তি, একে করিছে স্থিতি, কারে ভাব ভিন্ন জাতি পর, এ বিচার আগে কর।

হিন্দু মোসলমান কি খ্রীষ্টান, সকলেই মানব সন্তান, একই আকৃতি, একই প্রকৃতি, একই জ্ঞান বুদ্ধি ধ্যান, জাতি ভিন্ন তবে কেন?

শূন্য এই জাতিভেদ, দেখে শুনে হয় না

কি খেদ, মুখ করে কালা কালী, ভাইয়ে ভাইয়ে গালাগালি, পদে পদে এই মর্ম্ম ভেদ, শান্তিকুম্ভে হয় যে ছেদ।

জাতি কভু মারেনাক ধর্ম্মে, জাতি মরে নিজ নিজ কর্ম্মে, কুকর্ম্ম ক'রে ক'রে, আপনা জাতি আপনে মারে, না বুঝি দোষিছে লোকে ধর্ম্মে, তাই পাই ব্যথা মর্ম্মে।

অজর অমর ভগবানে, জড় বুদ্ধি বিপরীত জ্ঞানে, কল্পনা ক'রে ক'রে, কত জড়ের আকারে, গড়ে মূর্ত্তি কত রূপ গুণে এ কথা কে না জানে।

এক যদি গড়িল কল্পনা, শতে শতে গড়িতে কি মানা, সুন্দর সুযোগ পেয়ে, দেব দেবী গড়াইয়ে, বান্ধিল তেত্রিশ কোটী থানা, হ'ল চোক থুয়ে কাণা।

এই রূপে চক্ষু হয়ে কাণা, হৃদয় কবাটে পৈল হানা প্রাণের ঈশ্বরে হারাইয়ে তালাস করে, প্রাণে রেখে দেখেও দেখে না, কল্পনা কি যন্ত্রণা।

অসার কল্পনা করে, বৃথা ভয়ে ভীত কলেবরে, দড়িকে ভাবিয়ে সাপ, করিছে কত প্রলাপ, গোলাপ বলিছে শিমুলেরে, এ প্রলাপ কি মূলে রে ?

কালী বলিছে পায়ে ধরে, কল্পনার কাপড় খানা পরে, ঢাকিতে পারিলে লাজ, তবে বুঝি হ'ল কাজ, তা না হ'লে বুঝা গেল কই রে, কল্পনায় মুক্তি কবে।

"মন পাখী চল যাই ঘরে"র সুর—তাল খেমটা।

(ওভাই) শুনরে সুখের সমাচার, কর জীবে দয়া নামে ভক্তি সারাৎসার। (মোড়া)

বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সাদ্ধি, লাগবে না রে কিছু তার, কেবল হৃদয় খুলে ব্রহ্ম বলে, হাস্‌তে হাস্‌তে ভবের পার।

জীবে দয়া, প্রেমে ছায়া, প্রাণ-শরীরে লাগে যাঁর. সে চায় না কিছু সাধন ভজন, পায় না কিছু কর্ত্তে তার।

নামে ভক্তি আসক্তি যাঁর, তাঁর আসক্ত এ সংসার, (দেখ) ভাই বলিলে গালি তোলে এমন শক্তি আছে কার?

আয়নাতে মুখ দেখতে যেমন, হাসি ভেংচি লুকান ভার, (এমন) আপনে ভাল জগৎ ভাল, সংসারে এই কর্ম্ম সার।

এই কাজেতে গতিবিধি মুক্তি আদি সব সুসার, (ইথে) বরাত নাইক আর কিছুতে আপনা বোচ্‌কা আপনা ভার।

জগতের প্রাণ সেই ভগবান, এমন জ্ঞান না আছে কার, (সবে) সেই পরাণের শরীর মোরা এইত সম্বন্ধ বিচার।

এই সম্বন্ধে বদ্ধ হয়ে, আপনাতে কর নেহার, (তোমার) শরীর যেমন তোমার বশে, এমন বশে থাক তার।

নানা অঙ্গে একটী শরীর, এমন মিলন আর কাহার, (কেমন) সবে সবার সুখে সুখী দুঃখে বহে দুঃখের ভার।

(দেহের) বাদ বিবাদ নাই কার সনে কার, কেমন সরল ব্যবহার, (দেখ) হাতে পোছে সকল শরীর রসনা করে আহার।

(আবার) ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ যত ভিন্ন কর্ম্ম সবাকার, (দেখ) যাহার কর্ম্ম সেই সে বুঝে, হাত বুঝে কি রসের তার ?

জগৎবাসী নরনারী আমরা সবে এই প্রকার, (সবে) এক শরীরে বান্ধাবান্ধি ছাড়াছাড়ি নাই কাহার।

বলে কালীনারাণ, প্রাণ ভগবান, থাক্‌তে মরণ হবে কার? থাক দেহ হয়ে দেহী লয়ে নইলে মরণ এড়ান ভার।

সংকীর্ত্তন। রাগিণী খাম্বাজ—তাল খয়রা।

হৃদাকাশে হ'ল এক ব্রহ্ম জ্ঞানোদয় রে আর নাই রে ভয়, আর নাই রে ভয়, বল জয় ব্রহ্ম জয়। (মোড়া)

হৃদয়ের যত ঘোর অন্ধকার, বিমল প্রকাশে ঘুচিল এবার, হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দ অপার মহোৎসবময়। জয় ব্রহ্ম জয়, জয় ব্রহ্ম-জয়, বল জয় ব্রহ্ম জয়।

ঘরে ঘরে পাতা প্রেম সিংহাসন, ব্রহ্মকৃপা তাহে করিছে আসন, প্রেম আঁখি মেলি কর দরশন, রূপে আলয়। জয় ব্রহ্ম জয়, জয় ব্রহ্ম বল জয় ব্রহ্ম জয়।

জ্বলন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান, অন্তরে বাহিরে সদায় সমান [এ যে] দেখিবার ধন, অমূল্য রতন, অনুমান নয়। জয় ব্রহ্ম জয়, জয় ব্রহ্ম জয়, বল জয় ব্রহ্ম জয়।

রসাল ব্রহ্মের অলোক আলোকে, ব্রহ্মজ্ঞান উপনীত ইহলোকে, লোকে লোকে এই অলোক আলোকে পুলকিত হয়। জয় ব্রহ্ম জয়, জয় ব্রহ্ম জয়, বল জয় ব্রহ্ম জয়।

রাগিণী ইমন মিশ্র—তাল আড়া।

আনন্দে আনন্দময় নিরানন্দ নাই সে ঘরে, সদানন্দে সদানন্দ, আনন্দে বিরাজ করে।

সত্যে কি অসত্য থাকে, আন্ধার কি থাকে আলোকে, এমন সে নিত্য আনন্দে নিরানন্দ রৈতে নারে।

নিরানন্দে হয় নিরাশা, ভেঙ্গে যায় সে আশার বাসা, নিরাশে বিমুখ বিনা শ্রীমুখ কোথা পাবে রে।

যেখানে আনন্দে ভাসে, সেখানে সকলে হাসে, এই হাসে হাসে আসে পাশে আনন্দ-রসে ভাসে রে।

সপ্ততিতম মাঘোৎসবে আরা মোকামে গীত।

রাগিণী জয়পুরী লগ্নী।—তাল ঠুংরি।

এক ব্রহ্ম বিনা আওর্ কুছি নেহিনা, দিন দুনিয়াকা মালেক হো। (মন)

সৃষ্টি স্থিতি লয়, এক ব্রহ্মছে ভয়, এহি

মে সওক সোভা নেহিত হো; ক্যা ভাই খ্রীষ্টান্ হিন্দু মুসলমান দেল ইমানছে জানত হো।

ব্রহ্ম প্রেমছে ভরা, ভর দুনিয়া, হাছত ভাছত ছুন্দর হো; ছবহুঁকা হৃদমে ওহি প্রেমকি ধারা ছুধার ধারছে বহত হো।

জাত বিজাত, কাহেকো মান্ত, পাওত কওন নিশানা; তোমছে হাম্‌ছে ভাই কওন ফরক পায়ি, দোছরি জাত মুঝে মানত হো।

আকাশ মেট্টি পানি, ছূরযা চাঁদনী, আগ পবন কৌন নজান হো; ভরছন্ ছারমে এছব্ একো একো, জাত জাতমে জুদা নেহিত হো।

এক ফলকা পেড়ে, ফল তরে তরে, কবহুঁকি কওনমে ফলত হো; এয়ছা একৃছে

যব পয়দা হুয়ী ছব, দোছরি জাত কেয়ছে বনত হো।

এক জাত ছব, ছাবত্ হুয়ী যব, ভাই ভাই তব্ কাহে নহো; প্রেম মিলন ওই, কাহেকো ছোড়ি ভাই, হিনছা আদাওতি করত হো।

এক ছাঞ্চিকো যব্, এক ভক্তিছে মিলি, এবাদত বন্দগি, করৃতা হো; গড, ঈশ্বর, খোদা, জবান জুদা ছু া, বিনো ফরক্ কুচ্ নেহিত হো।

হামেরে ভাই, কাহেকো দাই, ধরম করম ছব জুদা নহো. দেখ শাস্তর ় বিচার করি করি, কোরাণ বাইবেল্ বেদ ভেদ নহো।

"মনের মত সরল যদি হত রে সকল" এই সুর।

তাল—খোড্ডাই ছব্‌কি।

(সবে) একে একে একই কথা এক বিনা কে কৈ, মুসলমান কি হিন্দু খৃষ্টান্‌ যে জন কেন যা না হই। (মোড়া)

এক ঠেকেই জগৎ ঠেকা আর যে ঠিকা নাই, বেদের বিধি বাইবেল বলে, কোরাণেও তাই, (আবার) আপন মনে জেনে দেখি, এক বিনে আর জানি কৈ।

গড কি খোদা, ব্রহ্ম কি আর যে নামেই কই, নামের গোড়ে নেমে দেখ এক বিনা দুই কৈ, যেই বোলেতে যেই বলি, আসল বুলি সেই একই।

একে একে যত কিছু দেখিতেছি যা, কিছুতেনি পাইতেছি দুইয়ের নিশানা, পরখেতে

এক ছাড়া নাই, কথায় কেবল দুই চার কই।
একই সারা একই খারা কথার কথা দুই, কালী কেবল তাই বলি, বসি কিম্বা শুই, (যেমন) একে একে যোগ করিলে দুই বলে তার গনা লই।

"বাঁশের দোলাতে উঠে" এই সুর তাল—খেমটা।

যারে কও আকার আকার, সার কিরে তার, বিচার করে দেখ কি না? ঘোলে দুধ বল্লে কি রে, হবে নি রে, টান্‌লে পরে মাখন ছানা? (মোড়া)
মরার কি আকার মরে, তও কেন রে আছে বলে জ্ঞান কর না? শোকেতে অঙ্গ জ্বলে, সঙ্গে মিলে কাঁদছে কেন বন্ধু জনা?
লাখ্‌পতির মরা দেহ, কভু কেহ আধ্

পয়সার জামিন মানে না; আকারের এইত প্রকার দেখিয়ে কার, সাকারে হয় সার ভাবনা।

খড় কুটা মাটির গড়ণ, নানা বরণ মূর্ত্তি পূজা তাই দেখ না, যদি রে মূর্ত্তি মান, তবে কেন প্রাণ প্রতিষ্ঠার আনাগোনা।

আকারে যে কাজ করে দেখলেত রে, তবু কেন মন বুঝে না, ভক্তি প্রেম যত করে, নিরাকারে সাকারে তা কেও করে না।

সার ছেড়ে অসার নিলে, পরকালে মানবে কিরে সেই নিশানা, আকারত পড়ে রবে, সরে যাবে, খুজে তারে আর পাবে না।

প্রাণের প্রাণ ব্রহ্ম সবার, সার নিরাকার, এই কথা কি কেও জানে না, প্রাণ বিনা প্রাণেশ্বরে, নয়ন ভরে, মূর্ত্তিমান কেও দেখ্‌ছ কিনা?

১৫। অনুষ্ঠান ভাব।

বিবাহের মঙ্গলাচরণের গান।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাপ।

এস এস পুরনারী করি মঙ্গলাচরণ, স্মরিয়ে মঙ্গলময় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। (মোড়া)

উল্লাসেতে সব ধনী, কর কর জয়ধ্বনি, জয় ব্রহ্মের জয়ধ্বনি, ধনী নির্ধনীর ধন।

যে সবার ঘরে ঘরে, মঙ্গল বিধান করে, আগে সেই বিধাতারে প্রণমি করি স্মরণ।

সাজাতে সোহাগের বালা, সুগন্ধি চন্দন মালা, স্বর্ণ সিন্দুর শঙ্খ বস্ত্র, কর কর আয়োজন।

আশীর্ব্বাদ কর সবে, এই বিবাহ উৎসবে, মিলি হৃদে সবান্ধবে, আনন্দে যে হই মগন।

(নবদম্পতীর প্রতি আশীর্ব্বাদ)

" হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে " এই সুর।

তাল—আড়াঠেকা।

হে মঙ্গলময় তব মঙ্গল বিধান গুণে মিলিল নবদম্পতি শুভ বিবাহবন্ধনে। (মোড়া)

উদার মঙ্গল প্রেমে, সুধার হৃদয় ধামে সুধাময় ব্রহ্মনামে, আরামে রয় যে দুজনে। (চিতান)

মিলি নব অনুরাগে, হৃদয় যে তোমাতে জাগে, দুঃখে সুখে সমভাগে থাকে যে আনন্দ মনে; প্রীতি প্রনয়েতে মিলি যায় না যে তোমাকে ভুলি, দেহ'নাথ এই ভিক্ষা, যাচি মোরা সভাজনে।

আছে কি না আছে জ্ঞান, প্রেম নাম মহাধন, তুমি জান তোমার দান, কে জানে আর তুমি

বিনে; তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তুমি না দিলে কে দিবে, যে জীবনে জীবে জীবে, পাবে অনন্ত জীবন।

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ—তাল একতালা।

(যদি) তোমারি উদ্যানে, তোমারি যতনে, উঠেছে কুসুম ফুটিয়া। (তবে) এ ক্ষুদ্র কলিকা হউক বর্দ্ধিত তোমারি সৌরভে মিশিয়া।

(আজি) প্রাণের মাঝারে আনন্দের স্রোত রাখিতে নারিগো বাঁধিয়া; (কেন) স্বতঃই পরাণ কৃতজ্ঞতা ল'য়ে ধায় তব পানে ছুটিয়া।

এই পরিবারে এ পবিত্র দান স্মরি হৃদি উঠে কাঁদিয়া। [কিন্তু] তোমারই এ শিশু নাহি ফেলি যেন তোমা হীন মোরা করিয়া।

[মোরা] যেই প্রিয়নাম দিলাম শিশুরে

স্নেহের মাঝার খুজিয়া ; সে নামের প্রাণে তব পুণ্যনাম থাকে যেন সদা লুকিয়া ॥

তার শুভ আশে হৃদয় মোদের গেছে প্রার্থনায় পূরিয়া ; এ শিশুর লক্ষ্য যেন সদা থাকে তোমারই পানেতে ফিরিয়া।

হাসি দিয়ে এরে করগো লালিত, অশ্রুবার্ত্তা থাক্ ভুলিয়া ; প্রেম পুণ্য ছাঁচে গড় গো ইহারে, আনন্দেতে থাক্ ডুবিয়া।

এ বিমল শিশু সংসার আঘাতে না যায় যেন গো টুটিয়া ; মোহ প্রলোভন এ স্বরগ ছবি ফেলে না গো যেন মুছিয়া।

দেখো প্রভু দেখো, চালাইও এরে তুমি নিজে হাতে ধরিয়া ; [মোদের]মানবীয় স্পর্শে এ কুসুম কলি যায় না গো যেন ঝরিয়া ॥

কাটাক এশিশু সুদীর্ঘ জীবন সবাকার প্রীতি

লভিয়া ; [কিন্তু] সুদীর্ঘ জীবনে, বড় সাধ যেন তোমারে না যায় ভুলিয়া ॥

১৬। জীবন ভাব।

" মন যাবিরে সাধুর বাজারে " এই সুর।

তাল ঠুংরি।

ব্রহ্ম ! তুমি আমার জীবন সঞ্চার, তুমি আমার বাঁচা মরা তুমি বিনে আমি অসার।

প্রভু তুমি যখন চাহিলে আমায়, কিছু না হইতে আমার হ'ল সমুদায় ; এলেম তোমার আশে ধরা বাসে যাতে বুসে রসের সুতার।

প্রভু তোমার সঞ্চারে হই সঞ্চার, দেহ যেমন দেহী বিনা অসারের অসার ; (এই-রূপ) আমাতে সঞ্চরি তুমি সাধিছ সাধনা তোমার।

(প্রভু) আমি তোমার মায়ার পুতলি, তোমার টানে নড়ি চড়ি চলি কি বলি, (প্রভু) তুমি প্রাণে আমি প্রাণী, তুমি বিনা প্রাণ কি আমার।

(প্রভু) তুমি বুদ্ধি আমি বুদ্ধিমান, তুমি ধর্ম্ম ধার্ম্মিক আমি এই ত আমি জ্ঞান, তুমি জীবন আমি জীবী, এইত পরমায়ু আমার।

(প্রভু) তুমি প্রভু সৃজিলে আমায়, তোমারি করণে কার্য্য আমারে করায়; এই "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে" এই সে বিদ্যা বুদ্ধি আমার।

(প্রভু) তুমি যোগী যোগেরি আকার, আত্মারূপে যোগসাধনা কর নিরন্তর, (তুমি) অনন্ত জীবনে আছ, যোগ ভাঙ্গে হেন সাধ্য কার।

(প্রভু) এই যে আমি বলি কিছু নই, কিন্তু

তুমি হলে আমি সকল কিছু হই; তখন ষড়্‌রিপু বলি যারে সে করে বান্ধবের আচার।

কালীর ছালি অন্তরে ধ'রে, দেখালে আজব কারখানা জানে কি পরে; (যেমন) শ্মশানের ছাই মুষ্টি ধ'রে, মরামানুষ বাঁচায় আবার।

বাউলের সুর—তাল খেমটা।

(কেমন) পাষাণ ভেদি ফুটল সেরা দেখ্‌রে জগত দেখ্‌, আমার হৃদয় জীবন উভয় পাষাণ তথাচ না মান্‌ল ঠেক্। [মোড়া]

আমি ছিলেন মূঢ় অজ্ঞান, কোথা থাকে ব্রহ্মজ্ঞান, কিছু জানিনা তাঁর ঠিক ঠিকানা পশুর সমান, [আমি] সংসারেতে ছিলেম যেমন, অন্ধকূপে থাকে ভেক্।

এমন, পাষাণ হৃদয়, ভেদি কেমনে উদয়, হল

আপনা গুণে, ব্রহ্মজ্ঞানে জানিনা নিশ্চয়, [যেমন] দাবার চালে গুটি ঠেলে, এরেসাতে কিস্তি ঠেক্।

ব্রহ্ম করেছেন কল্প, এটি কথা নয় গল্প, কিছু মান্‌বে না ত শক্ত নরম অধিক বা অল্প, যতই কঠিন হোক না পাষাণ, তাও গলে হবে পেঁক্।

১৬। নানা ভাব।

"মনের মানুষ যেখানে"র সুর—তাল খেমটা।

ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ রে তাঁরে, যেমন, বাদর ছা তার মাকে ধরে; সে ত সহজে অধরা কিন্তু মানুষের অধরা নারে। (মোড়া)

হাত বাড়ায়ে ধর্‌তে চেলে, অধর ধরা হবে না রে; এ নয় গাছে ধরা যাবে পারা অধর ধরে আপনা ধরে।

ধরব ক'রে ধর্ত্তে তাঁরে,কখনও কেউ পারে নারে, সেই অধর কিন্তু ধর বলিয়ে আপনে আপনে ধরা দেয় রে।

'সে' আপনে ধরা দেয় বলিয়ে অধর ব'লে বলে তাঁরে, যে ধর্ত্তে গেলে দেয় না ধরা, ঠকিস্ না তুই তারে ধ'রে।

অধর ধরা ফাঁদটী ধরা মানুষের হৃদয় আগারে; এ ফাঁদ আর নাইক কোথা,যথা তথা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে।

আবার বলি শোনরে কালী, দৌড়ালে ধর পাবি না রে, তুই ধর পেতে থাক ধরবি বলে, দেখবি কেমনে ধরা পড়ে।

বাউলে সুর—তাল খেমটা।

ওরে মন, কর কেমন, তুলতে আমন, চাও কিরে মন বুনে চিনা যেমন বীজ ফলটি তেমন

ও ভোলা মন এই কথাটি জান কি না।

(মোড়া)

চষিলি উল্টা ক'রে, নাঙ্গল ধ'রে, যেমন চাষ আর কেও করে না, তাতে ক্ষেত পতিত রল, কেমন হল, খাজ্‌নার ভাব্‌না আছে কি না?

দিনের দিন চলে গেল, জো ফুরাল, জো গেলে আর জো পাবিনা, গৃহস্থ কয় কথাতে, শতেক পুতে এক জোয়ের সমান হবে না।

ভাল খেত্ কত্তে চেলে ছাতি ফেলে, আপনা হাতে চাষ্ ধরণা, চষিলে পরের হাতে, জেন তাতে পূরা ফসল পাইবে না।

কালী কয় চাষের কথা, বল্‌ছ বৃথা, চাষ মৈয়ে কেবল হবে না, বীজেতে করিয়ে ভুল, লাগায়ে গোল, বুন্‌লে কি ফুল বিফল বিনা?

"এসে সংসার প্রবাসে"র সুর—তাল লোভা।

রে মানুষ মানুষ হ'য়ে মন হুঁষ নিয়ে হুইষারি রাখিতে পার না ; মানুষের হুস না র'লে, মানুষ বলে কে তারে করে গণনা।

(মোড়া)

তেপথায় দাঁড়াইলে, তিন দিক চেলে, কোন্ দিক যাবে যায় না জানা ; (আসলে) একই পথ, এক মনোরথ, হাজার কণ্ডত দুই হবে না।

এক হ'তে গন্তি ধরে, গণা করে লক্ষ কোটি যত গণা ; দুই হতে ক্রমেতে নয়, কিছুই নয় এক না হ'লে কেউ হত না।

ব্রহ্মজ্ঞান সরল বালক, হৃদের আলোক, সকল লোক তাঁর এক গণনা ; এক বিনা দুই গণনা, সে জানে না বালকে যেমন জানে না।

নাম নামী করে ভিন্ন, রে সামান্য, কি কর তপ জপনা; একই গম মোটা হলে, স্বজি বলে, ময়দা বলে মিহি দানা।

রূপ গুণ ভিন্ন নয় রে, চিহ্ন করে, কি কর সাধ্য সাধনা; যেটি গুণ সেটিই রূপ, সত্যস্বরূপ অরূপ স্বরূপ গুণ মিলানা।

বাহিরে দৃষ্টি কর, বাহির ধর, অন্তরে প্রবেশ কর না; প্রাণের প্রাণ হৃদয় ঘরে, বন্ধ করে অন্ধের মতন তাক্ তাকা না।

লণ্ঠনের আপনা হৃদে, আলোক বিঁধে, তবু সে জান্তে পারে না; তুমিত নও রে তেমন, লণ্ঠন যেমন, তোমার ত আছে চেতনা।

বাউলে স্বর—তাল ছবকি।

(মন) পাগল হবি রে যদি পাবি সেই

ধনে সে পাগলে পাগল হ'তে লয় না কি রে মনে। (মোড়া)

চৈতন্য পাগল ছিল, সে পাগ্‌লামি কিসে বল, সাধে কি হয়ে পাগল এমন্ করে ছেড়ে; পরে সকল ছেড়ে বাহির হল কেশা পাগ্‌লার সনে।

প্রহ্লাদ পাগল ছিল, আহ্লাদে আগুনে প'ল, জলে স্থলে না মরিল, কে বা না জানে রে, (দেখ) পাইল অভয় শান্তি সে পাগলামি গুণে।

ধ্রুব পাগল শুভক্ষণে, মায়ের মুখেতে শুনে, মধুমাখা পদ্মপলাশ-লোচন, (পরে) উদাস হয়ে চলে গেল মাকে রেখে বনে।

পাগল বলে চটো না রে, পাগল বলে হটো না রে, কাজের পাগল সভার আগল কে বা

না বুঝে রে, (ও মন) সে পাগলে পাগল হ'লে কি ভয় মরণে।

"বাঁশের দোলাতে উঠে"র সুর—তাল ঠুংরি।

হে পণ্ডিত, পণ্ডিত হয়ে পণ্ড কয়ে, কি সুসার আছে বল না। অসত্যে সত্য ভূষণ দিলে কখন কাকের ছা ময়ূর হবে না। (মোড়া)।

হ'য়ে বেদান্তবাগীশ, বেদের উদ্দেশ, পাইয়ে বিদ্বেষ্ গেল না; যে বেদের সরল জ্ঞানে, ভেদ না জানে, সেই বেদে ভেদ রটাইও না।

বিচার তন্ত্র মন্ত্র হও স্বতন্ত্র, এক ঘরে রইতে পার না; প্রেমরস না হইলে, মুখের বোলে, কেহ ত বশ হইবে না।

বেদ বেদান্ত বিধি, নিরবধি, দৃষ্টান্তে কর যোজনা; বেদ মাতা গায়ত্রীরে, চেপে ধরে, বাদ সাধিতে সাধ করো না।

এ জগৎ প্রসবিতা, বেদের মাতা, গায়ত্রী স্মরণ কর না; তবু কেন সাকার সাকার, ছাড়িয়ে তাঁর, জ্ঞান শক্তির আরাধনা।

গায়ত্রীর ধর্ম্ম ধরে, খাঁটি করে, সার কথা বাহির কর না; হাত তুলে কথা বল, বগল খোল, চাপ দিয়ে ঢেকে রেখো না।

স্থূলবুদ্ধি মানবেরে, বুঝাবারে, তন্ত্রেতে রূপ কল্পনা; নতুবা সুবোধ নরে, কল্পনারে করবে কেন উপাসনা?

সৎস্বরূপ চিদানন্দে, নানা ছন্দে, কেন বা রূপ কল্পনা? বুড় চাও বালক হয়ে, পুতুল লয়ে, পাড়ায় পাড়ায় খেল খেলানা।

কালা বাউলে বলে মুখের বলে কল্পনা সত্য হবে না, কল্পনার পানা খেয়ে, শীতল হয়ে, পরে বল সার কল্পনা।

তাল—ঠুংরি।

পরিচয় বল কোন সম্বন্ধে হয়, (দেখি)
মানবেতে যে সম্বন্ধ তা ত তাতে নয়। (মোড়া)
(যিনি) আমারও যা মাতা পিতার তা,
কেমনে বলিব তারে মাতা কি পিতা, (দেখ)
পিতা যারে পিতা বলে রে, কভু সে ত আমার পিতা নয়।

(মোদের) সংসারেতে যত সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধে কখনও সে হবে না বন্ধ, সে ত এক সম্বন্ধে জগৎ বান্ধে রে, তাতে সব সম্বন্ধের সমন্বয়।

সকল সম্বন্ধ যাতে লয়, সহজে কি যায় গো জানা, সে আমার কি হয়? না পাইয়ে সহজ সন্ধান, তাঁরে যা প্রাণ চায় তা ডেকে লয়।

কালী খালি সম্বন্ধ না চায়, মোটা বুঝে সে বুঝে না ঠেকিলে গায়, (ব্রহ্ম) পরশে রস রসেতে বশ রে, এই বশ হলেই তার বছ হয়।

জুবিলী সঙ্কীর্ত্তন।

"রামপ্রসাদী" সুর—তাল আড়া খেমটা।

ধন্য মা ভারতেশ্বরী, তোমার গুণে যাই মা বলিহারি, তোমার গুণের রসে ভারত ভাসে, জলে যেমন ভাসে তরী। (মোড়া)

(তোমার) লক্ষ গুণের মধ্যে এগুণ যে গুণে মা আমরা তরি, (তুমি) রাজ্যাধিকার আপনি নিয়ে ধর্ম্মাধিকার দিলে ছাড়ি।

(তাইত) মোরা অধীন হয়েও স্বাধীন রাজ্যে বসত করি, (কেমন) বুক ঠুঁকি করিয়ে গো মা, ধর্ম্মরাজ্যে চলি ফিরি।

রুশ প্রুসাদি রাজ রাজড়ার কত কথা শুনি পড়ি, (মাগো) তারা নাকি আপনা ধর্ম্ম মানায় লোকে শাসন করি।

তুমি কিগো পার্‌তে না মা, সেরূপ নিতে ধর্ম্ম কাড়ি, (তবু) সেই অনুরূপ কর্‌লে না মা স্বরূপ ধর্ম্মের মর্ম্ম ছাড়ি।

ধনের দীন যে ভারতবাসী, এজন্য কি ভাব্‌না করি, (তুমি) মনের ধন যে মনে রেখেছ, এই গুণেই সব পাশরি।

ভারতের মনোরথ পূর্ণ, দেখে গো ভারতেশ্বরি, (বলি) বেঁচে থাক মাগো তুমি, যুগযুগান্ত রাজ্য করি।

(তোমার) রাজত্বকাল অৰ্দ্ধশত, গত দেখে আশা করি, (মাগো) শতবর্ষ পূর্ণ হলে, আবার দ্বিগুণ আমোদ করি।

(হবে) জুবিলী পূর্ণ বিশই জুন, তখন হবে গ্রীষ্ম ভারি, (তাই) ভারতবর্ষে, মনের হর্ষে, জুবিলী ষোলই ফেব্রুয়ারি।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।

রামপ্রসাদী স্বর।

(১২৯৬ সালের চৈত্রমাসে, জন্মভূমি আগানগরে।)

প্রণমি মাগো জন্মভূমি, আমার ব্রহ্ম-রূপের স্বরূপ তুমি, (মাগো) তুমি মায়ের স্তনের দুগ্ধ, মনের সোহাগ মায়ার ভূমি।

মাতৃগর্ভ হতে হ'তে আগেই কোলে নিলে তুমি, সেই কোলে কোলে কত কোলে অভয় কোল দেখালে তুমি।

সেই তুমি মা বিরাজমান তবু ছেড়েরের মত ভ্রমি, এই ভ্রম ঘুচাও মা, দেখি তোমা, তোমায় চিনি অন্তর্য্যামি।

তুমিই ত তুমি গো মা, তোমার মত কৈ আর তুমি, মাগো তুমি বিনে সকল সুধা, সুধা ও সুধা বিনে তুমি।

তোমার মাধব ধবল নাই মা, কালী মেখে কালী আমি, আমার সেই কালিমা ধুয়ে দে মা, আর কারে কই বিনে তুমি।

"এই নিবেদন তব চরণে"র সুর—তাল ঠুংরি।

ওরে ভাইরে, কারু বা সমানে যায় চিরদিন, কি এদিন, কি সে দিন, দিন দিন গণে, পালিনা সমান সুদিন। (মোড়া)

শিশু ছিলে যে কদিন, ছিল সেই এক

দিন, সে দিনে আর শেষের দিন কি মিলেরে; এখন কালে কালে, বুড় হলে, কোথা চলে গেল সে দিন।

কভু রাজ সিংহাসন, কভু ভিক্ষা উপার্জ্জন, যখন যাহা হবার তাহা হয়রে; তবে দেখ গণে মনে মনে, কিসের আবার এ দিন সে দিন।

এ দিন সে দিন বৃথা, আসলে কিছু নহে তা, মনের ধাঁদা মায়ার বিকার; (যেমন) দিন রাত্রি কিছু নয়, রবির উদয় হ'লে হয় দিন।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেল, পরে এল কলি কাল, ব্রহ্মজ্ঞান ফুটাল তাহারে, (দেখ) চারি যুগে কলি ফুটে ঘটাল নবীন এ দিন।

ফুটেছে কলির ফুল, গন্ধেতে করে আকুল, সন্দে টন্দে নিয়ে যায় সব দূরে; হবে সবে মিলে একাকার, রবে না রবে না এ দিন।

কালী বলে কুতূহলে, মরণ গ'ণে মরে গেলে, পাইয়েও অমর জীবন, (যখন) সে ভগবান, আমাদের প্রাণ, তবে কবে মরণের দিন।

১২৯৭ সনের আশ্বিন মাসে কাছার মোকামে।

টপ্পার সুর—তাল খেমটা।

আয়রে ও ভাই ব্রহ্ম নামে আয় দেখি কাছে, এই কাছাড় স্থানে কাছান বিনে রে, যত আর সকল মিছে। (মোড়া)

নামে হয়ে হয়ে গোল, প্রতি মুখে ব্রহ্ম বোল, (আবার) একের মধ্যে অন্য ভরা শিকল সমতুল, যেমন শিকলের কল সকল আল্‌গা রে, (আবার) কেউ কারে ছাড়ান মিছে।

যত দেখ আর সকল, ব্রহ্ম নামই আসল কল, চল কলে কলে শিকল হয়ে খুটার করি

বল, এই বলে বলে নাম গাথা তুলে, জগৎ টানিয়ে কাছে।

"বাঁশের দোলাতে" এই সুর।

বিছমিল্লায় গলত করে. কোরান পড়ে, হয়রান হয়ে কি হবেরে, নামেতে আল্লা হকের হ'লে ফকির, ফিকির ফাকির থাকে না রে। (মোড়া)

সকলি খোদার বন্দা, খোদায় জিন্দা. খোদার ধান্দায় চলে ফিরে, এক খোদা এইত সিধা, নাইক দ্বিধা, দ্বিধা কেন খোদাই ঘরে?

আল্লাত করিম রহিম, দুনিয়ার হাকিম, সকল দুনিয়া পয়দা করে, এই যদি সত্য হ'ল, তবে বল, ভিন্ন জাতি কেমন করে।

এক বাপের পাঁচটী বেটা, কেটা কেটা

ভিন্ন জাতি হ'তে পারে, এক গাছে কবে ফলে, আম কাঁঠালে, ফলে ফল্‌তে পারে নারে।

কোরানত খোদার কালাম, হাজার সেলাম করি খোদার কালামেরে, যা হবে খোদার কালাম, সারে আলাম, পারে কি না মেনে তারে?

আল্লাত মেহের করে সকলে রে, পালে বৈ আর মারে নারে, আমরা বা মারি কেনে? জেনে শুনে, মাইরের হুকুম কৈ পেলে রে।

ইমানকি গাছে ফলে, না হয় জলে, কলে বলে মিলে না রে; ইমানে হবে যে মান, তাহার সমান মানে কেবা বেইমানেরে।

তাল ঠুংরি।

দুই নায় দুই পাও, ঠেংচিড়ার এই ভাও,

এই কথা কেবা নাহি জানে, তবে জানিয়ে শুনিয়ে, দুই নায় পা দিয়ে, খাড়া হইয়ে রহিলে কেনরে সাধু ভাই। (মোড়া)

কবিরাজ দুই জন, রোগী হ'লে এক জন, সেই রোগী বাঁচে কোন কালে, (দেখ) দুই নারীর ঘর যার, কিনা দশা হয় তার, জলে ভাতে সমানে না মিলেরে সাধু ভাই।

এক জোড়ার ঘর যাঁর, সুখের সংসার তাঁর, দেড়া জোড়া হলে লেঠা পড়ে, (দেখ) দেড়া জোড়া যেই ঘরে কত ঝগড়া সেই ঘরে, অবশেষে ফাঁসি দিয়ে মরে রে সাধু ভাই।

সতী যেমন পতি বিনা, আর কিছুই জানে না, কামনা বাসনা পূরাইতে, (এমন) এক বুদ্ধি ক'রে সার, ফাল্ দিয়ে হও ভবের পার, বার বুদ্ধি যাইতে না পারে রে সাধু ভাই।

তাল—ঠুংরি।

সমান, ফলে সমানেই মান, সমান সমান মান না দিয়ে কে পেয়েছে মান। (মোড়া)

অহঙ্কারে হৈত যদি মান, তবে কেন অভিমানে পায়না রে সম্মান? দেখ আমি বড় ব'লে বলে যে, তার কথাতে কে পাতে কাণ?

[আমি] ছোট ব'লে ভাবিলে কারে, সে কি আমায় বড় বলে মানিতে পারে? বরং মানের গোড়ে ছালি ঢালিয়ে, করে মানের বদল অপমান।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম জ্ঞান, হিংসা ক'রে প্রলয় ঘরে কেবা নাহি যান। ক'রে কাটাকাটি, মারা মারি, দেখায় অসমানের এইত মান।

দেখ শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে যান, গুহকে

মিতালি ক'রে বাড়ে কত মান, সেই মানে আজও মানে, করে রামায়ণে সে গুণ গান।

হরিদাস এক যবন সন্তান, শ্রীচৈতন্যে সমান মান্যে করে প্রেম দান, [প্রেমে] আপনা করে নিল তাঁরে, কভু করিল না হীন জ্ঞান।

(দে'খে) অসমানের এই পরিচয়, তবে অসমানের অপমানে কেন মজে রয়, এমজা মজা নয় সাজা রে, আমি কালীর মজা ঠিক্ সমান।

টপ্পার সুর—তাল খেমটা।

কেবল বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় ফল কি হয় রে মন ? নাই অন্তরেতে ভক্তি প্রীতি রে, কর কেবল পূজার আয়োজন। (মোরা)

পূজায় প্রতিমা স্থাপন, কত পুষ্প আর চন্দন, আবার রাং রঙ্গের গহনা কত, সাচ্চারি

মতন, কত বাদ্য ভাণ্ড কি সব কাণ্ড রে, কত আলো দিবার ঝার লণ্ঠন।

বলি! যে সব গহনায় সাজাও সাধের প্রতিমায়, আগে আপনা স্ত্রীকে পরাও দেখি সে নি পরতে চায়? তখন অনায়াষে বুঝতে পারবে রে, তুমি কি দিয়ে কর অর্চ্চন।

বলি পূজা উপহার, ছেড়ে এই অর্থ তার, মার পশু পাখী হায় কর কি দস্যুরি আচার, বলি অর্থ ভুলি লক্ষ বলি দান, কেবল পুণ্যেতে পাপ আনয়ন।

ক্রিয়া হ'লে অবসান, কর সুখ্যাতি সন্ধান, তোমায় কে ভাল কে মন্দ বলে পেতে থাক কান, তাই চাটুক জনে কতই সমাদর, কর নিন্দুকেরে নির্য্যাতন।

কোবাসারির গানের সুর—তাল খিমাছবকি।

মনা ভাই পাকা দালান বানাবি তুই কবে,
এ দালানে কতদিন বসতি করিবে রে? (ধুয়া)
বিশ্বাস ধর্ম্মের মূলে নেও কর খাড়া, বালু-
চরে নেও দিলে তুলে মূলে সারা রে।
ভাবের ইটা সুরকি সনে ভক্তি চূণা দিয়ে,
গাঁথ ব্রহ্ম নামের দালান মন মিশাইয়ে রে।
সত্যেতে হইয়ে দর কাষ্ঠের সমান, বরগা
কড়ি পাতি কর ছাদের বিছান রে।
প্রিয় কার্য্য খামিরাতে ছাদ কর পূরা,
অটল দালান বান্ধি মনের আশা পূরা রে।
বিপদ কোবার বারি, না করিও ভয়, যত
জোরে মারে কোবা তত শক্ত হয় রে।
ঝড় বাদল ভূমিকম্পে নাহি কিছু ভয়, যথা
ইচ্ছা তথা থাক সদায় নির্ভয় রে।

শিক্ষা দেন পূর্ণ ব্রহ্ম এ দালান দেখায়ে,
দেখে যদি না শিখিলে কি হবে কোবায়ে রে।
সুরকি চূণা জলে ঘুলে ইটা যেমন জোড়ে,
প্রেমে বান্ধি জোড় এমন জগত্ সংসারে রে।
নামে কামে মিশাইয়ে গাও সারি গাও,
মনানন্দে কোবা মেরে বাসনা পূরাও রে।

টপ্পার সুর—তাল খেমটা।

ব্রহ্মনামের তোপ দাগিয়ে মহিম ফত্তে কর ভাই, যত দেখ কিল্লাবন্দী পুড়ে ধুরে হবে ছাই। (মোরা)
বিশ্বাস বারুদ পূরিয়ে প্রেমের সলায় গাঁজ তাই, তুমি নয়ন মুদে দেওরে আগুন চেয়ে দেখবে কিছু নাই।

মনের মানুষ যেথানে''র সুর—তাল খেমটা।

কি হবে পেচাল পে'ড়ে, যদি অন্তরে না ভজলে তাঁরে, ওরে মন ছাড়া মুখে বলতে গেলে আপনে আপনে ধরা পড়ে। (মোরা)

মালদয়ে আম ফজ্‌লি ভাদ্রি, সের কি তিনপা ওজন ধরে, বল কি হবে তার রূপ বলিলে, (যদি) রসনায় না রস পালি রে।

"দিন ত গেল সন্ধ্যা হল" এই সুর।

তোমার থাকৃতে সকল নাই হ'ল রে, আছে বল কারে, যেমন কাজীর গরু খাতায় আছে, নাইকো গোয়াল ঘরে। (মোরা)

তোমার জন্মদাতা, যাঁরা পিতা মাতা, তাঁদের শিশুকালে ছেড়ে এলে, ভাগীরথীতীরে।

সে মা ভাগীরথী, কি কারুণ্যবতী, তাঁর শীতল চরণ পরশেতে পরাণ শীতল করে।

সেই মা আমার মা, মায়ার প্রতিমা, এমন মায়ের চরণ পূজলি না মন মনের মতন করে।
তোমার ধর্ম্ম মতি, যেমন ছিঁড়া নথি তাতে সুতার গাঁথা নাই বলিয়ে,বাতাসে যায়, উড়ে।
বলি ওরে কালি,কেন এমন হলি, তোমার আপনা গুড়ে বালি মাথা দোষ দিবি আর কারে ?
ব্রহ্ম সনাতন, তুমি মর্ম্ম জান, বলি তুমিও কি যাবে গো নাথ, থাক্‌তে নাইয়ের ঘরে ?

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়া ঠেকা।

ব্রহ্ম-প্রেম সরোবরে সুখে কর সন্তরণ, (যাতে) চির শান্তি বিরাজিবে লভিবে নব জীবন। (মোরা)
সুনির্ম্মল সে সলিলে, মানসেতে পরশিলে, জন্মের মত রবি ভূলে, পেয়ে তার আস্বাদন।

রবেনা বিষয় বাসনা, দূরে যাবে দুর্ভাবনা, তাপিত অঙ্গ জুড়াইবে প্রেমাশ্রু হবে পতন।

চিন্ময় পরমানন্দ, ভজরে সেই ব্রহ্মানন্দ, দূরে যাবে নিরানন্দ, আনন্দে হবে মগন।

"পর কি আপন" এই সুর—তাল খয়রা।

থাকিতে জীবন, ব্রহ্মগুণ গান কররে কররে রসনা, মানবজনম আরত হবেনা হবেনা।

হইয়ে মানুষ পেয়েছ রে হুষ, রেখ এই দিশ প্রাণ জগদীশ, নাম তাঁর কর সার, ভবে গতি নাহি আর, ছাড় মোহের বিকার, কভু অনিত্যকে নিত্য ভেবনা।

যাঁর গুণে তুমি পেয়েছ জীবন, সদা নানা সুখে কর বিচরণ, যেই জন এজীবন রক্ষা করে সর্ব্বক্ষণ, তাঁরে ভুলনা কখন, কভু অসারেতে সার ভেবনা।

ব্রহ্মপ্রেমে মজি থাক অনুক্ষণ, ভুলনা ভুলনা ভুলনা কখন, কিবা মন, কি জীবন, তাঁতে কর সমর্পণ, তিনি পতিত পাবন, তাঁরে ভাবিলে কি আছে ভাবনা ?

যিনি বটে এই জগতের পতি, রাখ তাতে মতি, ওরে মূঢ়মতি, যত যার, পাপ ভার, সব হবে ছারখার, চিন্তা কি আছে তাহার, ব্রজ মোহন রে মোহে ভুল না। (ব্রজ ভুঞা,)

কাওরাদি ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠোৎসব। ১৩০১ ২রা চৈত্র।

আজি এই মহোৎসবে, ডাকিয়ে এনেছেন সবে, প্রাণসখা প্রিয়তম বিতরিতে প্রেমধন।

হৃদয় পবিত্র করে, চল যাই ব্রহ্মমন্দিরে, ব্রহ্মময় রূপ হেরে সফল করি জীবন।

প্রীতি ভক্তি উপহারে, পূজিব সে মহেশ্বরে, কৃতজ্ঞ অঞ্জলি দিয়ে করিব অভিবাদন।

জীবন কৃতার্থ করে, প্রেমানন্দে উচ্চৈস্বরে,
গাইব ব্রহ্মের গুণ শুনিবে জগত জন। (অন্নদা।)

তোমার ইচ্ছা প্রভু হইতেছে পূরণ, জঙ্গলে
মঙ্গল করে করিলে মন্দির স্থাপন।
আজি এ ব্রহ্মমন্দিরে, প্রেমানন্দে ভক্তিভরে
দেখিব প্রাণসখারে, হইবে বাঞ্ছা পূরণ।
চল সবে হৃদয় খুলে, ভাবি ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলে,
প্রেমধারা বহিবে রে, শীতল হবে প্রাণ মন।
আত্মীয় বান্ধবগণে, প্রজাবৃন্দ লইয়ে সনে,
আনন্দেতে মত্ত হ'য়ে করি তব নাম কীর্ত্তন।
তুমি ব্রহ্ম উদার দাতা, বিতরিলে কতই
সুধা, কৃতজ্ঞ হৃদয় হ'য়ে, লইব তব শরণ।
আজি এই মহোৎসবে, আশীর্ব্বাদ কর সুবে,
যেন চির দিনের তরে, সঁপি তোমায় এ প্রাণ।

অন্নদা।

রাগিণী ঝংলাট—তাল ঠুংরি।

তুমি সত্য নিত্য, ধ্রুব জগতের প্রাণধন,
নিত্য নবভাবে দেখাও পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
(মোরা)।
দেখিয়ে রূপ মাধুরী, জগতের নরনারী,
তোমাতে নির্ভর করি সঁপিতেছে প্রাণ মন।
দেখিতে সত্যের পথ, বাধা বিঘ্ন শত শত,
অকিঞ্চনে রাখ নাথ, লয়েছে তব শরণ।
তুমি দুর্ব্বলের বল, কি আছে সম্বল বল,
ব্রহ্মকৃপাহি কেবল, এই বলে বলী জীবন।

বাউলে স্থর—তাল খেমটা।

অরে মানুষ ভাই, তুই আজব্ কলের বিলাতী
দীয়াশলাই (তোমার) ভিতরেতে গুপ্ত
আগুন, বাহিরে টুক্ কাঠ আর ছাই। (মোড়া)

আসল দেবদারু কাঠে, কেমন সমান চৌকোঠে, আবার সমান সমান্ কাট্‌নি কাটা কেউনা কায় ঘাঠে, [কিন্তু] আপনা বাক্সে টান্ না পৈলে, জ্বল্‌বে না সে কোন ঠাঁই।

দেখ কেমন কারিকর, সেই বাক্সের উপর, লিখিছে সব ঠিক ঠিকানা, যথায় বাড়ী ঘর, [আবার] বাক্সের ভিতর বাক্সে ভ'রে যত্ন করে রাখে তাই।

রাগিণী খাম্বাজ মিশ্র—তাল খয়রা।

কি সুন্দর তোমার হিমাচল খেলাপুতুল হে; নব ঘন সাজে, নগগণ রাজে, নব সাজ কত অতুল হে। [মোরা]

কাঞ্চন গিরি কিরীট তাঁর, কুঞ্চিত গাঢ় হিম তুষার, চূড়ে চূড়ে ঝুরে গলিছে হে; তাহে

রবি করে, হিমে হেম করে, মণি চূণী কত জ্বলিছে হে।

বন্ধুর দূর অচল-ভাল, বিনাইয়ে যেন বেনী বিশাল, চাঁচর চিকুর বেঁধেছ হে; তার মাঝে মাঝে রত্নছরা বে'জে, নির্ঝরিণী ঝ'রে যেতেছে হে।

হরিতে জড়িত অচল কায়, রবিকরে শ্যাম সাটিন প্রায়, সারী জড়াইয়ে রেখেছ হে; ফুল কারু কাজে কত কিযে, যে দেখেছে সেই দেখেছে হে।

মাঝে সাজে দার্জ্জিলিং সহর, পড়ায়েছ যেন মণির লহর, কর্ত্ত মনোহর কুসুম হে; রেলে খেলে তায়, বিজলি জ্বালায়, পাহাড়ে সহর সুষমা হে।

হায় প্রাণ কেন হেন পুতুলেরে, ক্ষণেক্ষণে

ঢাক শ্বেত-মেঘাম্বরে, বুঝিতে না পারি মরম হে; হেন মনে লয়, এত ঢাকা নয়, সোহাগের এই করম হে।

লাল, নীল, শ্বেত, পীত অনন্ত, ফুল্ল ফুলে যেন চির-বসন্ত, বিরাজমান রয়েছে হে; দেখি যোগিগণে যোগপূর্ণ মনে. নন্দন কানন কয়েছে হে।

তাল আড়াখেমটা।

ওগো আমার ব্রহ্ম বাবু! এমন বাবু কে আর আছে? বাবুতে যা কিছু লাগে তোমার তো তা সকলই আছে। (মোরা)

দার্জ্জিলিংটা সখের বাগান, ঘরে ঘরে পুতুল লাগান, নির্ঝরে ফোয়ারা জাগান, বাগান ভরা কতই আছে।

চারিদিকে ঘন গিরি, যেন প্রাচীরেতে ঘিরি;

সে গিরির উপর কত পুরী, ভারতী কয় কে কার কাছে।

অবজারবেটিব্ শিখরে, দেখে মন প্রাণ শিহরে, স্বভাবের সঙ্গে কত, বিলাতী রঙ্গ রয়েছে।

প্রথমে 'মোর' বৈঠকখানা, কত্ত কত টুল বিছানা, যে বসে তার নাহিক মানা, কি উদারতা রয়েছে!

'মোর' হতে যেতে উপরে, চূড়ার নীচে বামের ধারে, সুরঙ্গে সুরঙ্গের মাঝে, দুর্জ্জয়-লিঙ্গ শিলা আছে।

প্রবাদ কথা লোকে বলে, এই সুরঙ্গে চলে চলে, কাশীবাসী বিশ্বেশ্বরের, এথা আসা যাওয়া আছে।

উঠিলে উপরের চূড়ে, দেখা যাচ্ছে দূরে

দূরে, নেপাল সিকিম ভোট পাহাড়ে, পাহারাদারীতে আছে।

বোটানী বাগানে যেয়ে, ভাবি চারি দিকে চেয়ে, কেন এত ফুলের ঘটা, চটা জনের মনের কাছে?

তোমার কাপড় মাকড় জালে, হা কি শোভা প্রাতঃকালে, সূতে সূতে মুতি জ্বলে, পশম রেশম কি তার কাছে?

ভ্রম-সংশোধন।

(এই গানটী ১৫ পৃষ্ঠায় ছাপান হইয়াছিল ; কিন্তু গ্রন্থকার ইহার কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন করাতে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল এবং পূর্ব্বের গান পরিত্যক্ত হইল)

তাল—আড়া খেমটা।

ব্রহ্মরূপ কি অপরূপ হায়, রূপে হৃদ্‌কূপে সাগর খেলায় ; এক ব্রহ্মরূপে জগৎ ভরা, এমন রূপ আর নাই কোথায়। (মোড়া)

এ যে জ্ঞানানন্তরূপ, কি আনন্দ স্বরূপ, অমূর্ত্ত মঙ্গল আদি নয় রে ভিন্ন রূপ; এসব ব্রহ্মরূপের অলোক আলোক, এই আলোকে সব দেখায়।

ব্রহ্ম, সত্য নিরাকার, এই সৎই স্থিরাকার, আকার বিকার নাই তাঁহাতে চিদ্‌ঘন ব্যাপার ; এই চিৎরূপে চিৎ চেতায় যাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম পায়।

এই জ্ঞানের স্বরূপ, কেমন দেখায় বিশ্ব-

রূপ, এই রূপের মাঝে ব্রহ্মরূপের অচিন্ত্য স্বরূপ; এই স্বরূপে রূপ না দেখিলে, আর কিসে রূপ দেখা যায়?

রূপ অনন্তেতে এক, এই একেই জগৎ ঠেক, অন্ত নাই যাঁর কই সীমা তাঁর অসীম যা তা এক; দেখ্‌লে অনন্তে এক মহাস্বরূপ বিস্ময়ে মন মজে যায়।

যেরূপ আনন্দ রূপে, পাই ব্রহ্ম স্বরূপে, (রূপ) গায় ফুটে যায় হাস ভরা মুখ্ অরূপের রূপে; রূপে ঘুচায় ধন্দ দেয় আনন্দ অন্ধেও তা দেখতে পায়।

আহা! অমৃত স্বরূপ, কেমন অমৃত স্বরূপ কেবল মরণ কাটায় এই বলে নয় রসেতে টুপ্ টুপ; এরূপ রসের স্বরূপ তৃপ্তিহেতু তৃপ্তি আর আছে কোথায়?

মোরা চঞ্চল সদায়, ফিরি সংসারের দায়,
দেখ না কি অশান্তিতে দিবা রাত্রি যায়;
তাইত শান্তরূপে শান্তি দিয়ে বিশ্বাসে ধৈরজ ধরায়।

জগৎ মঙ্গলে গড়া, জগৎ মঙ্গলে ভরা,
অমঙ্গল নাই কিছুর মাঝে মৃত্যু কি জড়া,
সদা চরাচরে ঘরে ঘরে মঙ্গলে মঙ্গল বিলায়।

ব্রহ্ম পবিত্র স্বরূপ, কেমন পবিত্র স্বরূপ
(দেখ) পাপে তাপে অপবিত্র বিকৃত যার রূপ;
তারা পবিত্র রূপ পরশিলে পুণ্যময় জীবন পায়।

আহা! প্রেম রূপে যেরূপ, কিসে বলা যায় সেরূপ, রূপে অসাধ্য সাধন করে দেখায় আপনা রূপ; রূপে শত্রুজনে মিত্র করে, আপনা কি পর ভুলে যায়!

করি আহার ব্যবহার, ভাব এসব কর্ম্ম কার, মোরা কার তরে বাঁচিয়ে থে'কে কর্ত্তেছি সংসার; এথা কেন এলেম কে আনিল এই ভাবিলে সে রূপ পায়।

এই যে অনন্ত ভাণ্ডার, নাই দাবি দাওয়া কার, (এসব) কে বিলাল কেন্ বিলাল ধ্যান করত তার; এই ধ্যানে ধ্যানে ব্রহ্ম জ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপ দেখা যায়।